পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1667, Saturday, February 07, 2026 FREE www.parichoy.com

জামায়াতের সঙ্গে ঐকমত্যের সরকার গঠনের সম্ভাবনা নাকচ তারেক রহমানের - রয়টার্সকে সাক্ষাৎকার

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- আওয়ামী লীগকে বাদ দিলে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না জানালো সিপিডি - ৫ম পাতায়
- দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন : নতুন বাংলাদেশ গঠনে বহু পথ বাকি, তবে অর্জনও কম নয় - ৫ম পাতায়
- এনসিটি ইজারা: চট্টগ্রাম বন্দরে ফের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট, সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ - উত্তেজনা : ৫ম পাতায়
- মক্কা থেকে যৌন অপরাধী এপস্টিনের কাছে পাঠানো হয়েছিল কাবার গিলাফের কাপড় - ৬ষ্ঠ পাতায়
- অভিবাসনবিরোধী অভিযান - ৫ বছর বয়সী শিশুকে ফেরত পাঠাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র : ৬ষ্ঠ পাতায়
- জামায়াত, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং নির্বাচনে কৌশল- ৮ম পাতায়
- শক্তিশালী জামায়াত: কী ভাবছে অভ্যুত্থানের তরুণ নেতৃত্ব? - ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে নির্বাচন ঘিরে সংখ্যালঘু প্রার্থীদের শঙ্কা ও উদ্বেগ -৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে রাজনীতির ময়দানে নারীরা কেন উপেক্ষিত? এএফপির প্রতিবেদন -৮ম পাতায়
- বাংলাদেশের নির্বাচন কী প্রভাব ফেলবে ভারত-নেপালে? - ৮ম পাতায়
- ১২ ফেব্রুয়ারির ভোট শেষে বাংলাদেশ জুড়ে সংঘাতের আশঙ্কা - ৯ম পাতায়
- আমরা দায়িত্ব পেলে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের চেহারা বদলে যাবে বললেন ডা. শফিকুর - ৯ম পাতায়

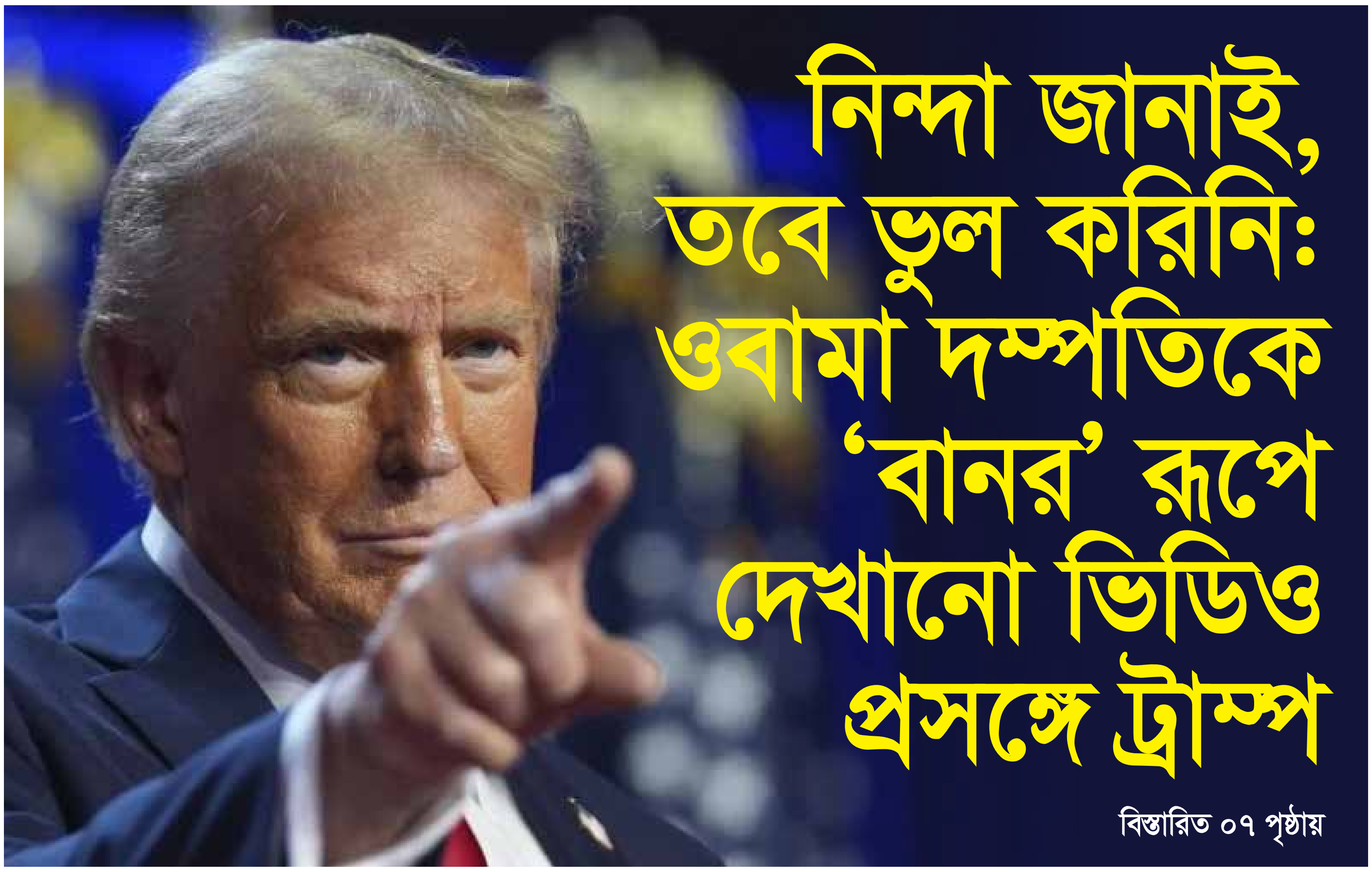

নিন্দা জানাই, তবে ভুল করিনি: ওবামা দম্পতিকে ‘বানর’ রূপে দেখানো ভিডিও প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

ফিকে হয়ে আসছে বাংলাদেশের ‘সেরা’ নির্বাচনের অঙ্গিকার

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন

নিরাপদে থাকুন

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

“ কে কি বললেন ”

● ‘তাদের যতটুকু সংস্কার করার সুযোগ ছিল, যেটুকু সংস্কার করার জায়গা ছিল, যেটুকু বিচার করার জায়গা ছিলড়ওনাদের দম ফুরিয়ে গেছে।’ - বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের যাওয়ার সময় হয়েছে বলে মন্তব্য করে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

● “সেই মুহূর্তে আমাদের এমন একজন দরকার ছিল, যিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। ইউনূস ছাড়া এমন কাউকে আমরা পাইনি।”- ২০২৪ সালের শিক্ষার্থী জনতার অভ্যুত্থানের অন্যতম পোস্টারবয় এবং বর্তমান জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাহিদ ইসলাম

● বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বিডিআরের নাম পুনর্বহাল হবে: বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান

● ৫ আগস্টের পর একটি দল হাজার হাজার মানুষকে আসামি হিসেবে নাম দিয়ে মামলা বাণিজ্য করেছে। যেখানে নিরীহ মানুষদের মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয় এই বাংলাদেশ সবার বাংলাদেশ নয়। এই বাংলাদেশকে আমরা পাল্টে দিতে চাই - ডা. শফিকুর রহমান

● শুনেছি সরকারের একটি মহল কয়েকজনের লিস্ট করেছে, তাদের পাশ করাতে হবে - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৮ আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাস

● ১২ তারিখ পর্যন্ত চাঁদাবাজি করবেন নম্রঅনুরোধ বিএনপি প্রার্থী ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইদ্রিস মিয়ার ভিডিও ভাইরাল

● জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেওয়া ‘হারাম’: হেফাজত আমির আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী

● আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে বিএনপি - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

আওয়ামী লীগকে বাদ দিলে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না জানালো সিপিডি

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন থেকে আওয়ামী লীগকে বাদ দেওয়া হলে সেই নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না বলে মন্তব্য করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

গত শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচনী এলাকায় 'সবুজ টেকসই অর্থনীতি'র চালচিত্র ও প্রত্যাশা: প্রার্থী ও ভোটার জরিপের ফলাফল শীর্ষক এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে গবেষণা সংস্থাটি বলছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের সমর্থক ও ভোটাররা চূড়ান্ত নির্বাচনী ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

বিভিন্ন জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে সিপিডি জানিয়েছে, এই বড় জনগোষ্ঠীর মতামত ও অংশগ্রহণ উপেক্ষা করা হলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

সিপিডির মতে, একটি বিশ্বাসযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব প্রধান রাজনৈতিক পক্ষ ও তাদের ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

নতুন বাংলাদেশ গঠনে বহু পথ বাকি, তবে অর্জনও কম নয়

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ও তার দমন-পীড়নমূলক আওয়ামী লীগ সরকারের পতনে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তারপর কেটে গেছে ১৮ মাস। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ১৭ কোটি মানুষের এই দেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফেরার কথা। এটি একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। ২০০৮ সালের পর এটিই বাংলাদেশের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন। কয়েক মাস ধরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল পর্যবেক্ষকদের মধ্যে। তবে এখন পর্যন্ত সৌভাগ্যবশত সেই আশঙ্কা সত্যি হয়নি।

এই নির্বাচন হতে *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

বিটকয়েনের দামে মহাধস, উধাও ২ ট্রিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েনের দামে ভয়াবহ ধস নেমেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক ধাক্কায় বিটকয়েনের দাম কমে দাঁড়িয়েছে ৬৩ হাজার ২৯৫ ডলারে, যা ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর সর্বনিম্ন। গত ২৪ ঘণ্টায় বিটকয়েনের বাজারমূল্য প্রায় ১২ দশমিক ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা ২০২২ সালের নভেম্বরের পর এক দিনে সর্বোচ্চ পতন।

ক্রিপ্টো বাজারের তথ্য সরবরাহকারী সংস্থা কয়েনগ্লাসের মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় বাজারে প্রায় ১০০ কোটি (১ বিলিয়ন) ডলারের বিটকয়েন পজিশন লিকুইডেট বা হাতছাড়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গত বছরের অক্টোবরে ক্রিপ্টো বাজার যখন ৪ দশমিক ৩৭৯ ট্রিলিয়ন ডলারের শিখরে ছিল, সেখান থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারমূল্য উধাও হয়ে গেছে। শুধু গত এক মাসেই বিনিয়োগকারীরা হারিয়েছেন ৮০০ বিলিয়ন ডলার।

বিটকয়েনের পাশাপাশি দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি ইথারের দামও ১৩ শতাংশের বেশি কমে ১ হাজার ৮৫৪ ডলারে নেমে এসেছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ইথারের দাম কমেছে প্রায় ৩৮ শতাংশ।

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই ধসের পেছনে বেশ কিছু *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

এনসিটি ইজারা: চট্টগ্রাম বন্দরে ফের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট, সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ - উত্তেজনা

পরিচয় ডেস্ক: নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক-কর্মচারীদের ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট দুই দিনের বিরতির পর আবারও শুরু হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি রোববার সকাল ৮টা থেকে এই কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে বন্দরের তিনটি টার্মিনাল ও বহির্নোঙরে পণ্য ওঠানামাসহ সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রমিকরা বন্দর এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেওয়ায় পুরো এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিপুল সংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রস্তুত রাখা হয়েছে পুলিশের সাঁজোয়া যান ও জলকামান।

সকাল থেকে কোনো সংঘর্ষের খবর পাওয়া না গেলেও গতকাল শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারী রাতে দুই শ্রমিক নেতাকে ডিবি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম খোকন। তবে ডিবি বা বন্দর থানা পুলিশ এখনো গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।

এদিকে সকাল সাড়ে ৯টায় বন্দরের *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে বাংলাদেশের শুল্ক আরও কমার আশা উপদেষ্টার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষায় থাকা বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের শুল্ক আরও কমাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাণিজ্য এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা এ কথা জানান।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এ বাণিজ্য চুক্তি হবে।

উপদেষ্টা বলেন, আমাদের ওপরে (যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে) ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, যেটা আমরা আলোচনা করে ২০ শতাংশে নামিয়েছিলাম, যদি আমাদের এই চুক্তিটা প্রকাশিত না হতো আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমরা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

মক্কা থেকে যৌন অপরাধী এপস্টিনের কাছে পাঠানো হয়েছিল কাবার গিলাফের কাপড়

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য প্রকাশিত কিছু এপস্টিন ফাইলে ইমেইলের এমন কিছু তথ্য উঠে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে মক্কার পবিত্র কাবার গিলাফের (কিসওয়াহ) কয়েকটি টুকরো সৌদি আরব থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টিনের কাছে এই কাপড় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের এই ইমেইলগুলোতে দেখা যায়, সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভিত্তিক ব্যবসায়ী আজিজা আল-আহমাদি ও আবদুল্লাহ আল-মারি নামের এক ব্যক্তি কাবার গিলাফের তিনটি টুকরো পাঠানোর আয়োজন করছেন। কিসওয়াহ হলো একটি স্বর্ণখচিত কালো বস্ত্রখণ্ড, যা দিয়ে ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান কাবাকে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়।

সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে কিসওয়াহর ধর্মীয় তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। প্রতি বছর কাবা শরীফের পুরনো গিলাফ সরিয়ে নতুন গিলাফ পরানো হয়। পুরনো গিলাফের অংশগুলোকে অত্যন্ত মূল্যবান স্মারক হিসেবে গণ্য করা হয়।

এপস্টিন ফাইলসে পাওয়া ইমেইলগুলো থেকে জানা যায়, এই পবিত্র কাপড়গুলো সৌদি আরব থেকে আকাশপথে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মাধ্যমে ফ্লোরিডায় পাঠানো হয়েছিল। এই পুরো প্রক্রিয়ায় ইনভয়েস তৈরি করা, কাস্টমমের অনুমোদন নেওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে ডেলিভারি নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলোর সমন্বয় করা হয়।

ইমেইলগুলোতে তিনটি আলাদা টুকরোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে: একটি কাবার ভেতর থেকে আনা, একটি ব্যবহৃত গিলাফের অংশ ও তৃতীয়টি একই উপাদানে তৈরি হলেও অব্যবহৃত। নথিতে দেখা যায়, চালানের সুবিধার্থে অব্যবহৃত টুকরোটিকে “শিল্পকর্ম” হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

২০১৭ সালের মার্চে এই পার্সেল এপস্টিনের বাড়িতে পৌঁছায়। এর অনেক আগেই এপস্টিন কারাগারে সাজা ভোগ করেছিলেন এবং নিবন্ধিত যৌন অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

একটি ইমেইলে আহমাদি সরাসরি এপস্টিনকে উদ্দেশ করে এই কাপড়ের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন: “এই কালো কাপড়টি সুন্নি, শিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তত ১ কোটি মুসলমান স্পর্শ করেছে”

তিনি আরও বলেন, “তারা কাবার চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং তারপর কাপড়টি স্পর্শ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এই কাপড়ের ওপর তারা তাদের প্রার্থনা, ইচ্ছা, চোখের জল আর আশা জমা রাখে; যেন আল্লাহ তাদের সব প্রার্থনা কবুল করেন”

তবে আজিজা আল-আহমাদির সঙ্গে এপস্টিনের কীভাবে পরিচয় হলো বা কেন এই অমূল্য ধর্মীয় নিদর্শনগুলো তাকে পাঠানো হলো, সে বিষয়ে ইমেইলগুলোতে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

অভিবাসনবিরোধী অভিযান - ৫ বছর বয়সী শিশুকে ফেরত পাঠাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সরকার মিনেসোটায় আটক ৫ বছর বয়সী এক ইকুয়েডোরিয়ান শিশুকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এ তথ্য জানিয়েছে।

শিশুটির নাম লিয়াম কনেহো রামোস। শিশুটি তার বাবা এড্রিয়ান কনেহো আরিয়াসের সঙ্গে আশ্রয়ের আবেদনকারী হিসেবে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন।

গত মাসে লিয়াম ও তার বাবাকে টেক্সাসের একটি আটক কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। পরে একজন বিচারকের নির্দেশে ৩১ জানুয়ারি তারা মুক্তি পান এবং মিনেসোটায় ফিরে যান।

তবে এখন সরকার তাদের বিরুদ্ধে ফেরত পাঠানোর মামলা শুরু করেছে। লিয়ামের আইনজীবী ড্যানিয়েল মলিভার বলেন, এই সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক এবং সম্ভবত প্রতিশোধমূলক হতে পারে।

অন্যদিকে ডিএইচএস বলছে, এটি স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়া। সংস্থার মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন বলেন, এটি নিয়মিত বহিষ্কার প্রক্রিয়ার অংশ। এতে প্রতিশোধের কোনো বিষয় নেই।

সরকার আরও দাবি করেছে, লিয়ামের বাবা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনা দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, লিয়ামকে আটক করার সময় তার পরনে নীল রঙের টুপি ও স্পাইডারম্যান ব্যাকপ্যাক ছিল। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

সম্প্রতি মিনেসোটায় অভিবাসন অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও হয়েছে। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুইজন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ৫ বছর বয়সী শিশুকে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক বিতর্ক চলছে।

মিনেসোটা থেকে ৭০০ আইসিই এজেন্টকে সরিয়ে নিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: মিনেসোটা ষ্টেটে অভিবাসীদের তাড়ানোর অভিযানে নিয়োজিত প্রায় ৭০০ ফেডারেল এজেন্টকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। গত ৪ জানুয়ারী বুধবার হোয়াইট হাউজের সীমান্তবিষয়ক বিশেষ কর্মকর্তা (বর্ডার জার) টম হোমান এই ঘোষণা দেন। তবে ৭০০ এজেন্ট সরিয়ে নেওয়া হলেও সেখানে এখনও প্রায় ২ হাজার কর্মকর্তা মোতায়েন থাকছেন, যা ওই অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাট নেতাদের মতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি

চলতি বছরের শুরু থেকে মিনিয়াপোলিস ও এর আশপাশে হাজার হাজার সশস্ত্র অভিবাসন কর্মকর্তা মোতায়েন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ‘অপারেশন মেট্রো সার্জ’ নামের এই নজিরবিহীন অভিযানের উদ্দেশ্য হলো অবৈধ অভিবাসীদের আটক ও নিজ দেশে ফেরত পাঠানো। এই অভিযানকে কেন্দ্র করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মিনেসোটার নির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ চলছে। এছাড়া বাসিন্দাদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের সহিংস সংঘাত ও দেশজুড়ে বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটেছে। টম হোমান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, জননিরাপত্তার স্বার্থেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। কিছু কাউন্টি জেলের শেরিফদের কাছ থেকে ‘অভূতপূর্ব’ সহযোগিতা পাওয়ায় এজেন্টের সংখ্যা কিছুটা কমানো হচ্ছে। তবে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই মেয়াদে অভিবাসীদের বিতাড়নের কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর। অভিবাসনবিরোধী এই অভিযান প্রতিদিন চলবে।

এই অভিযান নিয়ে এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের হয়তো কিছুটা নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। তবে আপনাকে অবশ্যই কঠোর থাকতে হবে। মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ এবং মিনিয়াপোলিসের মেয়র জ্যাকব ফ্রে শুরু থেকেই এই অভিযানের বিরোধিতা করে আসছেন। তারা ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে ফেডারেল আদালতেও মামলা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অতিরিক্ত মোতায়েনকে তারা স্থানীয় পুলিশের সংখ্যার চেয়েও বেশি এবং ব্যবসায়িক ও আবাসিক পরিবেশের জন্য ‘বিপর্যয়কর’ বলে অভিহিত করেছেন।

জানুয়ারি মাসে শুরু হওয়া এই অভিযানের পর থেকে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। বিশেষ করে ফেডারেল এজেন্টদের গুলিতে দুই মার্কিন নাগরিক নিহতের পর রাজপথে বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। গত ৬ জানুয়ারি আইসিই কর্মকর্তার গুলিতে রেনি গুড নামে এক মার্কিন নারী এবং তার দুই সপ্তাহ পর অ্যালেক্স প্রেটি নামে আরেক মার্কিন নাগরিক নিহত হন।

হোমান জানান, তার লক্ষ্য হলো মিনেসোটায় ফেডারেল এজেন্টের সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ ১৫০ জনে নামিয়ে আনা। তবে সেটি কবে নাগাদ হবে তা তিনি স্পষ্ট করেননি। তিনি অভিযোগ করেন, বিক্ষোভকারীরা অভিবাসন কর্মকর্তাদের কাজে বাধা দিচ্ছে। অন্যদিকে, মিনিয়াপোলিসের প্রধান কারাগারসহ অনেক শহরের পুলিশ অভিবাসন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের দাবি, অভিবাসীদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলে অপরাধের শিকার বা প্রত্যক্ষদর্শী অভিবাসীরা পুলিশের কাছে আসতে ভয় পাবে, যা জননিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

নিন্দা জানাই, তবে ভুল করিনি: ওবামা দম্পতিকে ‘বানর’ রূপে দেখানো ভিডিও প্রসঙ্গে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে বারাক ও মিশেল ওবামাকে বর্ণবাদী কায়দায় ‘বানর’ রূপে দেখানোর ঘটনায় সেটির নিন্দা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এ জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ বা ক্ষমা চাননি।

আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষের প্রতি অবমাননাকর উপস্থাপনার অভিযোগে ভিডিওটি ঘিরে দ্রুত সমালোচনা শুরু হয়। শুক্রবার হোয়াইট হাউস প্রথমে পোস্টটির পক্ষে অবস্থান নিলেও প্রকাশের প্রায় ১২ ঘণ্টা পর সেটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

গত ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করা এক মিনিটের ওই ভিডিওতে ২০২০ সালের নির্বাচনে তার পরাজয়কে ‘জালিয়াতির ফল’ বলে দাবি করা হয়। ভিডিওর শেষ অংশে দেখা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) তৈরি ছোট একটি ক্লিপে নাচতে থাকা বানরের শরীরে ওবামা দম্পতির মুখ বসানো হয়েছে।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাতে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, হোয়াইট হাউসের এক সহকারী তার অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি পোস্ট করেন। তবে প্রকাশের আগে তিনি পুরোটা দেখেননি।

তিনি বলেন, ‘আমি পুরোটা দেখিনি। প্রথম অংশ দেখেছিলাম, সেখানে ভোটিং মেশিনে জালিয়াতির কথা ছিল—কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত ও নোংরা। তারপর আমি সেটি সংশ্লিষ্টদের দিয়েছিলাম। সাধারণত তারা পুরোটা দেখেন। কিন্তু মনে হয়, এবার কেউই সেটা করেননি।’

ওই ক্লিপের নিন্দা করেন কি না জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, ‘অবশ্যই করি।’ তবে দুঃখপ্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি কোনো ভুল করিনি। আমি হাজার হাজার জিনিস দেখি।’

ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর টিম স্কট পোস্টটি সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটি ‘বর্তমান হোয়াইট হাউস থেকে আসা সবচেয়ে বর্ণবাদী বিষয়।’ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ‘শান্তি পর্ষদে’ যোগ দেবে না ইতালি, কারণ কী জানাল দেশটি

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজার অন্তর্বর্তী প্রশাসন তদারকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গঠিত ‘বোর্ড অব পিস’ বা ‘শান্তি পর্ষদে’ যোগ দেবে না ইতালি। দেশটি বলেছে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের স্বঘোষিত ‘আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী’ এই কর্তৃপক্ষ নতুন আরেকটি বিপত্তির মুখোমুখি হলো।

ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি গত ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার দেশটির সংবাদমাধ্যম এএনএসএকে বলেন, ‘ইতালির সংবিধান ও বোর্ড অব পিসের সনদের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।’ তবে তিনি এটাও বলেন, শান্তি উদ্যোগ নিয়ে যেকোনো আলোচনায় *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র চায় জুনের মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হোক জানালেন জেলেনস্কি

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র চায় জুন মাসের মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হোক। আর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া উভয়পক্ষকেই যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জেলেনস্কি আরও বলেছেন, ‘এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব দিয়েছে যে ইউক্রেন ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে বৈঠক করবে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মিয়ামি শহরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে। আমরা এতে অংশ নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছি।’ এ বিষয়ে ওয়াশিংটন বা মস্কোর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার বুদ্ধি দেওয়া কে এই ধনকুবের রোনাল্ড লডার?

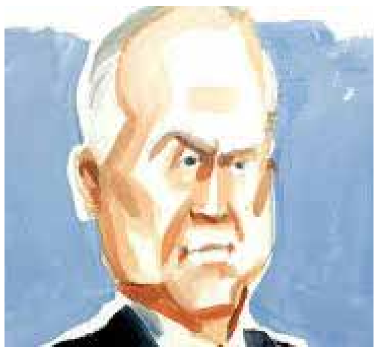

পরিচয় ডেস্ক: ২০২২ সালের সংবাদগুলো যদি আপনি পুনরায় পড়েন তাহলে খেয়াল করবেন কীভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাথায় গ্রিনল্যান্ড কেনার আইডিয়া এসেছিল এবং আপনি উপলব্ধি করবেন যে বিশ্ব কতটা অভাবনীয়ভাবে বদলে গেছে। সে সময় নিউইয়র্কের ৮১ বছর বয়সী ব্যবসায়ী রোনাল্ড এস. লডারের দেওয়া এই প্রস্তাবটি অনেকের কাছেই ছিল নিছক এক উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু সেসব ছিল ভিন্ন সময়।

এই কাহিনী ২০১৮ সালে তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাকে ফোন করে একটি নতুন ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে চান। এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী তাকে সদ্য গ্রিনল্যান্ড কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন।

বোল্টন পরে জানতে পারেন, সেই বন্ধুটি ছিলেন লডার—যিনি বিশ্ববিখ্যাত প্রসাধনী সাম্রাজ্য ‘এস্টি লডার কোম্পানিজ’-এর উত্তরাধিকারী, একজন জনহিতৈষী, শিল্প সংগ্রাহক এবং কয়েক *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

ইরানের কাছ থেকে তেল কিনলে শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: একদিকে ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন আরেকদিকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারমার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড

ট্রাম্প ইরানের সাথে বাণিজ্য অব্যাহত রাখা দেশগুলোর উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়ে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।

এই আদেশে কোন হার আরোপ করা যেতে পারে তা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ছাঁটাই নিয়ে ক্ষোভের মুখে ওয়াশিংটন পোস্টের সিইও উইল লুইসের পদত্যাগ

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন পোস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও প্রকাশক উইল লুইস অবিলম্বে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের জেফ বেজোসের মালিকানাধীন এই ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্রে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনায় পাঠকদের ক্ষোভের মুখে পড়ার কয়েক দিনের মাথায় তাঁর সরে দাঁড়ানোর এ খবর দিল পত্রিকাটি। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলো বর্তমানে ব্যবসায়িক মন্দার *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

জামায়াত, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং নির্বাচনে কৌশল

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জামায়াতকে বন্ধু হিসাবে পেতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, জনগণের নির্বাচিত যে-কোনো সরকারের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত যুক্তরা বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করেন, জামায়াতে ইসলামী আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সবগুলো চ্যানেলেই এগিয়ে গেছে। তাদের নিয়ে পশ্চিমাদের আপাতত কোনো অস্বস্তি নেই এবং এর ফলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির সঙ্গে জামায়াত শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলবে বলেও মনে করেন তারা। তবে বিশ্লেষকদের আরেক অংশে এ বিষয়ে প্রবল ভিন্নমতও আছে। তারা মনে করেন, জামায়াতকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আসলে একটি কূটকৌশল করছে। যুক্তরাষ্ট্র আসলে বাংলাদেশে একটি দুর্বল সরকার চায়, যার সহায়তায় তারা তাদের সুবিধাগুলো আদায় করে নিতে পারেবে। বিশ্লেষকদের এই অংশ আরো মনে করেন, জামায়াতের এখন যে 'চেহারা' দেখা যাচ্ছে, সেটা 'আসল চেহারা' নয়, তাদের 'আসল চেহারা' ১৯৭১ সালে দেখা গেছে। তারা যদি কখনো ক্ষমতায় যায়, তাহলে আবার সেই 'আসল চেহারা' দেখা যাবে। যা আছে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে গত ২২ জানুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ঢাকায় কয়েকজন নারী সাংবাদিকের সঙ্গে মার্কিন কূটনীতিকের বৈঠকের অডিওর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ফাঁস হওয়া অডিওকে উদ্ধৃত করে সেখানে বলা হয়, ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মার্কিন কূটনীতিকরা ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে ভালো ফল করতে পারে- এমন ধারণা ব্যক্ত করেন।

ওয়াশিংটন পোস্টের সেই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ''চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নব উদ্যমে এগিয়ে যাওয়া ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র।'' বৈঠকে মার্কিন কূটনীতিক বলেন, ''আমরা তাদের (জামায়াতে ইসলামী) বন্ধু হিসাবে চাই।''

সরকার গঠন করলে জামায়াতে ইসলামী যদি শরিয়া আইন চাপিয়ে দেয় কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ নয় এমন কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে কী হবে - এমন প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, সেক্ষেত্রে ওয়াশিংটন প্রভাব খাটাবে। তারা মনে করেন জামায়াত শরিয়া চাপিয়ে দেবে না। এবং সেরকম কিছু করলে যুক্তরাষ্ট্র পরদিনই ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিতে পারে - এমন কথাও বলা হয় ওয়াশিংটন পোস্টের বহুল আলোচিত সেই প্রতিবেদনে। মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র মনিকা শাই ওয়াশিংটন পোস্ট-এর কাছে ওই বৈঠকের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ''ডিসেম্বরে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা ও স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে রুটিন বৈঠক ও অপ্রকাশযোগ্য আলোচনা হয়েছিল।'' তিনি আরো বলেন, ''আমি মনে করি না যে, জামায়াত শরিয়া চাপিয়ে দেবে। যদি দলটির নেতারা উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো পদক্ষেপ নেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র পরদিনই ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিতে পারে।''

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের 'আশ্বাস'

এদিকে গত সপ্তাহে (বুধবার) নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

শক্তিশালী জামায়াত: কী ভাবছে অভ্যুত্থানের তরুণ নেতৃত্ব?

পরিচয় ডেস্ক: আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি এবং এনসিপির সমর্থন জামায়াতকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দেড় বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে একসময়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী দল জামায়াতে ইসলামী একসময় বিএনপির সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করেছিল, মন্ত্রিসভায় দলটির দুজন মন্ত্রীও ছিলেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসলামপন্থি দলগুলোকে নিয়ে একটি একক জোট গঠনের চেষ্টা চালিয়ে এসেছে জামায়াতে ইসলামী। শেষ পর্যন্ত চরমোনাইয়ের পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন এই জোটে না গেলেও অন্য নানা ইসলামী দল এ জোটে একত্রিত হয়েছে।

তবে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া শিক্ষার্থীদের একাংশের গড়ে তোলা দল ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি- এনসিপি জামায়াতের সঙ্গে জোটে যোগ বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে নির্বাচন ঘিরে সংখ্যালঘু প্রার্থীদের শঙ্কা ও উদ্বেগ

পরিচয় ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন দলের হয়ে মোট ৮০ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন। তাদের অনেকেই নিজের এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন।

এই উদ্বেগ ও শঙ্কার কারণ হিসেবে হুমকি, চাপ, সংখ্যালঘু নির্যাতন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নানামুখী সাম্প্রদায়িক প্রচারণার কথা উল্লেখ করছেন তারা।

তারা মনে করছেন, সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন নির্বাচনের জন্য অবাধ পরিবেশ এবং 'লেভেল প্লেয়িং' মাঠ নিশ্চিত করতে পারেনি। এ কারণে সংখ্যালঘু প্রার্থীরা নির্বাচনের আগের এবং পরের সময়কে নিজের এবং সমর্থকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন।

আসন্ন নির্বাচনে ৮০ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ১২ বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে রাজনীতির ময়দানে নারীরা কেন উপেক্ষিত?

এএফপির প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনের পথ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীরা এখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে পড়ছেন। আগামী সপ্তাহে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, নির্বাচনের পর বাংলাদেশ কার্যত পুরুষদের দিয়েই শাসিত হবে।

এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোটার হয়েছেন ২০ বছর বয়সী আরিয়ানা রহমান। তিনি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'আমি আগে গর্ব অনুভব করতাম যে আমার দেশ খুব উদার না হলেও শীর্ষে দুইজন নারী ছিলেন। যে-ই জিতুক না কেন, নারীই প্রধানমন্ত্রী হতেন।'

কিন্তু এবারের নির্বাচনে সেই বাস্তবতা আর নেই।

নারী প্রার্থী ৪ শতাংশেরও কম : বাংলাদেশে এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ১ হাজার ৯৮১ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে নারী মাত্র ৭৬ জন, যা চার শতাংশেরও কম। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই শুধু পুরুষ প্রার্থী দিয়েছে।

রক্ষণশীল দক্ষিণ এশীয় এই দেশে নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বরাবরই সীমিত। স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ ২২ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০১৮ সালে।

তবে ১৯৯১ সাল থেকে ২০২৪ সালের বিপ্লব পর্যন্ত টানা তিন দশকেরও বেশি সময় বাংলাদেশের রাজনীতি, আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন দুই নারীড়শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা খালেদা জিয়া চার দশক দল পরিচালনা ও তিন দফা প্রধানমন্ত্রী বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের নির্বাচন কী প্রভাব ফেলবে ভারত-নেপালে?

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ায় ২০২৬ সালের নির্বাচন মৌসুমে যদি কোনো একক ভোটকে কেন্দ্রবিন্দু ধরা হয়, তবে সেটি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ঢাকায় নির্বাচনি প্রচারণা যত তীব্র হচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছেড়এই ভোটের ফল শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সরাসরি ফল নির্ধারণ না করলেও, এর প্রভাব পড়বে এ অঞ্চলের পরবর্তী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের রাজনৈতিক আবহেড় নেপালের সাধারণ নির্বাচন (৫ মার্চ) এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন (মার্চ থেকে মে)।

বাংলাদেশই আগে ভোটে যাচ্ছে। আর এমন এক অঞ্চলে, যেখানে রাজনৈতিক বয়ান ও আখ্যান ক্রমশ নির্বাচনী ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখছে, সেখানে আগে ভোট হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।

এই নির্বাচন আঞ্চলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ আরও একটি কারণে। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্রনেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এটিই বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন। সে সময় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

ফিকে হয়ে আসছে বাংলাদেশের ‘সেরা’ নির্বাচনের অঙ্গিকার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অনির্বাচিত অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত এক মাসে অন্তত তিনটি বৈঠকে ইতিহাসের সর্বকালের সেরা নির্বাচন উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। আর তিনটি রাত পেরিয়ে যে সকাল হবে সেই সকালেই শুরু হবে সারা দেশে বহু কাঙ্ক্ষিত ভোট। ইতিহাসের সর্বকালের সেরা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করার কথা ছিল তা এখনও চোখে পড়ছে না। উপরন্তু নানা কর্মকাণ্ডে জনমনে একধরনের দ্বিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আদৌ কি নির্বাচন উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক কিংবা ইতিহাসের সেরা নির্বাচন হবেড়সে প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সর্বগ্রহণযোগ্য তিনটি এবং মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনের কথা বলা হয়ে থাকে। এর বাইরেও আরও আটটি নির্বাচন হয়েছে। সে নির্বাচন ঘিরে কোনো না কোনোভাবে বিতর্ক রয়েছেই।

গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলতে, ’৯০-এর স্বৈরাচার এরশাদের পতন-পরবর্তী ’৯১-এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ওয়ান ইলেভেনের পটপরিবর্তনের পরে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও দেশের সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের বিদায়ের পর এই প্রথমবারের মতো কোনো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে। সংবিধানে এই সরকারের কোনো বিধান না থাকলেও সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে গঠিত এই সরকারের অধীনেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছরের ৭ ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনাররা প্রধান সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধান উপদেষ্টা হলেন, জাতিকে একটি সুন্দর নির্বাচন দিতে অন্তর্বতীকালীন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতিকে আমরা ইতিহাসের সেরা নির্বাচন উপহার দেওয়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছি। গত ১২ জানুয়ারি নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকেও তিনি বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্বাচন। সরকার আগামী সাধারণ নির্বাচনকে *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

এবার নির্বাচনে কোনো ধরনের ‘ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের’ সুযোগ নেই

নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনে কোনো ধরনের ‘ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের’ সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী একযোগে কাজ করছে এবং লক্ষ্য একটাইড়জাতিকে *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

১২ ফেব্রুয়ারির ভোট শেষে বাংলাদেশ জুড়ে সংঘাতের আশঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন ও গণভোট শেষে সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে বিএনপি ও জামায়াত জোটের নেতারা কেন্দ্র পাহারার জন্য নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। ভোট শেষে ফলাফল প্রকাশে সময়ক্ষেপণ করলেই কেন্দ্রে সংঘাত সৃষ্টি হবে বলে একটি গোয়েন্দা সংস্থা সূত্র জানিয়েছে। এই সংঘাতে প্রাণহানিও ঘটতে পারে। বিষয়টি এরই মধ্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর্যাপ্ত সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়। একই সঙ্গে তাগিদ দেওয়া হয়েছে ওইসব কেন্দ্রে আগে থেকেই রেকি করার।

জানা গেছে, ভোটের দিন এগিয়ে আসায় এরই মধ্যে নির্বাচনী মাঠ উত্তপ্ত। প্রার্থীরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটের ফল প্রকাশে ১২ ঘণ্টার বেশি দেরি হলে সেটিকে অসৎ উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হবে। এমন পরিস্থিতি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। অনেক প্রার্থী তাদের নেতাকর্মীদের সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থাকার জন্য বলেছেন। ফলাফল ঘোষণায় কোনো ‘ডিলে’ হলেই তা প্রতিহত করা হবে। ব্যালট গণনা শেষ হওয়ার পর ফল প্রকাশ যত পেছাবে, ততই বাড়বে অনিয়মের আশঙ্কা। প্রার্থীদের হুঁশিয়ারি, কোনো অসততার সুযোগ নিয়ে অর্জিত ভোটাধিকার নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। সেই কারণেই অনেক প্রার্থী পোলিং এজেন্টদের ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে অবস্থানের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রধান দুই দলের জয়ী হওয়ার সম্ভাব্য কেন্দ্রগুলোতে এরই মধ্যে মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। সেখানে গুজব ছড়িয়েও সংঘাত বাধাতে পারে তৃতীয় কোনো পক্ষ। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

আমরা দায়িত্ব পেলে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের চেহারা বদলে যাবে

বললেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দায়িত্ব পেলে পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের চেহারা বদলে যাবে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে জেলা ও মহানগর জামায়াত ইসলামী আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, যারা দুর্নীতি, লুটপাট, চাঁদাবাজি করে তারা বড় বড় কথা বলে। আমরা কথা দিচ্ছি, এক ইঞ্চির মাটির ওপর চাঁদাবাজির হাত কেউ বাড়াতে পারবে না। দুর্নীতির সকল রুট বন্ধ করে দেওয়া হবে। কোনো অফিস আদালতে কারো ঘুষ নেওয়ার *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

জামায়াতের সঙ্গে ঐকমত্যের সরকার গঠনের সম্ভাবনা নাকচ তারেক রহমানের - রয়টার্সকে সাক্ষাৎকার

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ঐকমত্যের সরকার গঠনের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল রয়টার্সকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তার দল এককভাবেই সরকার গঠনে সক্ষম হবে, এ বিষয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী।

২০০১-০৬ মেয়াদে একসঙ্গে সরকার পরিচালনা করা জামায়াতের সঙ্গে আবারো ঐকমত্যের সরকার গঠনের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারেক রহমান বলেন, ‘আমি কীভাবে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে সরকার গঠন করব? তাহলে বিরোধী দল কে হবে?’ তিনি বলেন, ‘আমি জানি না তারা কয়টি আসন পাবে। তবে তারা যদি বিরোধী দলে থাকে, তাহলে আমি আশা করি, তারা একটি ভালো বিরোধী দল হবে।’

বিএনপি নেতাদের বরাত দিয়ে রয়টার্স লিখেছে, সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তারা। নির্দিষ্ট সংখ্যা বলতে অস্বীকৃতি জানালেও তারেক রহমান সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরা নিশ্চিত, সরকার গঠনের জন্য আমাদের যথেষ্ট আসন থাকবে।’

বিএনপি জয়ী হলে ভারত থেকে সরে চীনের দিকে ঝুঁকবেন কিনাড়এমন প্রশ্নে তারেক রহমান বলেন, ‘প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লাখ মানুষের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সক্ষম এমন অংশীদারদের বাংলাদেশের প্রয়োজন।’ তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যে বা যারা উপযুক্ত প্রস্তাব দেবে, তাদের সঙ্গেই আমাদের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি ৯ ফেব্রুয়ারী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্টা শুল্কসংক্রান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে আগামী সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি)। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে এ চুক্তির স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে। যদিও আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে এক দিন আগে ৮ ফেব্রুয়ারি।

তবে এই দুই দিনব্যাপী চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থ াকছেন না বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন জানান, চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি ও বাণিজ্যসচিব কেউই ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন না। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্র সফর করবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ৩ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি সরকারি আদেশ (জিও) জারি করেছে।

জিও অনুযায়ী, এবারের সফরকারী দলের প্রধান হচ্ছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) অনুবিভাগের প্রধান খাদিজা নাজনীন। দলের অন্য সদস্যরা হলেনড় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দুই যুগ্ম সচিব ফিরোজ উদ্দিন আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব শেখ শামসুল আরেফীন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কমিশনার রইছ উদ্দিন খান।

সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, প্রতিনিধি দলটি শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা ছাড়বে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি বা এর কাছাকাছি সময়ে দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে দুইটার দিকে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান জাপানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। জাপানের রাজধানী টোকিওতে আগামীকাল বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি (বিজেইপিএ) স্বাক্ষরের নির্ধারিত দিন রয়েছে। ৪ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি তিন দিনব্যাপী এ কর্মসূচিতে অংশ নিতেই তাদের জাপান সফর।

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের নতুন সংকট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হঠাৎ ঝুঁকিতে পড়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি। কারণ, ভারতের পণ্যের ওপর মার্কিন পাল্টা শুল্ক কমে ১৮ শতাংশে নেমেছে, অথচ বাংলাদেশের পণ্যের ওপর সেই শুল্ক এখনো ২০ শতাংশে আটকে আছে। এই সামান্য পার্থক্যই দুই দেশের মধ্যে মূল্যগত প্রতিযোগিতায় বড় ফাঁক তৈরি করেছে।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, ভারতের তুলনায় মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের ওপর ২ শতাংশ বেশি শুল্কের কারণে বেসিক টি-শার্ট, নিটওয়্যার ও ক্যাজুয়াল পোশাকের অর্ডার ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে।

তবে আশার খবরও আছে। বাংলাদেশের ওপর বর্তমান ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্কও কমে আসার আভাস বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

রপ্তানি আয়ে বাংলাদেশের নতুন রেকর্ড

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব অর্থনীতির নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও রপ্তানি আয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে রপ্তানি আয়ে গত মাসের তুলনায় ১১ দশমিক ২২ শতাংশের এক উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে সর্বোচ্চ মাসিক অগ্রগতি।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুয়ায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৪১৩ দশমিক ৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর আগের মাস ডিসেম্বর ২০২৫-এ ছিল ৩ হাজার ৯৬৮ দশমিক ২৮ মিলিয়ন ডলার।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি মেয়াদে মোট রপ্তানি হয়েছে ২৮ হাজার ৪১০ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলার। অবশ্য এই অঙ্কটি গত অর্থবছরের একই সময়ের ২৮ হাজার ৯৬৯ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় কিছুটা কম। তবে সাম্প্রতিক মাসিক প্রবৃদ্ধি রপ্তানি খাতে বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বিটকয়েনের দামে মহাধস, উধাও ২ ট্রিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েনের দামে ভয়াবহ ধস নেমেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক ধাক্কায় বিটকয়েনের দাম কমে দাঁড়িয়েছে ৬৩ হাজার ২৯৫ ডলারে, যা ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর সর্বনিম্ন। গত ২৪ ঘণ্টায় বিটকয়েনের বাজারমূল্য প্রায়

১২ দশমিক ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা ২০২২ সালের নভেম্বরের পর এক দিনে সর্বোচ্চ পতন। ক্রিপ্টো বাজারের তথ্য সরবরাহকারী সংস্থা কয়েনগ্লাসের মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় বাজারে প্রায় ১০০ কোটি (১ বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ -টিআইবির লোকজনের দিব্যদৃষ্টি নেই

বললেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের বাস্তব সংস্কার কার্যক্রম দেখতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, টিআইবির লোকজন চোখে সব কিছু দেখতে পায় না। ওদের তো দিব্যদৃষ্টি নেই, ভালো দৃষ্টিও নেই। দেখতে চাইলেও অনেক কিছু তারা দেখতে পারে না। গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

এই সরকার উন্নয়ন বা সংস্কার যতটা দৃশ্যমান দেখাচ্ছে, বাস্তবে ততটা হয়নি টিআইবির এমন দাবির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেন, টিআইবি শুধু আইনকানুনের দিকটাই দেখে। অথচ অনেক প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে, যেগুলো তারা দেখছে না। উপদেষ্টা বলেন, কেউ যদি না দেখার ইচ্ছা করে, তাহলে অনেক কিছুই উপেক্ষা করা যায়। তবে তিনি টিআইবির বদনাম করছেন না। যেগুলো মৌলিক বিষয়, সেগুলোর দিকে নজর দেওয়ার কথা বলছেন। বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

জানুয়ারিতে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের ক্ষেত্রে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৫.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। জানুয়ারি মাসে রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে একক মাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের একই সময়ে দেশে ২.১৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। ২০২৪-২৫ বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতা ঘোষণার পরেই ভারতের মানচিত্র প্রকাশ ট্রাম্পের! পাকিস্তান আর চিনকে বার্তা দিতেই কি পদক্ষেপ?

পরিচয় ডেস্ক: বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে ভারতের মানচিত্রের একটি ছবি দিয়েছে আমেরিকার ট্রেড রিপ্রেসেন্টেটিভের দফতর। যে আকসাই চিনকে বেজিং নিজেদের অংশ বলে দাবি করে, তা-ও রয়েছে ভারতের সেই মানচিত্রে। রয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরও।

অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতায় সম্মত হয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন। তার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ভারতের একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে। এখন সেই মানচিত্র নিয়েই আলোচনা চলছে। মনে করা হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সমঝোতা নিয়ে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়ার পরে তার প্রতিবেশী পাকিস্তান এবং চিনকেই বার্তা দিতে চাইল ট্রাম্পের প্রশাসন। বাণিজ্যচুক্তির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে ভারতের মানচিত্রের একটি ছবি দিয়েছে আমেরিকার ট্রেড রিপ্রেজ□ন্টেটিভের দফতর। যে আকসাই চিনকে বেজিং নিজেদের অংশ বলে দাবি করে, তা-ও রয়েছে ভারতের সেই

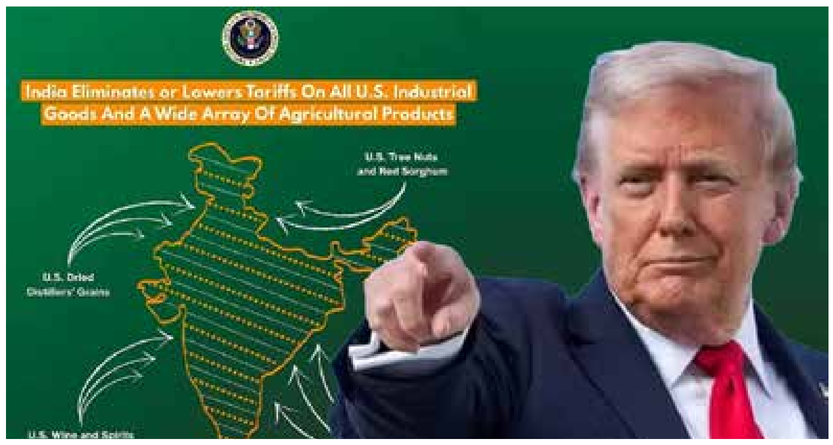

মানচিত্রে। রয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরও।

প্রসঙ্গত, ভারত সার্বভৌম রাষ্ট্র। তার ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্বের বৈধতা আমেরিকার সম্মতির উপর নির্ভর করে না। ভারত সর্বদাই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর এ দেশেরই অংশ। বাণিজ্যচুক্তির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে ভারতের মানচিত্রের একটি ছবি দিয়েছে আমেরিকার ট্রেড রিপ্রেজ□ন্টেটিভের দফতর। যে আকসাই চিনকে বেজিং নিজেদের অংশ বলে দাবি করে, তা-ও রয়েছে ভারতের সেই মানচিত্রে। রয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরও।

প্রসঙ্গত, ভারত সার্বভৌম রাষ্ট্র। তার ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্বের বৈধতা আমেরিকার সম্মতির উপর নির্ভর করে না। ভারত সর্বদাই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর এ দেশেরই অংশ। এর আগে আমেরিকার প্রশাসন যখন ভারতের মানচিত্র প্রকাশ করেছিল, তখন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করেছিল। মনে করা হয়েছিল, বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কমছে, খুশি দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা -দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দ্রুত কমে যাওয়ায় খুশি দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভুলত্রুটি, পক্ষপাত বা অতিরঞ্জনের অভিযোগ থাকলেও গণতন্ত্র ও জবাবদিহির জন্য স্বাধীন সাংবাদিকতা যে কতটা জরুরি, তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ)-এর সূচক অনুযায়ী, ২০১৪ সালের পর থেকে বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মান উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে গেছে। এক সময় যেসব দেশের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের মতো ছিল, সেগুলোর অনেকটাই এখন সার্বিয়ার মতো বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তানের সোনা এবং তামায় নজর ট্রাম্পের!

বালোচিস্তানের খনিতে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে আমেরিকা

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বালোচিস্তানে রয়েছে 'রেকো ডিক' খনি। এই খনিতে সোনা এবং তামা উত্তোলনের জন্য ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

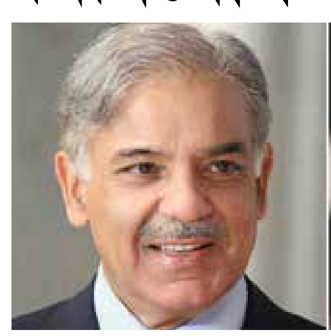

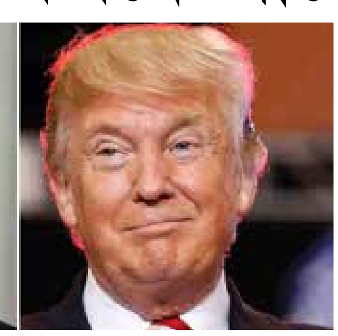

পাকিস্তানের সোনা এবং তামার খনিতে মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে আমেরিকা। পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বালোচিস্তানে রয়েছে 'রেকো ডিক' খনি। মনে করা হয়, এই খনিতেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সোনা এবং তামার ভান্ডার রয়েছে। রেকো ডিক খনিতে সোনা এবং তামা উত্তোলনের জন্য ১৩০ কোটি মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা) বিনিয়োগ করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

দুষ্প্রাপ্য খনিজের জোগান নিশ্চিত করতে গত বুধবার 'প্রোজেক্ট ভল্ট' প্রকল্প চালু করার কথা করেছে আমেরিকা। ১২০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে মূলত আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুষ্প্রাপ্য খনিজ সংগ্রহ করা হবে। বিশ্বের বৃহত্তম দুষ্প্রাপ্য খনিজের ভান্ডার রয়েছে চিনে। বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ধরনের খনিজের প্রয়োজন হয়। সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমেরিকা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে দর কষাকষির পথে হাঁটছে বেজিং। মনে করা হচ্ছে, সেই বাধ্যবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং চিন-নির্ভরতা কাটাতেই দুষ্প্রাপ্য বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

২০২৬ সালের হজের ভিসা ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ সালের (১৪৪৭ হিজরি) হজ মৌসুমের জন্য আগামীকাল ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ভিসা ইস্যু শুরু করবে সৌদি আরব। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এ ঘোষণা দিয়েছে।

হজ কার্যালয়গুলোর জন্য তৈরি করা বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত হজযাত্রীদের সৌদি আরবে পৌঁছানোর কয়েক মাস আগেই সেবার মান নিশ্চিত করা ও প্রস্তুতি কার্যক্রম গুছিয়ে নিতেই মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ।

গালফ নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের হজের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে অনেক আগেইড়২০২৫ সালের ৮ জুন থেকে। তারিখটি হিজরি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তানের মসজিদে বিস্ফোরণ, ৩১ জনের মৃত্যুতে যা বলছেন তারকারা

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের তারলাই এলাকায় অবস্থিত শিয়াদের মসজিদ ইমামবাড়া খাদিজা আল-কুবরায় ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জুমার নামাজের সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ঘটনায় অন্তত ৩১ জন নিহত এবং ১৬৯ জন আহত হয়েছেন। ইসলামাবাদ জেলা প্রশাসনের এক মুখপাত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশজুড়ে শোক, নিন্দা ও প্রার্থনার বার্তা জানাতে শুরু করেন শোবিজ অঙ্গনের তারকারা।

অভিনেত্রী নাদিয়া জামিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বার্তায় নিহতদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেন।

অভিনেতা ওসমান খালিদ বাটও নিহত ও আহতদের জন্য দোয়া জানান। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেন, শুধু প্রার্থনা যথেষ্ট নয়, এই ঘটনার জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি।

রেডিও উপস্থাপক আনুশে আশরাফও নাদিয়া জামিলের মতোই নিহতদের জন্য দয়া ও রহমত কামনা করে বার্তা দিয়েছেন।

অভিনেত্রী হুমাইমা মালিক এক পোস্টে জানান, যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাদের সঙ্গে তার হৃদয় রয়েছে। তিনি আহতদের সুস্থতার জন্য এবং দেশের জন্য দোয়া করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

এ ছাড়া অভিনেত্রী আইমান খান ও সংগীতশিল্পী আননূরাল খালিদসহ আরও কয়েকজন তারকা বিস্ফোরণের খবর শেয়ার করে আহতদের জন্য রক্তদানের আহ্বান জানিয়েছেন। বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

যৌনতার দ্বীপে অভিজাতদের ক্ষমতা-চরিত্রের নগ্ন চেহারা

প্রতাপ ভানু মেহতা

এপস্টেইন কেলেঙ্কারির ভয়াবহতায় একটি দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা সম্ভবত কাকতালীয় কিছু নয়। এই কেলেঙ্কারি এখন আমেরিকার অভিজাত শ্রেণির বিস্তৃত অংশকে জড়িয়ে ফেলেছে। এটি আধুনিকতার একটি কল্পনা ও তার অন্যতম নৃশংস নৈতিক বিভীষিকাকে একসঙ্গে সামনে নিয়ে এসেছে।
ইতিহাসে নানা সময়ে দ্বীপকে কল্পনা করা হয়েছে এমন এক জায়গা হিসেবে, যেখানে আধুনিক সমাজ নিজের সবচেয়ে বিপজ্জনক কল্পনাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারে।
আলোকপ্রাপ্ত যুগে ধারণা ছিলড়দ্বীপ মানে মূল সমাজের বাইরে থাকা একটি নিরাপদ এলাকা। সেখানে নৈতিক নিয়ম, সামাজিক শালীনতা বা যৌন নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে তুলে রাখা যায়। মানুষ ইচ্ছেমতো ভোগে মেতে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে মূল সমাজের নৈতিক কাঠামো নষ্ট হবে না। কারণ, সবকিছুই ঘটছে 'ব্যতিক্রমী' এক জায়গায়, 'অফশোরে', মানে সমুদ্রের ওপারে।
এই একই যুক্তি পরে শুধু যৌনতার ক্ষেত্রে নয়, আর্থিক অপরাধের ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হয়েছে। 'অফশোরিং' মানে হলো অপরাধ বা অনৈতিক কাজকে এমন জায়গায় সরিয়ে নেওয়া, যেখানে মনে হয় তা মূল ব্যবস্থাকে স্পর্শ করছে না। যেন কর ফাঁকি, মানি লন্ডারিং বা আর্থিক প্রতারণা কোথাও দূরে ঘটছে, তাই পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষতি হচ্ছে না।
এভাবে অপরাধ, যৌন সহিংসতা, লাগামছাড়া ভোগ আর আর্থিক বিশ্বাসঘাতকতাকে 'সমুদ্রের ওপারে' পাঠানো একদিকে ভয়ংকর, আবার অন্যদিকে ক্ষমতাবানদের মনে একধরনের স্বস্তিও দেয়। তাঁদের মনে হয়, সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে না। কারণ, তা নাকি কেন্দ্রের ভেতরে নয়। কিন্তু এই স্বস্তিই আসলে এক মারাত্মক ভ্রান্তি।
আর্থিক অপরাধকে 'অফশোরে' সরিয়ে দিলে তা ছোট বা প্রান্তিক হয়ে যায়, এটা সত্য নয়। বরং এসব অফশোর ব্যবস্থা মূল আর্থিক কেন্দ্রের অপরাধকে আরও বড়, আরও শক্তিশালী করে তোলে। অর্থাৎ অপরাধ দূরে সরে যায় না, উল্টো কেন্দ্রের ভেতরেই তার প্রভাব বাড়ে।
একই ভুল ধারণা ছিল অভিজাতদের মনেও। তাঁরা ভেবেছিলেন, মূল সমাজকে নষ্ট না করেই তাঁরা গোপনে তাঁদের সবচেয়ে বিকৃত ইচ্ছাগুলো পূরণ করতে পারবেন। কিন্তু জেফ্রি এপস্টেইনের আশপাশে যাঁরা ঘুরেছেন, তাঁরা কোনো স্বাধীনচেতা বিদ্রোহী ছিলেন না। তাঁরা সামাজিক নিয়ম ভাঙার সাহসী আন্দোলনও করছিলেন না।
আসলে তাঁরা আধুনিকতার এক অন্ধকার দিক বাস্তবে প্রয়োগ করছিলেন। এখানে কল্পনাই হয়ে উঠেছে অশ্লীল পণ্যে ভরা। মানুষকে, বিশেষ করে দেহকে, ব্যবহার করা হয়েছে কেনাবেচার জিনিস হিসেবে। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মানুষ নিজেকে পর্যন্ত অপমান করতে প্রস্তুত হয়েছে।
এই অভিজাত শ্রেণির ভেতরে একই সঙ্গে আছে ভয়ংকর দায়মুক্তির অনুভূতি বা আইনের ঊর্ধ্বে থাকার আত্মবিশ্বাস এবং মানসিকভাবে অপরিণত আচরণ। এখানে ক্ষমতা আছে, কিন্তু সংযম নেই; প্রভাব আছে, কিন্তু নৈতিকতা নেই।
এপস্টেইন ফাইল নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। সব নথি কি সত্যিই প্রকাশিত হয়েছে? ভুক্তভোগীদের অধিকার কি সুরক্ষিত হবে? ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টিড়উভয় দলই যখন জড়িত, তখন কার লাভ হবে? এই নথিগুলো আমেরিকার কিছু অভিজাত মানুষের এক নির্মম 'এক্স-রে' তুলে ধরে।
যে মানুষগুলো মানসিকভাবে অপরিণত, ভেতরে ভঙ্গুর, কিন্তু বাইরে অসম্ভব ক্ষমতাবানড়তাঁরা আসলে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?
আসল রহস্য হলো, জেফ্রি এপস্টেইন কীভাবে নিজেকে এমন জায়গায় বসাতে পারলেন, যেখানে বিশ্বরাজনীতির বড় বড় শক্তির পথও যেন তাঁর মধ্য দিয়েই যেত। কেন রাষ্ট্র, ধনকুবের আর ক্ষমতাশালীরা ভাবলেনড়এই লোককে ছাড়া কাজ চলবে না?
রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঝগড়া হলেও একটা ব্যাপারে তারা প্রায় একমতড়এই কেলেঙ্কারিকে 'ব্যতিক্রম' হিসেবে দেখাতে হবে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে, এটা কিছু ব্যক্তির বিচ্যুতি, পুরো শাসকশ্রেণির স্বাভাবিক চেহারা নয়। ঠিক যেমন আগে দ্বীপ বা উপনিবেশকে এমন জায়গা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

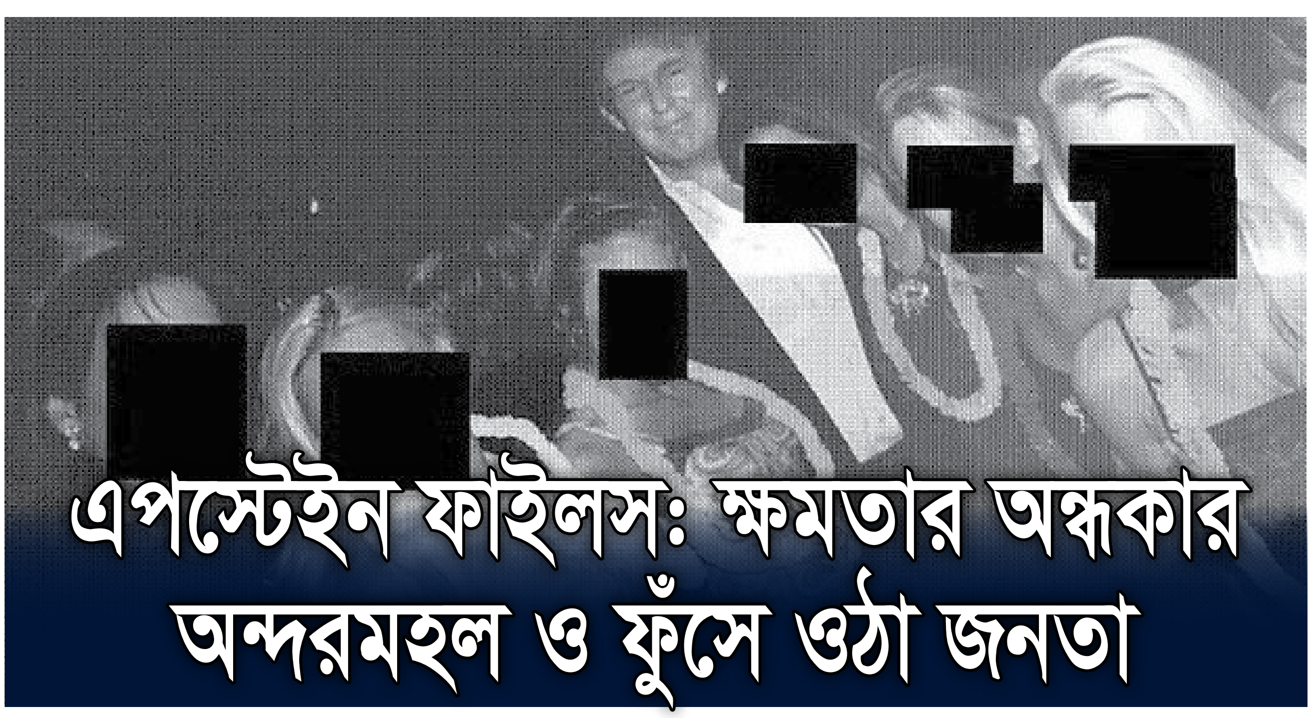

এপস্টেইন ফাইলস: ক্ষমতার অন্ধকার অন্দরমহল ও ফুঁসে ওঠা জনতা

এলেনা শর

সম্প্রতি প্রয়াত যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইন সংক্রান্ত মামলার অনেক নথি, ছবি, ভিডিও প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। অনেকেই সেটাকে একধরনের আইনি নিষ্পত্তির দিকে যাওয়া ঘটনা হিসেবে ভাবতে চাইছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের কৌঁসুলিরা বলছেন, এসব নথির ভিত্তিতে তাঁরা আর কোনো নতুন অভিযোগ আনবেন না। অনেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করছেন, তাহলে এসব প্রকাশের মানে কী? এ প্রশ্নের উত্তর আদালতের কক্ষে নেই। উত্তরটা আছে রাজনীতির ভেতরে, জনমতে এবং ক্ষমতার প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান অনাস্থার চিত্রে।
এটাকে আমি বলছি অভিজাত বনাম জনতা বা এলিট বনাম জনগণ। এ দ্বন্দ্ব নতুন নয়। কিন্তু এপস্টেইন ইস্যু এটাকে অস্বস্তিকরভাবে সামনে এনেছে। কারণ, এপস্টেইনের গল্পে কেবল একজন অপরাধী নেই, আছে সেই অপরাধকে সম্ভব করে তোলা নেটওয়ার্ক এবং আছে সেই নেটওয়ার্কের চারপাশে তৈরি হওয়া একধরনের অদৃশ্য সুরক্ষাবলয়। বলয়টি মানুষদের দীর্ঘদিন ধরে দেখিয়েছে যে ক্ষমতাবানদের জন্য আইনকানুন আর সাধারণ মানুষের জন্য আইনকানুনের ধরন এক নয়।
এপস্টেইনসংক্রান্ত নথিগুলো থেকে তথ্য নিয়ে নতুন মামলা হবে নাড়এ ঘোষণা তাই অনেকের কাছে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি নয়, বরং উসকানি। কারণ, মানুষ যে ক্ষোভ নিয়ে বসে আছে, সেটি আসলে বিচারহীনতা নিয়ে নয়, বরং ন্যায্যতার অনুপস্থিতি নিয়ে।
যুক্তরাষ্ট্রে জনতার যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, সেটি কোনো এক দলের একচ্ছত্র সম্পত্তি নয়। এই ক্ষোভ ডেমোক্র্যাটদের ভেতরেও আছে, কনজারভেটিভ ভোটারদেরও ভেতরে আছে। মানুষ বলতে চাইছে, ক্ষমতাবানদের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক কি সত্যিই শিথিল? আইন কি সত্যিই সবার জন্য এক?
এ জায়গায় এসে বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়। এপস্টেইন নথি ট্রাম্প প্রশাসনের বিচার বিভাগকে নতুন মামলা করতে বাধ্য করছে না, কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়াচ্ছে। বিশেষ করে ট্রাম্পের নিজের সমর্থকদের মধ্যে এ ইস্যু ভাঙন তৈরি করছে। ট্রাম্পের রাজনীতিতে যে ভাষা বারবার ব্যবহার হয়েছে, সেটি জনতার পক্ষে দাঁড়ানোর ভাষা। সেই ভাষার বিপরীতে যদি সাধারণ সমর্থকেরা মনে করেন, অভিজাতদের বেলায় প্রশাসন গা বাঁচিয়ে চলছে, তাহলে তাঁদের আস্থা দুর্বল হয়ে যায়।
এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। এপস্টেইন নথিতে যাঁদের নাম আসছে, তাঁরা কেবল ব্যক্তি নন, তাঁরা ক্ষমতার প্রতীকও। যুক্তরাজ্যের সাবেক যুবরাজ অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন এক অর্থে রাজতন্ত্রেরই একটি অংশ। বিল গেটস প্রযুক্তি-পুঁজিবাদের পুরোনো আইকন। ইলন মাস্ক সাম্প্রতিক কালের নতুন প্রযুক্তিসাম্রাজ্যের আইকন।
যখন এসব নাম একই গল্পে এসে পড়ে, তখন তা আদালতের ফাইলে যতটা না আলোড়ন তোলে, তার চেয়েও বেশি আলোড়ন তোলে রাজনৈতিক ভাবনায়। সাধারণ মানুষের কাছে এটা যেন একধরনের চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়, যেখান থেকে বোঝা যায়, ক্ষমতার ঘরটা কতটা অভেদ্য, আর সেই ঘরের ভেতরে জবাবদিহি কতটা দুর্লভ।
অনেকে ভাবেন, এসব চাপ কি কেবল রাজনৈতিক? আমি বলব, না। এই চাপ ব্যবসায়িকও। কারণ, জনমতের দোলাচল এখন বাজারকে আঘাত করে। বড় করপোরেশনগুলো এখন কেবল পণ্যের গুণে চলে না, চলে আস্থার ওপর। যে মুহূর্তে কোনো ক্ষমতাবান বা বড় ব্র্যান্ড জনমতের চোখে দূষিত হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তে তার অর্থনৈতিক মূল্যও কমে যায়।
এ কারণেই গেটস বা মাস্কের মতো মানুষের নামগুলোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উত্তাপ ব্যবসায়িক ঝড়ও ডেকে আনতে পারে। এদিকে অ্যান্ড্রুর ক্ষেত্রে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় আরও ঘনীভূত করতে পারে। কারণ, রাজপরিবারের প্রতি জনসমর্থনের ভিত্তিটাই নৈতিকতার ধারণার সঙ্গে জড়িত।
এখন প্রশ্ন আসে, যদি ভবিষ্যতে কখনো কোনো আইনি উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাহলে বিদেশে থাকা ব্যক্তিদের সহযোগিতা কীভাবে আসবে? যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ। প্রত্যর্পণ, *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

মতামত

পরাশক্তির লড়াইয়ের যুগে মধ্যমপন্থার করণীয়

মার্ক কার্নি

আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, যার মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্বের মতো কানাডাও যাচ্ছে, আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারা একই সঙ্গে আনন্দ ও কর্তব্য বলে মনে করি। আজ আমি বিশ্বব্যবস্থা যে বিঘ্নের সম্মুখীন তার সঙ্গে একটি দারুণ কল্পকাহিনির অবসান ও কঠোর বাস্তবতার সূচনা নিয়ে কথা বলব। এই নতুন বাস্তবতায় ভূ-রাজনীতি এবং বড় ও প্রধান শক্তি কোনো সীমা মানছে না। তার মধ্যে কোনো সংযম নেই।

অন্যদিকে আপনাদের বলতে চাই, অন্য দেশগুলো, বিশেষ করে কানাডার মতো মধ্যবর্তী দেশগুলো শক্তিহীন নয়। তাদের এমন এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সক্ষমতা রয়েছে, যেখানে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, টেকসই উন্নয়ন, সংহতি, সার্বভৌমত্ব এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতার মতো আমাদের মূল্যবোধ জায়গা পাবে। অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাধর শক্তির শুরু হয় সততা দিয়ে। মনে হচ্ছে, প্রতিদিন আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমরা বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে বাস করছি; নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থা ম্লান হচ্ছে; শক্তিশালীরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে; আর দুর্বলদের কেবল দুর্ভোগ পোহাতে হবে। থুসিডাইডিসের সেই উক্তিটি এখানে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন এটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটাই এখন স্বাভাবিক যুক্তি।

এই যুক্তির মুখোমুখি হয়ে দেশগুলোর মধ্যে মেনে চলা কিংবা মানিয়ে নেওয়া এবং ঝামেলা এড়ানোর এক জোরালো প্রবণতা দেখা দিয়েছে, যেন সম্মতিই তাদের নিরাপত্তা নিয়ে আসবে। বেশ, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না। তাহলে আমাদের হাতে আর কী কী বিকল্প আছে? ১৯৭৮ সালে চেক প্রজাতন্ত্রের ভিন্নমতাবলম্বী এবং পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট ভাক্লাভ হ্যাভেল 'শক্তিহীনদের শক্তি' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এতে তিনি একটি সহজ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। কমিউনিস্ট ব্যবস্থা কীভাবে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিল?

তার উত্তরটা শুরু হয়েছিল এক সবজি বিক্রেতাকে দিয়ে। প্রতিদিন সকালে এই দোকানদার তাঁর জানালায় একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখে। সেখানে লেখা থাকে, 'বিশ্বের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হও'। সে এটা বিশ্বাস করে না; কেউ করে না। কিন্তু ঝামেলা এড়াতে, সম্মতির ইঙ্গিত দিতে, একসঙ্গে থাকার জন্য এই সাইনবোর্ডটি ঝুলিয়ে রাখত। যেহেতু প্রতিটি রাস্তার প্রত্যেক দোকানদার একই কাজ করে, তাই ব্যবস্থাটি টিকে থাকে। এই টিকে থাকাটা কেবল সহিংসতার মাধ্যমে নয়, বরং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, যা তারা গোপনে মিথ্যা বলে জানে। হ্যাভেল এটিকে 'মিথ্যার মধ্যে বসবাস' বলে অভিহিত করেছেন।

এই ব্যবস্থার শক্তি আসে তার সত্যতা থেকে নয়, বরং সবার ইচ্ছা থেকে, যেন এটি সত্য। আর এর ভঙ্গুরতাও আসে একই উৎস থেকে। যখন একজন ব্যক্তি কাজ বন্ধ করে দেয়, যখন সবজি বিক্রেতা তার সাইনবোর্ডটি সরিয়ে ফেলে, তখন ভুল ভাঙতে শুরু করে। বন্ধুরা, এখন সময় এসেছে কোম্পানি ও দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে যেসব সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে সেগুলো সরিয়ে ফেলার। কয়েক দশক ধরে আমরা যাকে নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছি, তার অধীনে সমৃদ্ধ হয়েছে কানাডার মতো বহু দেশ। আমরা এর প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগদান করেছি, এর নীতিগুলোর প্রশংসা করেছি এবং তাদের দেওয়া ভবিষ্যৎ পথরেখা থেকেও উপকৃত হয়েছি। এ কারণে আমরা এর সুরক্ষার ভিত্তিতে মূল্যবোধভিত্তিক বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে পারি।

আমরা জানতাম যে আন্তর্জাতিক নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থার গল্পটি আংশিকভাবে মিথ্যা ছিল। যেমন সবচেয়ে শক্তিশালীরা যখন সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে, তখন প্রতিকূল ব্যাপারগুলো থেকে নিজেদের অব্যাহতি দেবে এবং বাণিজ্য নিয়মগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হবে। আমরা এও জানতাম, আন্তর্জাতিক আইন ছিল বৈষম্যমূলক। অভিযুক্ত বা ভুক্তভোগীর পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে শাস্তি বা কঠোরতার মাত্রা প্রয়োগ করা হতো। এই কল্পকাহিনিটি কার্যকর ছিল যে, বিশেষ করে মার্কিন আধিপত্য জনসাধারণের পণ্য, উন্মুক্ত সমুদ্রপথ, একটি স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা, যৌথ নিরাপত্তা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কাঠামো হিসেবে সহায়তা করেছিল। তাই আমরাও জানালায় সাইনবোর্ডটি স্থাপন করেছিলাম; *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

খালি নৌকায় চড়ে কতটা ধান তোলা যাবে?

সাইফুর রহমান তপন

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে মিত্র থেকে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে শক্তির ব্যবধান চোখে পড়ার মতো হলেও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না।

ঐতিহ্যগতভাবেই এ দেশে রাজধানীসহ বড় শহরগুলোর ভোটারদের আচরণ ছোট শহরগুলোর সঙ্গে মেলে না। আবার শহর ও গ্রামের মধ্যে এ পার্থক্য আরও ব্যাপক। দশকের পর দশক ধরে গড়ে ওঠা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোই সাধারণত সেখানকার ভোট নিয়ন্ত্রণ করে। শহরগুলোর ভোটাররা যে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেন। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-মেম্বাররা; তাদের সঙ্গে আছেন গ্রামে গ্রামে সালিশ-দরবার করা পরিবার ও ব্যক্তিরা। ভোটের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব তাদের পরিবার বা বংশের ওপর তো থাকেই; ক্ষেত্রবিশেষে গোটা পাড়া বা গ্রামই তাদের কথায় একদিকে ছোটে। এ কারণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে কোনো প্রতীকে সাধারণত ভোট পড়ে গুচ্ছ আকারে, যে প্রবণতা শহরাঞ্চলে কম। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো একটা শৃঙ্খলের মতো, যার গোড়ায় থাকেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানরা, যাদের বিপুল অধিকাংশ ঐতিহাসিকভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সঙ্গে যুক্ত। এখানে জামায়াতের প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিষিদ্ধ থাকায় দলটির বিশেষত গ্রামাঞ্চলের ভোটাররা কী করবেন? গত সপ্তাহে আমার নিয়মিত কলামে মূলত এ নিয়েই আলোকপাত করেছিলাম। তবে সেখানে বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীরা বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী সমর্থক তথা নৌকার ভোটারদের নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করছেন; সে কথা বলা হয়েছিল। এবার দেখা যেতে পারে, নৌকার সমর্থকদের প্রবণতা কী।

পুনরাবৃত্তি হলেও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, বিগত সময়ের গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোর ফলের ভিত্তিতে প্রায় সব পর্যবেক্ষকই একমত, দেশের ভোটারদের অন্তত ৮০ শতাংশ নৌকা ও ধানের শীষ এ দুটি শিবিরে প্রায় সমানভাবে বিভক্ত। আবার এ ভোটারদের সিংহভাগ উদারপন্থি বা ভোটদানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ের চেয়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দেয়। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ বেশ গুরুত্ব পায় বিধায় তাদের মুক্তিযুদ্ধপন্থি বলেও চিহ্নিত করা হয়। ভোটারদের বাকি অংশটা ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল। অন্যদিকে, প্রধানত মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ বরাবরই উদারপন্থিদের বৃহৎ অংশের ভোট পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, শুধু এ শিবিরের বাকি অংশ দিয়ে কাজ চলবে না বলে বিএনপি বিগত নির্বাচনগুলোতে বরাবরই দ্বিতীয় শিবিরের আবেগ অনুভূতিকে গুরুত্ব দিত। কিন্তু জামায়াত এবার বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠায় এ শিবিরের ভোটাররা বিভক্ত। অনেকে যে এবার জামায়াতের ভোট আগের চেয়ে বেড়ে গেছে বলছেন, তার রহস্যও এখানে। লক্ষণীয়, বিএনপিও এবার ধর্মীয় মূল্যবোধের মতো ইস্যুগুলোর বদলে উদারপন্থি ভোট বাড়াতে চেষ্টা করছে। বিশেষত দলের প্রতিষ্ঠাতার বদৌলতে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে দলটির সম্পর্ক বেশ নিবিড়। সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রধান বিষয় ছিল বলে বিএনপি এতদিন তা ব্যবহার করেনি। এবার তারা তা ব্যবহার করছে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ৭১-এর গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ, যা নির্বাচনে বরাবর আওয়ামী লীগের অস্ত্র ছিল বারবারই এবার বিএনপি নেতারা ভোটারদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

এতে যে একেবারে কাজ হচ্ছে না, তা নয়। কিছু কিছু অতিসাম্প্রতিক জরিপ এবং মাঠের বাস্তবতাও বলছে, অনুকূল পরিবেশ পেলে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটা অংশ, বিশেষত যারা ঘোরতর জামায়াতবিরোধী তারা এই প্রথমবারের মতো ধানের শীষে ভোট দিতে পারেন। এ কথা বলার আরেকটা কারণ হলো, আওয়ামী লীগ দলগতভাবে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেও অন্তত সামাজিক মাধ্যমে এর পক্ষের প্রচার খুব জোরালো নয়। দলটি আসন্ন নির্বাচনকে বৈধ বলে মনে করে না। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, তা প্রতিহতের ডাক দেওয়াই ছিল প্রত্যাশিত। বিশেষত গত ১৩ নভেম্বর দলটির ডাকে পালিত লকডাউনের সাফল্য দেখে এমনটাই ধারণা করেছিলেন তারা। কিন্তু সে পথে দলটি যায়নি। দলটির তৃণমূলও তাই নিজের মতো করে ভাবার সুযোগ পাচ্ছে। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE
MARCH SAT PREP
Enroll Now & Get Up To
$400 OFF
ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!
Sale ends Sunday January 25th, 2026
Grade 10 & 11 Students
NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY
Northeastern University
Northwestern University
MIT
M
RIT
LUX ET VERITAS
Penn
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

কোন বাদামে কেমন উপকার

পরিচয় ডেস্ক: বাদাম খুবই জনপ্রিয় একটি সুপারফুড। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি উপকারিতাও অনেক। তবে সব বাদাম এক নয়। একেক বাদামে একেকরকম পুষ্টিগুণ থাকে। নিয়মিত বাদাম খেলে স্বাস্থ্যের উপকার হবে। ভারতীয় পুষ্টিবিদ লিমা মহাজন জানিয়েছেন, নিয়মিত কোন বাদাম খেলে কতটা উপকারিতা মেলে। যেমন-

কাঠবাদাম : কাঠবাদামে ভিটামিন-ই এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রয়েছে। নিয়মিত ৬টি করে পানিতে ভেজানো কাঠবাদাম খেলে তা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তি উন্নত করে। এর পাশাপাশি এই বাদাম ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও কার্যকরী কাঠবাদাম।

আখরোট : আখরোটকে বলা হয় ‘ব্রেন ফুড’। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। নিয়মিত ৩-৪টি আখরোট খেলে হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। মস্তিষ্কের প্রদাহ কমাতেও আখরোট বেশ উপকারী । এছাড়া আখরোট খেলে ঘুমও ভাল হয়।

কাজুবাদাম : কাজুবাদামে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং জিঙ্ক রয়েছে। নিয়মিত ৩টি করে কাজুবাদাম খেলে তা রক্তস্বল্পতা দূর হয়। নিয়মিত এই বাদাম খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এই বাদাম হাড় মজবুত রাখতেও সাহায্য করে।

পেস্তাবাদাম : ফাইবার এবং প্রোটিনে সমৃদ্ধ পেস্তাবাদাম চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও এই বাদাম বেশ কার্যকর।

চিনাবাদাম : এই বাদাম সবচেয়ে সহজলভ্য ও দামেও সস্তা। চিনাবাদামে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ভাল ফ্যাট রয়েছে।এটি শরীরের শক্তি বাড়ায় এবং পেশির গঠনে সাহায্য করে। নিয়মিত চিনাবাদাম খেলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও অনেকটা কমে।

ফুল না ডাঁটা, ব্রকলির কোন অংশ বেশি উপকারী?

পরিচয় ডেস্ক: ব্রকলির পুষ্টিগুণের কথা কমবেশি সবারই জানা। এতে রয়েছে শরীরের জন্য উপকারী বিটামিন ই, সি এবং কে। এ ছাড়াও এই সবজিতে ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো খনিজও রয়েছে। ফুলকপির মতো দেখতে ব্রকলির ফুলের মতো অংশটি সবাই খেলেও ডাঁটা কেটে বাদ দিয়ে দেন।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, ব্রকলি ক্রুসিফেরাস গোত্রের সবজি। এই গোত্রের মধ্যে বাঁধাকপি, কালে, ফুলকপিড় সবই পড়ে। এসব সবজির ফুল এবং কাণ্ড দু’টিই সমান উপকারী। বিপাকহার সংক্রান্ত রোগবালাই দূরে রাখতে কিংবা ক্যান্সার প্রতিরোধী হিসেবেও দারুণ উপকারী।

ব্রকলির সবুজ রঙের যে অংশটি খাওয়া হয় সেটি ব্রকোলির ফুলের অংশ। এর মধ্যে রয়েছে ‘গ্লুকোসিনোলেটস’ নামক একটি উপাদান। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এটি ক্যান্সার প্রতিরোধী হিসেবেও কাজ করে। অন্য দিকে, ব্রকোলির কাণ্ডে প্রিবায়োটিক উপাদান এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রকলির ডাঁটায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ অনেক বেশি।

ফুল না ডাঁটা, কোনটি খাবেন?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, ব্রকলির ফুল এবং ডাঁটাড় দু’টিই যেহেতু সমান উপকারী, তাই দুটি খাওয়াই ভালো । কোনও একটিকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যারা পেটের গোলমাল কিংবা হজম সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন তারা বেশি পরিমাণে ডাঁটা খাওয়া এড়িয়ে চলুন। তবে ফুলকপি বা বাঁধাকপির মতো পানিতে সেদ্ধ করে ব্রকলি না খাওয়াই ভালো। পুষ্টিগুণ বজায়

কোলেস্টেরল কমাতে উপকারী ভেষজ

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমানের অনিয়মিত জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসের কারণে অনেকেরই কোলেস্টেরলের সমস্যা বেড়েছে। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। আর এর জন্য কিছু ভেষজ হয়ে উঠতে পারে মহৌষধি। যেমন:

অর্জুন গাছের ছাল: আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই অর্জুন গাছের ছালের ব্যবহার হয়ে আসছে। অনেক কঠিন রোগব্যাধি আটকাতে সক্ষম এই ভেষজ। এমনকী হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও অর্জুন গাছের ছাল বেশ কার্যকর।

আমলকী :আমলকী ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর একটি গুণ। আরও নানা পুষ্টিগুণে পাওয়া যায় এই ফল। এই ফল রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর পাশাপাশি শর্করা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

হলুদ : প্রতিদিনের রান্নায় হলুদের ব্যবহারেকোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কারণ হলুদে রয়েছে উপকারী উপাদান কারকিউমিন। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। এর ফলে হৃৎপিণ্ডও ভালো থাকে।

গিলয় : এই ভেষজে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখবে এলাচ

পরিচয় ডেস্ক: রান্নার স্বাদ বাড়ানোতে মসলা হিসেবে এলাচের তুলনা নেই। কিন্তু স্বাদ ছাড়াও এলাচের উপকারিতা সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। এলাচের পানি খেলে পাঁচটি রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে আপনাকে।

. রাতে এক গ্লাস পানিতে ৪ থেকে ৫টি এলাচ ভিজিয়ে রাখুন।

. সকালে খালি পেটে সেই পানি পান করুন। এটি আপনাকে পাঁচটি রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

. আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা বলেন, এলাচের পানি পান করলে গ্যাস ও এসিডিটি দূর হয়, পাশাপাশি অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যাও দূর হয়। এটি দ্রুত এবং উন্নত হজমে সহায়তা করে।

. এলাচের পানি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতেও সাহায্য করে।

. এলাচ একটি প্রাকৃতিক মুখশুদ্ধি। এর পানি পান করা মুখের দুর্গন্ধ ও ব্যাকটেরিয়া কমাতেও উপকারী হতে পারে। এলাচের পানি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে।

. এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং সুস্থ হৃদযন্ত্র বজায় রাখতেও সাহায্য করে। আপনি যদি এলাচ পানি খাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে চার থেকে পাঁচটি গোটা এলাচ দানা এক গ্লাস পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। সকালে খালি পেটে এই পানি পান করুন এবং এরপর এক ঘণ্টা কিছু খাওয়া থেকে দূরে থাকবেন।

গ্রিন টি না কি লাল চা, কোনটিতে উপকার বেশি

পরিচয় ডেস্ক: লাল চা ভালো নাকি গ্রিন টি, এমন প্রশ্ন অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের মাঝেই রয়েছে। তবে মজার কথা হলো গ্রিন টি এবং লাল চা দুইটিই ক্যামেলিয়া সিনেনসিস গাছের পাতা থেকে তৈরি। শুধুমাত্র প্রক্রিয়াজাতকরণের তারতম্যের কারণে এদের গুণগত বৈশিষ্ট্য আলাদা।

এই দুটি চা-ই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তবে অতিরিক্ত পানে ক্ষতি হতে পারে শরীরের। তাই প্রশ্ন ওঠে, সকালবেলা শরীর ও মন চাঙ্গা করতে কোনটি বেশি কার্যকর আর কোন সময় কোন চা খাওয়া উচিত। পুষ্টিবিদরা বলছেন, গ্রিন টি তুলনামূলকভাবে কম প্রক্রিয়াজাত এবং এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। অন্যদিকে, লাল চা সম্পূর্ণভাবে অক্সিডাইজড, যার ফলে এর স্বাদ বেশি তীব্র এবং এতে ক্যাফেইনের পরিমাণ গ্রিন টি-এর চেয়ে বেশি।

প্রতি কাপ লাল চায়ে সাধারণত ৪০-৭০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে। এটি দ্রুত শরীর চাঙ্গা করে, মনোযোগ ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়। অন্যদিকে, প্রতি কাপ গ্রিন টি-তে ক্যাফেইন থাকে ২০-৪৫ মিলিগ্রাম। তবে এতে রয়েছে এল-থিয়ানিন নামক একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড, যা দেহ ও মনকে শান্ত করে, কিন্তু ঘুমঘুম ভাব আনে না।

সকালে বা কাজের সময় তাই লাল চা বেশি কার্যকর। এটি দ্রুত জাগিয়ে তোলে, কর্মক্ষমতা বাড়ায় ও ক্লান্তি দূর করে।

কতটুকু জাম্বুরা খেলে ভিটামিন সির চাহিদা পূরণ হবে?

পরিচয় ডেস্ক: চলছে জাম্বুরার মৌসুম। বাজারে এখন বেশ কমদামেই মিলছে খেতে সুস্বাদু এই ফলটি। জাম্বুরায় কেবল ভিটামিন সি নয়, আছে ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২ ও ফোলেট। গড়পড়তা একটা জাম্বুরা খোসা ছাড়ানোর পর সেটির ওজন দাঁড়ায় ৫০০ বা ৬০০ গ্রামের মতো।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, এই পরিমাণ জাম্বুরায় যতটা ভিটামিন সি আছে, তা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রোজকার চাহিদার ৪০০ শতাংশের বেশি। এই পরিমাণ জাম্বুরায় অন্য যেসব পুষ্টি উপাদান আছে, সেসব থেকেও শরীরের নানা পুষ্টি উপাদানের চাহিদার অনেকটাই মিটবে। তাই মোটামুটিভাবে একটা জাম্বুরার চার ভাগের এক ভাগ খেলেই একজন প্রাপ্তবয়স্কের রোজকার চাহিদামাফিক ভিটামিন সি পূরণ হবে। তবে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ জাম্বুরা খেলে তা কিন্তু দেহে জমা থাকবে না। ফলে এক দিন বেশি পরিমাণ জাম্বুরা খেয়ে কয়েক দিনের চাহিদা মিটিয়ে নেওয়া যাবে, তেমনটা ভাবার সুযোগ নেই। তবে কিছুটা বেশি খেয়ে ফেললেও তেমন কোনো অসুবিধা নেই। পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় বলে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে বাড়তি ভিটামিন সি।

আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য ভিটামিন সি আবশ্যক, যা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবেন জাম্বুরায়। ত্বকের স্বাভাবিক টান টান ভাব ধরে রাখতে কোলাজেন প্রোটিন তৈরি হওয়া চাই ঠিকঠাক। এই কোলাজেন তৈরির জন্যও প্রয়োজন ভিটামিন সি। দেহকে ভেতর থেকেও তরুণ রাখে এই ভিটামিন। আমাদের অন্ত্রে যে উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে জাম্বুরার আঁশ।

রান্নাবান্না

সর-মালাই পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: বাসন্তী বা কাশ্মীরি নয়, ছুটিতে বানিয়ে ফেলুন সর-মালাই পোলাও। শীতের ছুটি জমিয়ে দেবে দারুণ সুস্বাদু এই পদ।

ইয়াখনির উপকরণ: নারকেলের দুধ- আড়াই কাপ, তেজপাতা- ১টি, দারচিনি- ১টি, ছোটো এলাচ- ১টি, লবঙ্গ- ৪টি, পেঁয়াজ- ২টি, কেশর- ১ চিমটি

চাল ভাজার জন্য লাগবে: পোলায়ের চাল অথবা গোবিন্দভোগ চাল- আধ কিলোগ্রাম, ঘি- ৩ টেবিল চামচ, তেজপাতা- ২টি, কাজু কুচি- ২-৩ মুঠো, ছোটো এলাচ- ২টি, দারচিনি- ২টি, লবঙ্গ- ৫-৬টি, শাহী জিরে- আধ চা চামচ, চাল- ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, নারকেলের দুধ- আধ কাপ

এ ছাড়াও লাগবে: পেঁয়াজ কুচি- দেড় কাপ, ছানা- দেড় কাপ, ময়দা- ১ চামচ, ফ্রেশ ক্রিম- দেড় কাপ, নারকেল কুচি- ১ চামচ, কিশমিশ- ১ মুঠো, ঘি- দেড় থেকে দুই কাপ, কাগজি লেবু- ১টি, আমন্ড কুচি- ১ মুঠো, পেস্তা কুচি- ১ মুঠো

প্রণালি : প্রথমে ইয়াখনি বানিয়ে নিন। একটি পাত্রে নারকেলের দুধ, তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ এবং এক চিমটি কেশর দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই ইয়াখনি তৈরি।

ময়দা এবং ছানা একসঙ্গে ভালো করে মেখে নিকুতির আকারে গড়ে নিন। পাত্রে ঘি গরম করে প্রথমে পেঁয়াজ কুচি ভেজে বেরেস্তা করে তুলে নিন। তারপর একে একে ছানার গোল্লা, নারকেল কুচি, কিশমিশ এবং বাদাম কুচি ঘিয়ে ভেজে নিন। ছানার গোল্লাগুলো বাদামি করে ভাজতে হবে।

এবার হাঁড়িতে পরিমাণমতো ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা, শাহী জিরে এবং গোটা গরম মশলা ফোঁড়ন দিন। এর মধ্যেই বাদাম কুচি দিয়ে দেবেন।

মশলার সুগন্ধ উঠলে তাতে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরানো পোলাওয়ের চাল অথবা গোবিন্দভোগ চাল এবং স্বাদমতো লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিন।

চাল নাড়তে নাড়তে তাতে একটু একটু করে নারকেলের দুধ দিতে থাকুন এবং মেশাতে থাকুন। ভালো করে মশলা মিশলে তাতে নারকেলের দুধের ইয়াখনিটা দিয়ে দিতে হবে। তবে ইয়াখনি দেওয়ার আগে তা থেকে পেঁয়াজগুলো তুলে ফেলবেন।

কাগজি লেবুর রস দিয়ে ভাত ভালো করে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে সিদ্ধ করে নিন।

মনে রাখবেন পোলাও রান্নার জল্য যতটা চাল নেবেন তার দ্বিগুণ পরিমাণ নিতে হবে। ইয়াখনি, নারকেলের দুধ মিলিয়ে যেন চালের দ্বিগুণ হয়। প্রয়োজনে একটু পানি দিয়ে দিন। ভাত সিদ্ধ হয়ে গেলে হাঁড়ি নামিয়ে নিন।

এবার একটি বড় কড়াই বা হাঁড়িতে বিরিয়ানির মতো একস্তর ভাত ছড়িয়ে দিন।

লাউ ও শুকনা বরইয়ের খাট্টা

পরিচয় ডেস্ক: লাউ দিয়ে তৈরি করা যায় সুস্বাদু বিভিন্ন পদ। তেমনই এক রান্না লাউ ও শুকনা বরইয়ের খাট্টা। খুব সহজে ঘরেই তৈরি করতে পারেন টক-মিষ্টি স্বাদের এই খাট্টা।

উপকরণ: লাউ (অর্ধেক, কিউব করে কাটা), হলুদগুঁড়া হাফ চা-চামচের একটু কম, মরিচগুঁড়া ১/৩ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া ১/৩ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি প্রয়োজন অনুযায়ী, পাকা শুকনা বরই ১০১২টি, আস্ত কাঁচা মরিচ ৩৪টি, চিনি ১ চা-চামচ বা স্বাদমতো, তেঁতুলের ক্বাথ স্বাদ অনুযায়ী, তেল ২ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ ২টি, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, রসুনকুচি হাফ চা-চামচ,পাঁচফোড়ন ১/৩ চা-চামচ, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ

প্রণালি:লাউ সেদ্ধ করা: কিউব করে কাটা লাউ একটি পাত্রে নিয়ে হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে পরিমাণমতো পানি দিন। লাউ নরম হওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করুন।

বরই ও কাঁচা মরিচ যোগ করা: লাউ সেদ্ধ হলে এতে শুকনা বরই ও আস্ত কাঁচা মরিচ দিন। এরপর স্বাদ অনুযায়ী চিনি ও (বরই বেশি টক না হলে) তেঁতুলের ক্বাথ মিশিয়ে দিন। ভালোভাবে ফুটিয়ে বরই নরম হতে দিন।

বাগার বা ফোড়ন তৈরি: অন্য একটি প্যানে তেল গরম করে শুকনা মরিচ লালচে করে ভেজে নিন। এরপর পেঁয়াজ ও রসুনকুচি দিয়ে হালকা ভাজুন। তারপর পাঁচফোড়ন দিন এবং এর সুগন্ধ বের হলে এটি লাউয়ের টকের সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL

73-07 37th Road Street, Jackson Heights NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ

পরিচয় ডেস্ক: ঋতু পরিবর্তনের সময়ে ভাইরাল জ্বরে গলায় খুসখুসে লাগা, নাক বন্ধ হয়ে থাকার ব্যাপারটা অনেক অস্বস্তিতে ভোগায়। এই সময়ে দিনে হোক বা রাতে, আপনাকে আরাম দিতে পারে একমাত্র এক বাটি ইষদুষ্ণ, হালকা স্যুপ। ডিনারে হোক বা ব্রেকফাস্টে, গরম গরম স্যুপ কিন্তু দারুণ সুস্বাদু। পেটও যেমন ভরবে, তেমনি মনও। সঙ্গে যদি থাকে পুষ্টিগুণ, তাহলে সোনায় সোহাগা।

উপকরণ : মুরগির হাড়- আধ কেজি, মুরগির মাংস- আধ কেজি, চিনি- ২ টেবিল চামচ, লাল চিলি সস- ৫ টেবিল চামচ, চিংড়ি- আধ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার- ৬ টেবিল চামচ, হাঁসের ডিম- ৬টি, কাঁচামরিচ ফালি- ৪টি, লেমন গ্রাস- ৮ টুকরো, চিকেন স্যুপের স্টক- ১২ কাপ, লবণ স্বাদমতো, লেবুর রস- ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী : মুরগির হাড় সেদ্ধ করে চিকেন স্যুপের স্টক ছেঁকে নিন। মুরগির মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। চিংড়ি ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ডিম অল্প ফেটিয়ে নিন। কর্নফ্লাওয়ার এক কাপ পানিতে গুলে নিন। চিকেন স্টকে অর্ধেক গোলানো কর্নফ্লাওয়ার ও ডিম দিয়ে মিশিয়ে কাঁচামরিচ, মাংস, চিংড়ি, চিনি, চিলি সস, লেমন গ্রাস, লবণ দিয়ে নেড়ে নেড়ে মিশিয়ে নিন। আঁচে বসিয়ে হালকাভাবে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। অনবরত না নাড়লে ফেটে যাবে। মাঝারি আঁচে ১৫ থেকে ১৭ মিনিট নেড়ে নেড়ে ফুটিয়ে আঁচ কমিয়ে দিন। ৩ থেকে ৪ মিনিট পর লেবুর রস দিয়ে হালকাভাবে নেড়ে, প্রয়োজন হলে আরও চিলি সস ও লবণ মেশান। গরম-গরম পরিবেশন করুন।গলা খুশখুশ করলে কিংবা সর্দি-কাশি হলে এই পিপার সাওয়ার স্যুপ কিন্তু দারুণ অস্ত্র। এবার জানুন ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর মন্ত্র। যাতে পেটও ভরে আবার পুষ্টিগুণও দারুণ।

ডিম ছোলার ডাল

পরিচয় ডেস্ক: সকাল, দুপুর কিংবা রাতে অনেকের পাতে ডিম না থাকলে যেন চলেই না। ডিমের কোড়মা, ডিম ভুনা, ডিম ভাজি খেতে খেতে যারা এর স্বাদের পরিবর্তন চান তারা ডিমের এই রেসিপি দেখতে পারেন। এ ছাড়াও হঠাৎ করেই অতিথির আগমন। বাড়িতে ভালমন্দ হয়তো কিছুই নেই। এদিকে অতিথি মাংস খেতে পছন্দ করেন না। তা হলে কম সময়ে সুস্বাদু কোনও পদ রাঁধতে চাইলে ডিম দিয়ে তৈরি করে নিন ছোলার ডাল।

উপকরণ: ছোলার ডাল - ৩০০ গ্রাম, ডিম ৪টি, পেঁয়াজবাটা - ৩ চা চামচ, আদাবাটা - ২ চা চামচ, রসুনবাটা - ২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো - ২ চা চামচ, ধনে ও জিরে গুঁড়ো - ২ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়ো - ১ চা চামচ, লবণ - স্বাদমতো

ফোড়নের জন্য লাগবে ২টি শুকনো মরিচ, ২ টি তেজপাতা, কাঁচা মরিচ ৩-৪টি, আস্ত গরম মশলা ১ চা চামচ, হিং এক চিমটি।

প্রণালি: ছোলার ডাল সিদ্ধ করে নিন। ডিমগুলো সিদ্ধ করে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে ফোড়নের সব উপকরণ দিয়ে সুঘ্রাণ বের হলে তাতে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। একে একে দিয়ে দিন আদা ও রসুন বাটা। সামান্য পানি দিয়ে কষাতে থাকুন। দিয়ে দিন সব গুঁড়ো মসলা। মসলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে তখন সিদ্ধ ছোলার ডাল দিয়ে দিন।

স্বাদমতো লবণ দিতে হবে। ডাল ফুটে উঠলে তাতে ডিমগুলো দিয়ে দিন। পানি টেনে মাখা মাখা হয়ে এলে চেরা কাঁচা মরিচ, গরম মশলা ও ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

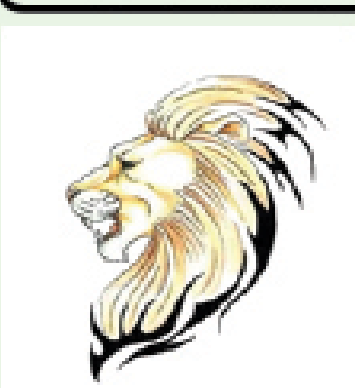

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

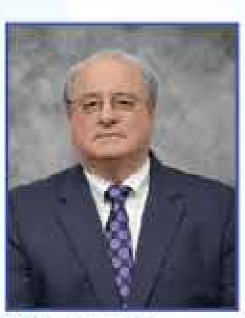
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

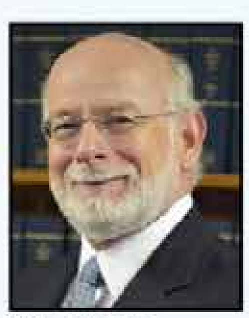
Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের নতুন

১০ পৃষ্ঠার পর

মিলেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি কমে ১৮ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত নামতে পারে।
বাণিজ্যসচিব মো. মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, ৯ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঢাকার বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হবে। সেই চুক্তি স্বাক্ষর আলোচনাতেই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের সঙ্গে তুলনামূলক কম দামে প্রতিযোগিতা করতে পারছেন না। তাতে অর্ডারের ঝুঁকি বাড়ছে।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, শুল্কের বৈষম্য অব্যাহত থাকলে রপ্তানি খাত মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবের মুখে পড়বে। একই সময়ে ভারতের মতো প্রতিযোগী দেশগুলো বৈশ্বিক বাণিজ্য সুবিধা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাবে।
দেশের তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, মাত্র ১-২ শতাংশ শুল্ক পার্থক্যও রপ্তানি অর্ডারের সিদ্ধান্তে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। ভারতের শুল্ক কমানোর ফলে তারা তুলনামূলক কম দামে পণ্য দিতে পারছে, কাঁচামালের সুবিধা পাচ্ছে এবং দ্রুত সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এতে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা দামের খেলায় পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছেন, যা উৎপাদন খরচ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট এবং ঋণের চাপের মধ্যে থাকা কারখানার জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভারতের সাফল্য হঠাৎ নয়। ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে দেশটি ৯টি বড় বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যা তাদের রপ্তানি খাতকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় শক্ত অবস্থানে নিয়ে এসেছে। এর বিপরীতে বাংলাদেশের কার্যকর বাণিজ্য চুক্তি মাত্র একটিড়ভুটানের সঙ্গে; জাপানের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। রুবেল মনে করিয়ে দেন, ভারতের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল, পূর্ণাঙ্গ টেক্সটাইল ইকোসিস্টেমের অবকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়ন, উচ্চ মূল্য সংযোজন এবং ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের ফলেই এই অবস্থান।
অবশ্য মহিউদ্দিন রুবেল পরামর্শ দিয়েছেন, বাংলাদেশের উচিত নিজের আক্ষেপে আটকে না থেকে বিশ্লেষণ করাড়কোথায় পিছিয়ে পড়েছে এবং কীভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব। লক্ষ্যভিত্তিক এফটিএ/সিইপিএ কৌশল, উচ্চ মূল্য সংযোজন, লজিস্টিকস ও বন্দর দক্ষতা, নীতি-স্থিতিশীলতা এবং মানবসম্পদে বিনিয়োগড়এসবই দেশের রপ্তানি খাত পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।
বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে ইহসান শামীম জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক এখন ১৮ শতাংশ, যেখানে বাংলাদেশের শুল্ক ২০ শতাংশ। এই পার্থক্যের ফলে রপ্তানিকারকদের ওপর শুল্কের মোট বোঝা বেড়ে ৩৫ শতাংশে দাঁড়াচ্ছে। শামীম আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই পরিস্থিতি দেশের উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হ্রাস করছে এবং ক্রেতাদের দামের চাপ তৈরি করছে। তিনি সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, দ্রুত কূটনৈতিক উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারের প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত এই বিরূপ পরিস্থিতিতেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ -টিআইবির

১০ পৃষ্ঠার পর

দেড় বছর দায়িত্ব পালন শেষে দেশের অর্থনীতিকে কোন অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন এমন প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, তিনি মনে করেন, অর্থনীতি এখন একটি সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে। সামনে যে সরকার আসবে, তাদের খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হবে না। বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বড় চ্যালেঞ্জ। ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানো দরকার ছিল, কিন্তু সে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করেছে, তবে বড় কারখানাগুলোতে শ্রমনির্ভরতা তুলনামূলক কম।
অর্থনৈতিক অবস্থাকে 'সন্তোষজনক' বলা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন, সন্তোষজনক বলতে তিনি স্থিতিশীল অবস্থার কথা বোঝাচ্ছেন। অর্থনীতি আগের মতো নড়বড়ে অবস্থায় নেই, ভবিষ্যৎ সরকার এটিকে সামনে এগিয়ে নিতে পারবে। সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর সুপারিশ করে জাতীয় বেতন কমিশন যে প্রতিবেদন দিয়েছে তা অত্যন্ত ভালো বলে মন্তব্য করেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি বলেন, কমিশনের সুপারিশগুলো পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে যাবে অন্তর্বর্তী সরকার। সেই সঙ্গে বেতন কমিশনের দেওয়া সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রেখে যাবে বলে জানান তিনি।
কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, তিনি তাঁর পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন এবং এখন আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর স্ত্রীও পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন। উপদেষ্টা বলেন, শুধু তিনি নন, অনেকেই পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী সবারই কূটনৈতিক পাসপোর্ট সারেন্ডার করতে হয়।
সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে মরক্কো, সৌদি আরব এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) থেকে মোট দুই লাখ ১০ হাজার টন সার কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়। এসব সার কেনায় মোট ব্যয় হবে এক হাজার ৩৭০ কোটি টাকা।
বৈঠকে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতে এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সাইফুল আলম (এস আলম) ও তাঁর পরিবারের করা মামলার বিরুদ্ধে লড়তে ব্রিটিশ ফার্ম হোয়াইট অ্যান্ড কেইস এলএলপিকে নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই আইনি লড়াই ও এ সম্পর্কিত কাজে ফার্মটিকে ঘণ্টায় এক হাজার ২৫০ মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে।
এ বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'অর্থ পাচারের ব্যাপারে এস আলমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনো দেশের সরকার বা কোম্পানি ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা দিলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আইসিএসআইডি আরবিট্রেশন করে। আরবিট্রেশন আমাদের নোটিশ দিয়েছে। আরবিট্রেশনকে জবাব দিতে হবে আমাদের এবং এটা খুব কমপ্লিকেটেড, সহজ তো না।' গত বছরের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত আইসিএসআইডিতে এস আলম ও তাঁর পরিবারের আইনজীবীরা সালিশি মামলার আবেদন জমা দেন। আবেদনে বলা হয়, অবৈধ অর্থ পাচারের অভিযোগে বাংলাদেশ সরকার যে সম্পদ জব্দ, বাজেয়াপ্ত ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে, তাতে তাদের শত শত কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। এসব পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ চুক্তির পরিপন্থি। বর্তমানে সিঙ্গাপুরের নাগরিক হিসেবে তারা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখেন।

জানুয়ারিতে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩ বিলিয়ন

১০ পৃষ্ঠার পর

অর্থবছরের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ৩.২৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছিল, যা ছিল দেশের ইতিহাসে একক মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ। এছাড়া, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ৩.২৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল, যা ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশিরা মোট ১৯.৪৪ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৫.৯৬ বিলিয়ন ডলার। বাসস-এর সাথে আলাপকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোকাবেলা এবং রিজার্ভ বাড়াতে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি আরো বলেন, এসব পদক্ষেপ প্রবাসীদের আয় বা দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সূত্র : বাসস

রপ্তানি আয়ে বাংলাদেশের নতুন রেকর্ড

১০ পৃষ্ঠার পর

স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞরা। দেশের রপ্তানি আয়ের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে নিজ অবস্থান ধরে রেখেছে তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত। জুলাই-জানুয়ারি সময়ে এই খাত থেকে আয় হয়েছে ২২ হাজার ৯৮০ দশমিক ২০ মিলিয়ন ডলার। গত বছরের তুলনায় এই খাতে ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এটিকে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পোশাকের অব্যাহত চাহিদা এবং প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। তৈরি পোশাক ছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাত আশাব্যঞ্জক প্রবণতা দেখিয়েছে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্লাস্টিক পণ্য এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে বার্ষিক ও মাসিক উভয় ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং হিমায়িত মাছের মতো প্রধান খাতগুলোতে মিশ্র ফলাফল দেখা গেছে।
রফতানি গন্তব্যের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার হিসেবে তার অবস্থান ধরে রেখেছে। এই বাজারে রপ্তানি আয় হয়েছে ৫ হাজার ২১৬ দশমিক ৩৪ মিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি জুলাই-জানুয়ারি সময়কালে ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ এবং মাসিক ভিত্তিতে ২ দশমিক ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
জার্মানি ও যুক্তরাজ্য যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য, যেখানে রপ্তানি আয় হয়েছে যথাক্রমে ২ হাজার ৮৫২ দশমিক ২০ মিলিয়ন ডলার এবং ২ হাজার ৭৭৯ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলার।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান বাজারগুলোতেও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। স্পেন, নেদারল্যান্ডস এবং গ্রেট ব্রিটেনসহ একাধিক বাজারে বিভিন্ন সময়সীমায় প্রবৃদ্ধি রেকর্ড হয়েছে, যা প্রধান বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্ককে পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

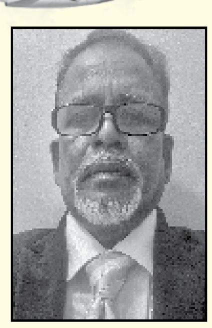

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার

GULSHAN TERRACE
59-15 37th Ave
Woodside, NY 11377

পবিত্র
কোরআন তেলাওয়াত
প্রতিযোগিতার গ্রান্ড ফাইনাল

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ফাইনাল রাউন্ডের প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২২ ফেব্রুয়ারী, রোববার, দুপুর ১:৩০ মিনিট থেকে। নির্ধারিত সময়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ সকল প্রতিযোগীদের উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আসসালামু আলাইকুম
সম্মানিত সুধী, পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর আয়োজনে প্রবাসের নতুন প্রজন্মের ছেলে ও মেয়েদের জন্য আয়োজিত কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার ফাইনাল ও ইফতার এবং দোয়া মাহফিলে সকল জালালাবাদবাসী সহ প্রবাসীদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

উপ-কমিটি

শামীম আহমেদ	মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার	মোঃ ফজল খান
আহ্বায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	সদস্য সচিব
৩৪৭-৬৩৬-৫১৫৩	৬৪৬-৩৫৯-৪৮৭৩	৬৩১-৫০৭-৯৪২১

সদস্যঃ মোহাম্মদ আলীম, হোসেন আহমদ, মান্না মোনতাসির, আব্দুল আজিজ, হুমায়ূন কবির সোহেল

আমন্ত্রণে

বদরুল খান
সভাপতি (৬৪৬)৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক (৯১৭) ৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • **শামীম আহমেদ**, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • **মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার**, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • **মোঃ জাবেদ উদ্দীন**, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • **মোহাম্মদ আলিম**, *কোষাধ্যক্ষ* • **মোঃ জিল্লুর রহমান খান**, *সাংগঠনিক সম্পাদক* • **ফয়ছল আলম**, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক* • **হোসেন আহমদ**, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • **মান্না মুনতাসির**, *ক্রীড়া সম্পাদক* • **বুরহান উদ্দিন**, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • **জাহিদ আহমেদ খান**, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • **সারা উদ্দিন**, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • **আব্দুল আজিজ**, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • **হুমায়ুন কবির সোহেল**, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • **দেলোয়ার হোসেন মানিক**, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • **মোঃ ফজল খাঁন**, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাষ্টি: কাওছারুজ্জামান কয়েছ • বদরুন নাহার খান মিতা • ছয়দুন নূর • নাজমুল হাসান কুবাদ

তিন বিভাগে
কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের জন্য মোট ৬ হাজার ডলারের পুরস্কার।

OUR SPONSOR:

ATHAUR RAHMAN SALIM, President, Bangladesh Society, Inc

AKIB HUSSAIN (646) 920-4799

SHAMIM AHMED, Vice-President, Jalalabad Association of America Inc; President, Bangladesh Society of Bronx, New York Inc

FAKRUL ISLAM DELWAR, Community Activist & Businessman, FATIMA BROTHERS GROUP; Member NYC Queens 8

DR. MOHAMMED UDDIN, MD — ব্রংকসে বাংলাদেশী ডাক্তার, ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (718) 975-7431

starling diagnostics — সব ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান — আমরা বাংলায় কথা বলি — 1480 East Ave, Bronx, NY 10462 — 718-319-1610

EMRAN ESTATES REALTY — EMRAN BHUIYAN — Buy • Sell • Rent — 347-261-7671

ZamZam Drugs PHARMACY — আমরা বাংলায় কথা বলি — 3105 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467 — (347) 899-8930

healthfirst — MD TOUHIDUL ISLAM, Account Specialist — 917-881-7303

ZAKIR CPA PLLC, Certified Public Accountants — CPA ZAKIR CHOWDHURY, CPA SPECIALIZING IN SMALL BUSINESS — (929) 207-1516

হোম কেয়ার সার্ভিস — PCA-HMO-HHA HOME CARE — Eagle — WE ACCEPT ALL MAJOR MLTC — 917.362.2442

VNS Health

"কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে সকল অতিথিদের জন্য থাকবে বিশেষ উপহার"

প্রচারে:
ফয়ছল আলম
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক

MEDIA PARTNER: TBN 24 • ঠিকানা

A3 tv — ব্রডকাস্ট পার্টনার

GRAND SPONSOR:

SHAMSHER ALI
President & CEO
APOLLO INSURANCE BROKERAGE — WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC. 718.472.9800

এপস্টেইন ফাইলস: ক্ষমতার

১৪ পৃষ্ঠার পর

আইনি সহায়তা, গোয়েন্দা সহযোগিতাড়এসব কাঠামো তাত্ত্বিকভাবে সহজ। কিন্তু বাস্তবে এপস্টেইন ইস্যুতে এসব সহজ হবেড়এমনটা মনে করার কারণ নেই। কারণ, এখানে মামলা হলে তা আর শুধু অপরাধের মামলা থাকবে না, হয়ে উঠবে ক্ষমতার মামলা। আর ক্ষমতার মামলা মানেই রাষ্ট্রগুলোর জন্য কূটনৈতিক অস্বস্তি।

এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হওয়া উচিত ছিল ভুক্তভোগীদের। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এখন কাজ করছে প্রবল হতাশা ও ক্ষোভ। কারণ, যা প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁদের চোখে অসম্পূর্ণ। ভুক্তভোগীরা বলছেন, আরও বিপুল নথি এখনো অপ্রকাশিত আছে। তাঁরা এটাও দেখছেন, প্রশাসন ধীরে ধীরে, খণ্ড খণ্ডভাবে নথি ছাড়ছে।

এপস্টেইন ইস্যুতে এই কৌশল উল্টো কাজ করছে। কারণ, ধীরে ধীরে তথ্য ছাড়লে মানুষের মনে সন্দেহ জমে। মানুষ ভাবতে শুরু করে, আসলে কী লুকানো হচ্ছে? ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তখন আর কেবল একশ্রেণির মানুষের বিনোদন থাকে না, তা মূলধারার আলোচনার অংশ হয়ে ওঠে।

ধীরগতিতে নথিগুলোকে প্রকাশ করা ক্ষতস্থান থেকে ব্যান্ডেজকে ধীরে ধীরে টানার মতো। এতে ব্যথা দীর্ঘ হয়, ক্ষোভ দীর্ঘ হয়, মনোযোগ দীর্ঘ হয়। একবারে সব প্রকাশ করলে হয়তো ক্ষতটা দ্রুত দেখা যেত, তারপর ধীরে ধীরে শুকাত। কিন্তু এভাবে টেনে টেনে প্রকাশ করলে ক্ষতটা রোজ নতুন করে জ্বলে ওঠে।

প্রশাসন যদি জনতার এই ক্ষোভকে গুরুত্ব না দেয়, যদি তারা পরিষ্কারভাবে না বলে যে বাকি নথি কখন প্রকাশিত হবে, তাহলে এপস্টেইন ইস্যু আরও বড় হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে আর সাধারণ মানুষ এটাকে দায়মুক্তির আরেকটা প্রমাণ হিসেবে ধরে নেবে।

এপস্টেইন নথির প্রকাশকে আদালতের ফলাফল দিয়ে বিচার করলে আমরা ভুল বুঝব। এটা মূলত ক্ষমতার প্রতি আস্থার সংকটের প্রতিফলন। বিচার বিভাগ নতুন অভিযোগ না আনলেও এই এপস্টেইন ইস্যু এখানেই থেমে যাবে না। কারণ, মানুষ এখন আর কেবল আদালতের রায় শুনতে চায় না, তারা দেখতে চায়, রায়গুলো ক্ষমতাধরদের চ্যালেঞ্জ করতে পারছে কি না! এলেনা শর যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিপুরের জ্যেষ্ঠ সম্পাদক ডয়চে ভেলেকে দেওয়া ইংরেজি সাক্ষাৎকারের শ্রুতলিখনের অনুবাদ

পরাশক্তির লড়াইয়ের যুগে

১৬ পৃষ্ঠার পর

তাদের আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। মূলত আমরা বাগ্মিতা ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধানগুলো এড়িয়ে গিয়েছিলাম। এই দর কষাকষি আর কাজ করছে না। আমাকে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বলার অনুমতি দিলে বলব, আমরা একটি চিড় ধরা ব্যবস্থার মধ্যে আছি; রূপান্তরের মধ্যে নয়। গত দুই দশক ধরে অর্থ, স্বাস্থ্য, জ্বালানি এবং ভূ-রাজনীতির একের পর এক সংকট অতি বিশ্বায়নের ঝুঁকি উন্মোচন করেছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি বৃহৎ শক্তিগুলো অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে অস্ত্র হিসেবে, শুল্ককে সুবিধা হিসেবে, আর্থিক অবকাঠামোকে জবরদস্তি হিসেবে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছে। একীভূতকরণ যখন অধীনতা আরোপ করার উপায় হয়ে যায়, তখন একীভূতকরণ পারস্পরিক সুবিধা আনবে এমন মিথ্যার মধ্যে বেশি দিন বাস করা যায় না।

মধ্যম শক্তিগুলো যে বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভর করেছে, সেগুলোর কাঠামো এখন হুমকির মুখে। এসব প্রতিষ্ঠান এখন কার্যকরভাবে কোনো সমাধান দিতে পারে না। যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ, কপ। ফলে অনেক দেশ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে তাদের অবশ্যই শক্তি, খাদ্য, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, অর্থ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে বৃহত্তর কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন দরকার হয়ে পড়েছে। আর এই প্রবণতার কারণ এখন বোঝা যায়। যে দেশ নিজেকে খাওয়াতে পারে না; নিজের জ্বালানি জোগাড় করতে পারে না বা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার কাছে স্বাভাবিকভাবে খুব বেশি সুযোগ নেই। যখন নিয়মগুলো আর আপনাকে রক্ষা করতে পারে না, তখন নিজেকেই রক্ষা করতে হবে। তবে আসুন, আমরা স্পষ্টভাবে খেয়াল রাখি, এ পরিস্থিতি আমাদের কোন দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

দুর্গ নিয়ে গঠিত বিশ্ব দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হবে। ধীরে ধীরে আরও ভঙ্গুর ও দুর্বল হয়ে পড়বে। আরেকটি সত্য আছে। যদি বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের ক্ষমতা ও স্বার্থের জন্য নিয়ম, মূল্যবোধের ভানও পরিত্যাগ করে, তাহলে পারস্পরিক লেনদেন থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ভাগাভাগি করা কঠিন হয়ে পড়বে। আধিপত্যবাদীরা তাদের সম্পর্ককে অব্যাহতভাবে অর্থনৈতিক মুনাফার উৎসে পরিণত করতে পারবে না। মিত্ররা অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে বৈচিত্র্যের সন্ধান করবে। তারা বীমা কিনবে, সার্বভৌমত্ব পুনর্গঠনের বিকল্প পন্থা খুঁজবে, যে সার্বভৌমত্ব একসময় ছিল নিয়মের ওপর নির্ভরশীল, ইদানীং ক্রমবর্ধমান চাপ সহ্য করার ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এটি ক্ল্যাসিক বা চিরায়ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিদ্যার যেমন মূল্য রয়েছে, তেমনি কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের মূল্যের মতো সার্বভৌমত্বের মূল্যও ভাগাভাগি হতে পারে।

আঘাতের মুখে টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জনের জন্য সম্মিলিত বিনিয়োগ প্রত্যেকের আলাদা নিজস্ব দুর্গ তৈরির চেয়ে সস্তা। সবাই একই গুণমান বজায় রাখলে বিচ্ছিন্নতা ও ভাঙনের আশঙ্কা কমে আসে। পরিপূরকতা ইতিবাচক যোগফল হিসেবেই ভূমিকা রাখে। কানাডার মতো মধ্যম শক্তির জন্য প্রশ্নটি নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া কিনা এ প্রশ্ন অর্থহীন। তাকে অবশ্যই এমনটা করতে হবে। প্রশ্ন হলো আমরা কি কেবল উঁচু দেয়াল তৈরি করে খাপ খাইয়ে নিতে পারি, নাকি আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু করতে পারি। কানাডা প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটি, যারা জাগরণের ডাক শুনেছিল, যা আমাদের কৌশলগত অবস্থানকে মৌলিকভাবে পরিবর্তনে ধাবিত করেছিল।

ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমাদেরও কিছু একটা আছে। ভান বন্ধ করে নৈতিকতা ও বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতি গড়ে তোলা; নিজ দেশে আমাদের শক্তি ও সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং একসঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করা। এটাই কানাডার পথ। আমরা খোলাখুলি ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটি বেছে নিই। আর এটি এমন একটি পথ, যা উন্মুক্ত এবং আগ্রহীরা যে কেউ এটি গ্রহণ করতে পারেন।

মার্ক কার্নি: কানাডার প্রধানমন্ত্রী; ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে তাঁর দেওয়া ভাষণের সংক্ষেপিত ভাষান্তর

খালি নৌকায় চড়ে কতটা ধান তোলা

১৬ পৃষ্ঠার পর

সর্বোপরি সমগ্র জনগণের মধ্যে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তত ক্ষমতার হাতবদলের যে আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে, আওয়ামী লীগের নোতকর্মী-সমর্থকরা তার বাইরে নয়। এ প্রেক্ষাপটেই সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ঠাকুরগাঁও, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে লীগের নেতাকর্মী ধানের শীষের পক্ষে কাজ করছেন, এমন খবরও এসেছে। ডেইলি স্টারের একটি ফটোকার্ড ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা যায় বিভিন্ন আক্রমণাত্মক পোস্ট ও মিমে জামায়াত বিএনপিকে টার্গেট করেছে, আর আওয়ামী লীগের টার্গেট ছিল জামায়াত। এখানেও নৌকার ভোটারদের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

এটা সত্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এমনকি সমর্থকদের ওপর হামলা-মামলাসহ যে ভয়ংকর নির্যাতন নেমে এসেছে, তার সিংহভাগের সঙ্গে জড়িত বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা। ভুয়া মামলা দিয়ে লীগের লোকদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অসংখ্য অভিযোগ আছে বিএনপির লোকদের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন আসনে নৌকার সমর্থকদের কাছে টানতে জামায়াত নেতাকর্মী অবিরাম সে কথা প্রথমোক্তদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

এতৎসত্ত্বেও নৌকার সমর্থকরা জামায়াতের দিকে ঝুঁকেছেন, এমন খবর খুব একটা নেই। আসলে তা থাকারও কথা নয়। ঢাকাসহ দেশের পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংসদ দখলে নিয়ে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির মব সহিংসতাসহ যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, তার প্রধান ভুক্তভোগী বিগত সরকার সমর্থক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ থেকে শহরাঞ্চলে তো বটেই, অনেক গ্রামেও নৌকার সমর্থকদের মধ্যে এ আশঙ্কা দানা বেঁধেছে একটা বিশ্ববিদ্যালয় দখলে নিয়ে জামায়াত যে চণ্ড রূপ দেখায়, রাষ্ট্র হাতে পেলে সর্বগ্রাসী রূপ নেবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সমাবেশ ও সংবাদমাধ্যমের আলোচনায় জামায়াত নেতারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যে আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখাচ্ছেন, তার লক্ষ্য ৭১-এর ‘প্রতিশোধ’ নেওয়া সেটাও এখন স্পষ্ট। আর এর প্রধান শিকার যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী-সমর্থকরা হবেন, সেটাও বলা বাহুল্য।

তবে আগেও যা বলেছি, সেটা এখনও গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, বিএনপিকে এর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নির্বাচন যদি মোটামুটিও সুষ্ঠু হয়, আর তা যদি হয় নৌকার সমর্থকদের বাইরে রেখে, তাহলে বিএনপিকে জামায়াতের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে, নিঃসন্দেহে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, জামায়াত যদি এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য আসন নিয়ে বিরোধী দলে যায়, তাহলেও বিএনপির রাজনীতি আরও বড় চ্যালেঞ্জে পড়বে। কারণ রক্ষণশীল ভোটারদের কাছে তখন একমাত্র বিকল্প দাঁড়াবে জামায়াত ও তার জোট।

বিএনপি যেচে এ বিপদ ডেকে আনবে, না রক্ষণশীলদের নেতৃত্ব আগের মতোই নিজের হাতে রেখে উদারপন্থিদেরও কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে সে সিদ্ধান্ত এখন তাকেই নিতে হবে। সাইফুর রহমান তপন: সহকারী সম্পাদক, সমকাল

যৌনতার দ্বীপে অভিজাতদের

১৪ পৃষ্ঠার পর

ভাবা হতো, যেখানে অভিজাতরা ইচ্ছেমতো নিয়ম ভাঙতে পারে, কিন্তু মূল সমাজ নাকি অক্ষত থাকে। এখানে একই কৌশল চলছেড়অভিজাতদের অনৈতিক আচরণকে আলাদা করে দেখানো, যেন কেন্দ্রের নৈতিক ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে না পড়ে।

এখানে আধুনিক রাজনীতির এক গভীর অসুখ ধরা পড়ে। আজ ক্ষমতা আর নৈতিকতা বা ব্যক্তিগত গুণের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। ক্ষমতা টিকে থাকে অস্বচ্ছতা, নির্লজ্জ আচরণ, আইনের জটিল ভাষা, প্রচারণা আর নানা প্রক্রিয়াগত চালাকির ওপর। ভয়াবহ অপরাধ চোখের সামনে থাকলেও সেগুলো নিয়ে কথা না বলে শক্তি খরচ হয় আইনি ফাঁকফোকর আর শব্দের খেলায়।

আধুনিকতাকে এক পুরোনো ভয় এখনো তাড়া করে। এ মুহূর্ত সবচেয়ে ভালো বুঝিয়েছিলেন প্রাচীন রোমান ইতিহাসবিদেরাড়ট্যাসিটাস, স্যালাস্ট ও লিভি। তাঁরা বলেছিলেন, ক্ষমতার কেন্দ্রে যখন যৌন অবক্ষয় আর সহিংসতা ঢুকে পড়ে, তখন তা রাজনৈতিক পতনের লক্ষণ হয়ে ওঠে। আমরা ‘আধুনিক’রা অবশ্য নিজেদের আলাদা মনে করি।

আমরা বলি, ব্যক্তিগত জীবন আর রাষ্ট্রীয় কাজ আলাদা। আমাদের কাছে দুর্নীতি মানে নৈতিক পতন নয়, বরং প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেই প্রশ্ন।

কিন্তু জে জি এ পোকক মনে করিয়ে দেন একটি বড় দ্বন্দ্বের কথা। আমরা প্রকাশ্যে বলি, যৌন অবক্ষয় সমাজ ভাঙার কারণ নয়; আসল কারণ অর্থনীতি বা রাজনীতি। তবু আমরা ‘গুণ’ বা নৈতিকতার ভাষা পুরোপুরি ছাড়তে পারি না। কারণ, মনে মনে একটা সন্দেহ থেকেই যায়ড়যদি এসব অবক্ষয় সরাসরি কারণ নাও হয়, তবু এগুলো ক্ষমতার ভেতরের সত্যটা প্রকাশ করে দেয়।

নিশ্চয়ই এপস্টেইন ফাইলের ভেতরে নানা স্তর আছে, যেগুলো আলাদা করে বুঝতে হবে। কেউ আইনগতভাবে অপরাধ করেছে। কেউ নৈতিকভাবে জঘন্য কাজে জড়িয়েছে। আবার কেউ ব্যক্তিগতভাবে দোষী না হলেও এমন এক ক্ষমতা ও জ্ঞানের কাঠামোকে সমর্থন করেছে, যা লজ্জাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

এপস্টেইন ফাইল ব্যক্তিগত অপরাধ বা নির্দোষিতার প্রশ্ন নয়। এটি সমষ্টিগত ক্ষমতার প্রকৃতি নিয়ে। আর যখন সেই সমষ্টিগত ক্ষমতা যৌন, আর্থিক, আইনি, রাজনৈতিক, এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকেও লজ্জা ও দায়মুক্তির সঙ্গে সারিবদ্ধ করে, তখন প্রশ্ন জাগেড়রোমান ইতিহাসবিদেরা কি ঠিকই কিছু দেখেছিলেন? তাঁরা ভেবেছিলেন, সাম্রাজ্য ভাঙে তখনই, যখন অভিজাতেরা কোনো ক্ষেত্রেই আর আত্মসংযম রাখতে পারেন না।

রোমানরা যে সংকটের কথা জানত, সেটাই আজকের সংকট। এ ধরনের অভিজাতদের আর কোনো নৈতিক কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকে না। ক্ষমতায় থেকেও তাঁরা ভীত। নিজেদের কুকর্ম ঢাকতে তাঁরা আরও কী ধরনের সহিংসতায় যেতে পারেন, তা কে জানে। প্রতাপ ভানু মেহতা দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের কন্ট্রিবিউটিং এডিটর

অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতা ঘোষণার

১২ পৃষ্ঠার পর

এ ভাবে পাকিস্তানের দাবিকেই মান্যতা দিতে চেয়েছিল আমেরিকা। এ বার বাণিজ্য-সমঝোতার পরে সেই পাকিস্তানকেই বার্তা দিল আমেরিকা, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ভারতের আপত্তি উড়িয়ে চিন দাবি করে আকসাই চিন তাদের অংশ। এ বার তাদেরও ট্রাম্প প্রশাসন বার্তা দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

আমেরিকার বিদেশ দফতর ভারতের যে মানচিত্র আগে প্রকাশ করেছিল, সেই নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বার্তা দিয়েছিল ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। সেই মানচিত্রে ভারতের সীমা ভুল ভাবে অঙ্কন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছিল ভারত। এ বার সেই আপত্তিকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে আমেরিকা।

শনিবার ভোরে (ভারতীয় সময়) যৌথ বিবৃতি দিয়ে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতার কথা জানিয়েছে ভারত এবং আমেরিকা। অন্তর্বর্তী এই বাণিজ্য-সমঝোতাকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতা কার্যকর হলে ভারতীয় পণ্যে আমদানি শুল্কের পরিমাণ কমিয়ে ১৮ শতাংশ করবে। এর ফলে ভারতের বস্ত্র, চামড়া, প্লাস্টিক, গৃহসজ্জা, রাসায়নিক শিল্পের জন্য আমেরিকার দরজা খুলে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বেশ কিছু ভারতীয় পণ্যের উপর কোনও শুল্ক চাপাবে না ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকার বেশ কিছু পণ্যের (কৃষিপণ্য-সহ) জন্য ভারত আমদানি শুল্কের পরিমাণ কমাচ্ছে কিংবা তা পুরোপুরি তুলে নিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পশুখাদ্য, প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন ইত্যাদি। - সংবাদসুত্র আনন্দবাজার.কম

২০২৬ সালের হজের ভিসা ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু

১২ পৃষ্ঠার পর

১৪৪৬ সালের ১২ জিলহজের সঙ্গে মিলে যায়। ওই সময় বিশ্বজুড়ে হজের কার্যক্রম তদারককারী দপ্তরগুলোর কাছে প্রাথমিক পরিকল্পনার নথিপত্র পাঠায় সৌদি মন্ত্রণালয়৻

এ ছাড়া পবিত্র সফর মাসের শুরুতে ‘নুসুক মাসার’ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হজ দপ্তরগুলোকে পবিত্র স্থানগুলোর তাঁবু সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। এতে তারা পরিকল্পনা, পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়।

ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, আবাসন ও মূল সেবাসংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক চুক্তি শুরু হয় ১৪৪৭ হিজরি সালের ১ রবিউল আউয়াল (২০২৫ সালের আগস্টের শেষ দিক) থেকে।

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে একটি হজ প্রদর্শনীও আয়োজন করা হবে।

২০২৬ সালের শুরুতেই পবিত্র হজ পালনের প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে। পবিত্র মক্কা ও মদিনায় আবাসন এবং পরিবহনসহ অন্যান্য চুক্তি গত জানুয়ারির মধ্যে শেষ করা হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং মার্চে ভিসার কাজ শেষ করে হজযাত্রীদের আগমনের প্রস্তুতিমূলক তথ্য জমা দেওয়া হবে।

মন্ত্রণালয় বলছে, আগামী ১৮ এপ্রিল (১ জিলকদ) থেকে হজযাত্রীদের প্রথম দল সৌদি আরবে পৌঁছাবে। এর মাধ্যমেই হজ মৌসুমের চূড়ান্ত পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকাঠামো ও সব সেবা নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সূচি কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর জোর দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

বালোচিস্তানের খনিতে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে আমেরিকা

১২ পৃষ্ঠার পর

খনিজ সঞ্চয়ে আত্মনির্ভর হতে চাইছে ট্রাম্প প্রশাসন।

‘প্রোজেক্ট ভল্ট’ সংক্রান্ত যে তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে এই প্রকল্পে আমেরিকা বাদে কেবল পাকিস্তানেই অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে এই প্রকল্পের জন্য ঋণ দেবে আমেরিকার এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক (এক্সিম)। বালোচিস্তানের রেকো ডিক খনিটি আফগানিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন। পাকিস্তানের এই প্রদেশটি দীর্ঘ দিন ধরেই অশান্তির কারণে শিরোনামে। বালোচ বিদ্রোহী সংগঠনগুলি প্রায়ই পাক সেনার বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে। তা ছাড়া এই প্রদেশে সক্রিয় রয়েছে আর এক বিদ্রোহী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি-ও। বালোচ বিদ্রোহীদের অভিযোগ, মুনাফার লোভে খনিজসমৃদ্ধ বালোচিস্তান প্রদেশকে অন্য রাষ্ট্রের কাছে কার্যত বিক্রি করে দিচ্ছে ইসলামাবাদ। বিনিময়ে বালোচদের জন্য ন্যূনতম উন্নয়নের কাজও করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই প্রদেশের অনেক খনিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে চিনও। সংবাদসুত্র আনন্দবাজার.কম

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কমছে,

১২ পৃষ্ঠার পর

অবস্থায়ড়্যেখানে দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভ কাভার করা সাংবাদিকদের পুলিশি নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, বিষয়টি শুধু বাকস্বাধীনতার প্রশ্ন নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর একটি মৌলিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যখন ক্ষমতাবানরা জানে যে তাদের অপব্যবহার প্রকাশ পাবে না, তখন সেই অপব্যবহার আরও বাড়ে।

সুইডেনভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প ভি-ডেমের প্রায় ৮০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্য ইকোনমিস্ট দেখিয়েছে, সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্নীতি বৃদ্ধির মধ্যে একটি 'ফিডব্যাক লুপ' কাজ করে। রাজনীতিকরা যখন লুটপাট করতে চায়, তখন তারা প্রথমে সংবাদমাধ্যমকে চেপে ধরে। সংবাদমাধ্যম যত বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়, দুর্নীতি তত সহজ হয়। আবার দুর্নীতি যত বাড়ে, সমালোচনামূলক প্রতিবেদন ঠেকানোর আগ্রহ তত বাড়ে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, কোনো দেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা যদি কানাডার মতো ভালো অবস্থা থেকে ইন্দোনেশিয়ার মতো খারাপ অবস্থায় নেমে যায়, তাহলে দুর্নীতির মাত্রা আয়ারল্যান্ডের মতো তুলনামূলক স্বচ্ছ অবস্থা থেকে লাটভিয়ার মতো অস্বচ্ছ অবস্থায় পৌঁছানোর আশঙ্কা তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে ঘটে, ফলে ভোটাররা অনেক সময় পরবর্তী নির্বাচনের আগে তা টেরই পান না। বিশেষ করে জনতাবাদী সরকারগুলোর অধীনে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

গণতন্ত্রের মোড়কে নিয়ন্ত্রণ

উদ্বেগজনক দিক হলো, নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করা সরকারগুলোও এখন কর্তৃত্ববাদী শাসনের কৌশল অনুসরণ করছে। তারা সরাসরি সত্য প্রকাশ বন্ধ না করে গণমাধ্যমের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করছে, যেখানে ক্ষমতাসীনদের প্রশংসা জোরালোভাবে শোনা যায়, আর ভিন্নমত কেবল ক্ষীণ ফিসফাসে সীমাবদ্ধ থাকে।

এ জন্য সরকারি সম্প্রচারমাধ্যমে অনুগত ব্যক্তিদের বসানো, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপন অনুগত পত্রিকায় দেওয়া, কিংবা সরকারি কাজের ওপর নির্ভরশীল ধনকুবেরদের দিয়ে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম কিনে নিয়ে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার মতো কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় অনড় থাকা গণমাধ্যমগুলোর ওপর বাড়ানো হচ্ছে চাপ। সরকারি বিজ্ঞাপন তো বটেই, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে বলা হচ্ছে। নিয়মিত কর নিরীক্ষা, হয়রানিমূলক মামলা তাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। আরএসএফের জরিপে ১৮০ দেশের মধ্যে ১৬০টিতেই সংবাদমাধ্যম আর্থিকভাবে টিকে থাকার লড়াইয়ে আছে।

ব্যক্তিগত পর্যায়েও সাংবাদিকরা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন। বিশেষ করে নারী সাংবাদিকরা অনলাইন হয়রানি ও হুমকির শিকার হচ্ছেন বেশি। জাতিসংঘের এক জরিপে দেখা গেছে, ৭৫ শতাংশ নারী সাংবাদিক অনলাইনে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং ৪২ শতাংশ সরাসরি হুমকি বা হয়রানির মুখে পড়েছেন। অনেক দেশে জাতীয় নিরাপত্তা বা 'ভুয়া খবর' দমনের আইনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি ও নতুন চ্যালেঞ্জ

ডিজিটাল প্রযুক্তি একদিকে যেমন নতুন কণ্ঠকে সুযোগ দিয়েছে, অন্যদিকে সরকারগুলোকেও দিয়েছে নজরদারির নতুন অস্ত্র। কিছু দেশে বিক্ষোভের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আবার কোথাও সাংবাদিকদের ফোন হ্যাক করে সূত্র চিহ্নিত করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত ছবি ফাঁস করে ভয় দেখানো হচ্ছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও এখানে বদলে গেছে। একসময় বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় থাকা যুক্তরাষ্ট্র এখন সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে। স্বাধীন আন্তর্জাতিক সম্প্রচারমাধ্যমে সহায়তা বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা আরও সাহস পাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সংবাদমাধ্যমের জবাবদিহি থাকা দরকারড়্এ কথা সত্য। তবে সাংবাদিকদের কাজ করতে বাধা দিলে সমাজকেই তার মূল্য দিতে হবে। শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম কাঠামো একবার ধ্বংস হলে তা পুনর্গঠন করা কঠিন। আর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কমে গেলে বিশ্ব আরও দুর্নীতিগ্রস্ত ও আরও খারাপভাবে শাসিত হবে।ইতিমধ্যে, হজ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। বিদেশি হজযাত্রীদের জন্য সব পরিষেবা ও পবিত্র মক্কার আবাসনের চুক্তি 'নুসুক' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৭ লাখ হজযাত্রী নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে ৩০ হাজার জন সরাসরি নিজ দেশ থেকে প্যাকেজ বুক করেছেন।

আন্তর্জাতিক হজযাত্রীদের জন্য পবিত্র স্থানগুলোতে আনুমানিক ৪৮৫টি তাঁবু বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ৭৩টি হজ কার্যালয় তাদের প্রাথমিক চুক্তির কাজ শেষ করেছে।

হজযাত্রীদের নিরাপদ ও সম্মানজনকভাবে পবিত্র হজ পালন নিশ্চিত করতে হজ কার্যালয় ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্ধারিত সূচি পুরোপুরি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরব।

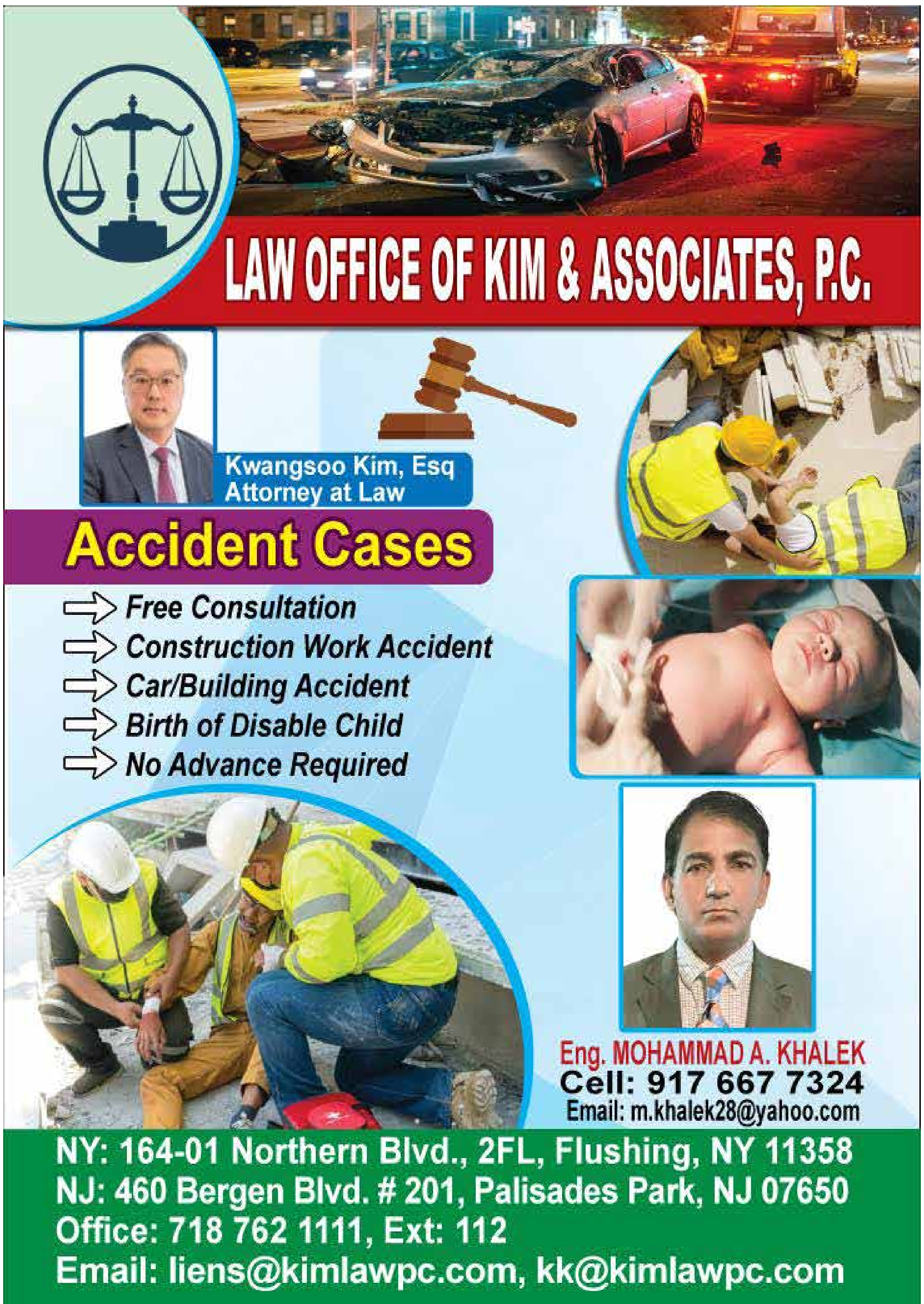

পাকিস্তানের মসজিদে বিস্ফোরণ

১২ পৃষ্ঠার পর

ইসলামাবাদ ক্যাপিটাল টেরিটরি পুলিশের মুখপাত্র তাকী জাওয়াদ জানান, বিস্ফোরণের প্রকৃতি এখনো নিশ্চিত নয়। তবে প্রাথমিক আলামতে এটি আত্মঘাতী হামলা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণস্থল পুরোপুরি ঘিরে রাখা হয়েছে।

ঘটনার পরপরই পুলিশ ও উদ্ধারকারী সংস্থা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। একই সঙ্গে রাজধানীর পলিক্লিনিক, পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস এবং সিডিএ হাসপাতালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

এদিকে পার্শ্ববর্তী রাওয়ালপিন্ডি শহরের পুলিশকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এক মুখপাত্র।

বিটকয়েনের দামে মহাধস, উধাও

১০ পৃষ্ঠার পর

বিলিয়ন) ডলারের বিটকয়েন পজিশন লিকুইডেট বা হাতছাড়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গত বছরের অক্টোবরে ক্রিপ্টো বাজার যখন ৪ দশমিক ৩৭৯ ট্রিলিয়ন ডলারের শিখরে ছিল, সেখান থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারমূল্য উধাও হয়ে গেছে। শুধু গত এক মাসেই বিনিয়োগকারীরা হারিয়েছেন ৮০০ বিলিয়ন ডলার।

বিটকয়েনের পাশাপাশি দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি ইথারের দামও ১৩ শতাংশের বেশি কমে ১ হাজার ৮৫৪ ডলারে নেমে এসেছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ইথারের দাম কমেছে প্রায় ৩৮ শতাংশ।

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই ধসের পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাজ করছে:

১. প্রযুক্তি শেয়ার ও মূল্যবান ধাতুর পতন: আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপার দামের অস্থিরতা এবং প্রযুক্তি খাতের শেয়ারের ব্যাপক বিক্রির প্রভাব পড়েছে ক্রিপ্টো বাজারে। এসঅ্যান্ডপি ৫০০ এবং নাসডাক সূচক উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে নেমে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা কমেছে।

এবার নির্বাচনে কোনো ধরনের 'ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের' সুযোগ নেই

৯ পৃষ্ঠার পর

একটি ভালো ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়া। শনিবার বিকেলে রংপুর নগরীর সার্কিট হাউসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সেলের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে কোনো চাপ, প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নেই এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক। নির্বাচন কমিশন পুরো প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানান তিনি।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, কোনো অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না এবং দায়িত্বে অবহেলা বা আচরণবিধি লঙ্ঘনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সে জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সভায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা জোরদারের কথা জানানো হয়। পাশাপাশি নির্বাচন ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হয়।

১২ ফেব্রুয়ারির ভোট শেষে

৯ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে এই প্রবণতা বাড়তে পারে। পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘এরই মধ্যে ভোটের মাঠে প্রার্থীদের জয়-পরাজয়ের একটা চিত্র দেখা যাচ্ছে। সেখানে ফলাফল প্রকাশ করতে দেরি হলে মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে সংঘাত সৃষ্টি করতে পারেন। এ কারণে জেলার এসপি ও ওসিদের আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারেও বিশেষ অভিযান চালাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রার্থীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেতাকর্মীদের শান্ত থাকার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। তবে ওইসব প্রার্থী ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হলে কর্মীদের শান্ত রাখাটা কঠিন হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন। এ কারণে প্রাণহানিও ঘটতে পারে। বিষয়টি সরকারকে জানানো হয়েছে। দ্রুত ফলাফল প্রকাশের জন্য ইসিকেও অনুরোধ করা হবে। পুলিশ সদর দপ্তর-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশকে জানায়, গোয়েন্দাদের এমন সতর্কতার পর অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এবার জনবল, প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত বাহিনী মোতায়েনসহ সব ক্ষেত্রেই বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, যা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ১ লাখ ৪৩ হাজার ৫৬৩ জনের তুলনায় বেশি। পুলিশ সদর দপ্তরের খসড়া নিরাপত্তা পরিকল্পনা অনুযায়ী, লাল ক্যাটাগরির ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতি কেন্দ্রে অস্ত্রধারী পুলিশ ও আনসারসহ ১৬ থেকে ১৭ জন ফোর্স মোতায়েনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। হলুদ ও সবুজ ক্যাটাগরির কেন্দ্রগুলোতেও অস্ত্রধারী পুলিশ সদস্যসহ গড়ে ১৫-১৬ জন নিরাপত্তাকর্মী দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া প্রতি ৪-৫টি ভোটকেন্দ্রের জন্য আলাদা করে একটি মোবাইল টিম মোতায়েন থাকবে। মহানগর ও জেলার প্রতিটি থানার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকবে আলাদা স্ট্রাইকিং ফোর্স, যা যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করবে। পুলিশ সদর দপ্তরের খসড়া হিসাব অনুযায়ী, ভোটকেন্দ্রে স্থায়ী ডিউটিতে থাকবেন ৯৪ হাজার ৩০০ জন পুলিশ সদস্য, মোবাইল ডিউটিতে থাকবেন ২৮ হাজার জন ও স্ট্রাইকিং ফোর্সে থাকবেন ২৭ হাজার ৭০০ জন।

ভিজিট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে কাজের

৪৮ পৃষ্ঠার পর

ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, বি১/বি২ ভিসা, মনে রাখুন ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে কিছু ব্যবসায়িক কার্যক্রম করা যায়, যেমন চুক্তি নিয়ে

আলোচনা/দরকষাকষি করা এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নিয়োগকর্তার জন্য কাজ করা অনুমোদিত নয়। আরও উল্লেখ করা হয়, আপনার ভিসা সঠিকভাবে ব্যবহার করা আপনার দায়িত্ব।

জামায়াত, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং

৮ পৃষ্ঠার পর

নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ঢাকায় নব নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, ‘‘বাংলাদেশের জনগণ যে সরকারকে নির্বাচিত করবে, যুক্তরাষ্ট্র সেই সরকারের সাথেই কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে।’’

‘মডারেট জামায়াত’ সাময়িক ‘কৌশল’?

এবারের নির্বাচনে জামায়াতের টার্গেট ছিল ইসলামপন্থি সব দলের ভোট এক বাক্সে আনা। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ১১ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যায়। তবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া তরুণদের দল এনসিপি যোগ দেয়ায় জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট নতুন মাত্রা পেয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

সাবেক কূটনীতিক সাকিব আলী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘জামায়াতের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, তারা পশ্চিমাদের গুডবুকে রয়েছে। তাদের নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অস্বস্তি নেই। বরং তারা জামায়াতকে বন্ধু হিসাবে পেতে চায়।’’

তার কথা, ‘‘আমার মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জামায়াতের অনেক দিন ধরেই কথা বা সাক্ষাৎ হচ্ছে। জামায়াতের প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টেও গিয়েছিল। আরেকটা বিষয় হলো, অন্যান্য দলের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে এখানকার (দূতাবাস) থেকে অভিযোগ গেছে। কিন্তু জামায়াতের ব্যাপারে অফিসিয়াল কোনো অভিযোগ গেছে বলে আমার জানা নেই। জামায়াতকে তারা একটা মডারেট ইসলামী দল বলে মনে করে।’’

তিনি আরো বলেন, ‘‘জামায়াত আসলে বাস্তবতা বিবেচনা করে তাদের রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছে। এর ফলে দুই বছর আগেও কেউ চিন্তা করতে পারেনি যে, জামায়াত ক্ষমতার দাবিদার হবে। অনেক সময় একটি ‘ন্যারোবেজড পার্টি’ কিন্তু ক্ষমতায় চলে যেতে পারে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে হলে ‘বিগ টেন্ট পার্টি’ হতে হয়। এক তাঁবুর নীচে সবাইকে ধারণ করতে হয়। জামায়াত সেই চেষ্টা করছে বলে আপাতত মনে হচ্ছে। এজন্যই তারা তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেছিল, নির্বাচনে যে-ই জিতুক যেন জাতীয় সরকার হয়।’’

তবে সাবেক এই কূটনীতিক বলেন, ‘‘এটাকে আমি ইসলামপন্থার উত্থান হিসাবে দেখছি না। জামায়াত কিছু ইস্যু সামনে নিয়ে এসেছে। আবার শরিয়া আইনের ব্যাপারেও এখন কিছু বলছে না। তারা চাঁদাবাজি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইনসাফের কথা বলছে। এইভাবে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এ পর্যন্ত যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে, সব কটিতে তারা জয় পেয়েছে। এতে তরুণদের মধ্যে তাদের নিয়ে আগ্রহ বোঝা যায়। তারা কিন্তু সবাই ইসলামী শাসন কয়েমের জন্য ভোট দেয়নি।’’

জামায়াতের বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধার বিশ্লেষণ একেবারেই অন্যরকম। তিনি মনে করেন, ‘‘জামায়াত কোনো মডারেট দল নয়। তারা এখন কৌশলগত কারণে তাদের মূল চরিত্র লুকিয়ে রাখছে। ১৯৭১ সালে তাদের আসল রূপ এ দেশের মানুষ দেখেছে। তারা যদি কখনো ক্ষমতায় যেতে পারে, তাহলে তাদের আসল রূপ আবার দেখা যাবে।’’

ডয়চে ভেলেকে তিনি আরো বলেন, ‘‘তারা যতই চেষ্টা করুক তারপরও এই সময়ে, বিশেষ করে নানা ঘটনায় নারীদের নিয়ে তাদের অবস্থান প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে, তারা নারীকে পুরুষের অধীনে রাখতে চায়। ঘরে রাখতে চায়। আর তারাতো একজন নারীকেও নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়নি। তাহলে তারা মডারেট কীভাবে হয়?’’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘গুডবুকে’ রয়েছে জামায়াত- এ ধারণা সম্পর্কে তার বক্তব্য, ‘‘যুক্তরাষ্ট্র এখন বিভিন্ন উপায়ে মুসলিম দেশে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশেও তারা একটি অনুগত সরকার চায়। আর সেই সরকারটি দুর্বল ও বিতর্কিত হলে তাদের সুবিধা। তাহলে বাংলাদেশে তাদের যে নানা ধরনের পরিকল্পনা আছে, সেটা বাস্তবায়ন করতে পারবে। চাপ দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে জামায়াত তাদের জন্য ভালো হবে বলে তারা মনে করছে। আমরা যদি কয়েকটি মুসলিম দেশের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো যুক্তরাষ্ট্র সেইসব দেশে এভাবেই অনুপ্রবেশ করেছে। তাই তারা জামায়াতের দিকে ঝুঁকছে। অন্য কোনো কারণ নেই।’’

অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা মনে করেন, ‘‘জামায়াত অনেকটা শেয়াল মামার মতো। তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে। কিন্তু তারা যখন নিয়োগের সুযোগ পায়, দলীয় লোকজনকে নিয়োগ দেয়। তারা যখন ২০০১ সালে বিএনপির সাথে সরকারে ছিল, তাদের দুইজন মন্ত্রী ছিল, তখন কিন্তু দুর্নীতির কথা বলেনি। তারা গণতন্ত্রের কথা বলে নিজেদের মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়। জুলাই সনদে জামায়াত সই করেছে। কিন্তু সনদ মানছে না। ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে কথা বলছে। কিন্তু জুলাই সনদে যে পাঁচ শতাংশ নারী মনোনয়ন দেয়ার কথা আছে সেটা কিন্তু তারা করেনি। এটা তো প্রতারণা। ফলে, জামায়াতের সততার জায়গাটি তো প্রশ্নবিদ্ধ!’’

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় নির্বাচনে ইতিহাসে তাদের সর্বোচ্চ ১৮টি আসন পেয়েছিল জামায়াত। এরপর ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তারা বর্জন করে। ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত পায় তিনটি আসন। এর পরের অষ্টম জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে আবার জোট করে তারা আসন পায় ১৭টি। এরপর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পায় মাত্র দুটি আসন। এককভাবে জামায়াত সর্বোচ্চ তিনটি আসন পেয়েছে। তখন তাদের ভোট গড়ে পাঁচ শতাংশের বেশি ছিল না।

তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়। ফলে তারা ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন পর জামায়াত বিএনপির ‘ছায়া’ থেকে বের হয়ে এখন বিএনপিরই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বিভিন্ন জরিপে বিএনপি ও জামায়াতের ভোট কাছাকাছিই দেখানো হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘জামায়াতের জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার একটা সম্ভাবনা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিজয় তো সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তারা তো পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতায় না গেলেও জামায়াত যদি এবার শক্তিশালী বিরোধী দলও হয় সেটাও তো তাদের জন্য হবে বড় অর্জন। তারা তো অতীতে এককভাবে তিনটির বেশি আসন পায়নি। এবার যদি ৩০-৪০টি আসনও পায়, তাহলেও তো জামায়াতের বড় ধরনের উত্থান হবে।’’

‘‘আর যে অডিওর কথা বলা হচ্ছে, সেটা যদি সঠিক হয়, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাদের প্রতি যে ঝোঁক, তা বোঝা যায়। জামায়াত ওই ফ্রন্টেও কাজ করেছে। নানাভাবেই এটা স্পষ্ট যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও তাদের দিকে আনতে সক্ষম হয়েছে। এটা খুবই সিগনিফিক্যান্ট,’’ বলেন তিনি।

তবে তিনি মনে করেন, কৌশলগত কারণে এখন যে অবস্থানেই থাকুক, ভবিষ্যতে জামায়াত ‘ইসলামী রাজনৈতিক দর্শন’ বাস্তবায়নের দিকে এগোবে। ‘‘জামায়াত তো ইসলামকে ছেড়ে দেবে না। তাহলে তো তাদের রাজনীতি থাকবে না। তারা আপাতত কম্প্রোমাইজ করছে। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের যে ইসলামী রাজনৈতিক দর্শন, সেটা বাস্তবায়নের দিকে আস্তে আস্তে এগোবে,’’ বলেন তিনি।

সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামালও মনে করেন জামায়াতের বর্তমান অবস্থান এবং বক্তব্য দীর্ঘস্থায় হবার নয়। তার ভাষায়, ‘‘জামায়াত আসলে অভিনয় করছে। তারা এখন যা বলছে তা লোক দেখানো। তাদের আসল চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। হবেও না। আমরা হয়তো জামায়াত নেতা শিশির মনির বা ড. গালিবকে দেখছি। কিন্তু জামায়াতকে বুঝতে হলে তাদের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা দেখতে হবে। সেখানে কারা আছে? তারা কিন্তু জামায়াতের মূল চালিকাশক্তি। তারাই নির্ধারণ করে জামায়াতের পলিসি। এই দলটি যদি ক্ষমতায় যায়, তাহলে তারা আদের আসল চরিত্র প্রকাশ করবে। এখন যা বলছে তা তারা করবে না।’’

মাসুদ কামাল আরো বলেন, ‘‘জামায়াত যেহেতু কখনোই পুরোপুরি ক্ষমতায় ছিল না। ফলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের দুর্নীতির তেমন কোনো রেকর্ড নেই। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে কী করবে তা তো এখনই বলা যাচ্ছে না। খালেদা জিয়ার কেবিনেটে শিল্প ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দুইজন মন্ত্রী ছিল তাদের। ওই দুই মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি তুলনামূলক কম হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু দুর্নীতি হয়নি তা তো বলা যায় না। আর তারা ওই দুই মন্ত্রণালয়ে তো আহামরি কোনো কাজ দেখাতে পারেনি। আমরা আসলে দুর্নীতির মহোৎসব দেখে অভ্যস্ত। ফলে বিবেচনটা সেরকম হচ্ছে।’’

আসন্ন নির্বাচনে জামায়াতের সম্ভাবনা

ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আরেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, ‘‘এবারের নির্বাচনে তরুণদের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। তারা প্রায় ৪০ শতাংশ। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় তাদের প্রতি তরুণদের একটা ঝোঁক আছে। আমার ধারণা, নির্বাচনে জামায়াত বেশ ভালো করবে। কিন্ত সম্ভবত ক্ষমতায় যেতে পারবে না। তা না হলেও তাদের খুব বড় ধরনের উত্থান হবে বলে মনে হচ্ছে।’’

আসন্ন নির্বাচনে সার্বিকভাবে ইসলামী দলগুলোর সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘‘তারা (জামায়াত) নিজেদের মডারেট ইসলামী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এটা তাদের সুবিধা দিচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু ইসলামী দল ডগমেটিক। ফলে এটাকে ইসলামপন্থার ঠিক উত্থান বলা যাবে না। জামায়াত সুনির্দিষ্ট কিছু ইস্যু সামনে এনে অবস্থান শক্ত করছে। তারা সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বলছে, সব দলকে তো দেখা হয়েছে, তাদের একবার সুযোগ দেয়া হোক। তারা কিন্তু ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থার কথা সামনে আনছে না। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথাই বলছে।’’

তিনি মনে করেন, ‘‘ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতের সঙ্গে না থাকায় সব ইসলামী দলের ভোট এক বাক্সে আনার যে পরিকল্পনা জামায়াত নিয়েছিল, সেটা সফল না হলেও তারা এনসিপি এবং অন্য ইসলামী দলকে সাথে নিতে পেরেছে। আর তারা প্রথম থেকেই গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এটার অন্য ধরনের গুরুত্ব আছে।’’

তবে সাংবাদিক মাসুদ কামাল মনে করেন, ‘‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জামায়াতকে ক্ষমতায় দেখতে চায় বা জামায়াতকে বন্ধু হিসাবে পেতে চায়, অন্যদের ব্যাপারে চায় না-এই বয়ান আমার কাছে সঠিক মনে হয় না। কারণ, আমরা জামায়াতকে নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মার্কিন কূটনীতিকদের বৈঠকের কথা জানতে পেরেছি।

এরকম বৈঠক তারা হয়তো বিএনপিকে নিয়েও করেছে, যেটা ফাঁস হয়নি। তাই আমরা জানি না। আমার মনে হয় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো বিশেষ দলের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।’’

তিনি বলেন, ‘‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পরপর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদে শিবিরের জয়ে তরুণ ভোটারদের মধ্যে জামায়াত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়ী হলে ধরে নেয়া যেতো এটা একটি দুর্ঘটনা। এটা জাতীয় নির্বাচনে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে। কারণ, এবার তরুণ ভোটাররা সংখ্যায় অনেক। তবে এটা জামায়াতকে ক্ষমতায় যাওয়ার মতো সুবিধা দেবে বলে মনে হয় না।’’

‘‘কিন্তু ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে তারা জয়ী হয়েছে, সেখানে তাদের দৌরাত্ম শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হচ্ছে। প্রতিবাদও হচ্ছে। এটা তাদের জন্য আবার নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। তরুণরা বুঝতে পারছে, ক্ষমতায় যাওয়ার আগে তারা কী এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পরে তাদের চরিত্র কেমন হয়। এটাও কিন্তু জামায়াতের চরিত্র বুঝতে সহায়তা করছে,’’ বলেন মাসুদ কামাল।

তিনি আরো বলেন, ‘‘আমরা ভোটের হিসাব করি ২০০৮ সালের নির্বাচন দিয়ে। কিন্তু তারপর ১৫-১৬ বছরে ভোটের প্যাটার্নে কী পরিবর্তন এসেছে তা কিন্তু আমরা জানি না। আমার মনে হয়, আগে যে জামায়াতের চার-পাঁচ শতাংশ ভোট ছিল, তার চেয়ে তাদের ভোট অনেক বেড়ে যাবে।’ - হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

জামায়াতের সঙ্গে ঐকমত্যের

৯ পৃষ্ঠার পর

বন্ধুত্ব হবে, কোনো নির্দিষ্ট দেশের সঙ্গে নয়।’

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে শেখ হাসিনার সন্তানরা বিদেশ থেকে দেশে ফিরে রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন কিনাড়এমন প্রশ্নে তারেক বলেন, ‘যদি জনগণ কাউকে গ্রহণ করে, মানুষ যদি তাদের স্বাগত জানায়, তাহলে রাজনীতি করার অধিকার সবারই আছে।’

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করব, যেন তারা নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারে। তবে সেখানে তাদের ফেরার মতো নিরাপদ পরিস্থিতি থাকতে হবে। যতদিন না নিরাপদ হয়, ততদিন তারা এখানে থাকতে পারে।’

বাংলাদেশে রাজনীতির ময়দানে

৮ পৃষ্ঠার পর

থাকার পর গত ডিসেম্বর মারা যান।

অন্যদিকে, পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন। বর্তমানে তিনি ভারতে আত্মগোপনে রয়েছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধে অনুপস্থিতিতে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

'নিয়ন্ত্রিত, অপমানিত, বিচারিত' : শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের অবসান হওয়ায় অনেক নারী অধিকারকর্মী আশা করেছিলেন, এই বিপ্লব নতুন সমতা বয়ে আনবে, বিশেষ করে নারীদের জন্য।

নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করলেও, সেই কমিশনকে কার্যত কোণঠাসা করা হয়েছে। নারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে।

বর্তমানে কট্টরপন্থিরা আরও সাহসী হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জনসমাবেশ থেকে নারীদের বাদ দেওয়ার দাবি উঠছে, এমনকি নারী ফুটবল ম্যাচ আয়োজনেও বাধা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

নারী অধিকার বিষয়ক সংগঠন 'নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম'র মুখপাত্র মাহরুখ মহিউদ্দিন বলেন, 'ইতিহাসজুড়েই নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল, কিন্তু অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা ছিল, তা বাস্তবে হয়নি।'

তিনি বলেন, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীদের গৃহস্থালির ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

যারা কথা বলার সাহস করেন, তারা প্রায়ই শত্রুতার মুখোমুখি হন।

অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা উমামা ফাতেমা বলেন, 'নারীরা নিয়ন্ত্রিত, অপমানিত... শুধু একটি রাজনৈতিক দলে থাকার কারণেই তারা সমালোচিত হনড়এটাই বাস্তবতা।'

ছাত্রদের দলেও উপেক্ষিত নারীরা : অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতাদের গড়া জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র দুইজন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছে।

দলের সদস্য সামান্থা শারমিন বলেন, 'দলের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমি নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আমাদের উপস্থিতি ছাড়াই নেওয়া হয়।'

এনসিপির জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামী এবারের নির্বাচনে একজনও নারী প্রার্থী দেয়নি।

জামায়াতের সহকারী মহাসচিব আহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, সমাজ এখনো নারীদের রাজনীতির জন্য 'প্রস্তুত ও নিরাপদ' নয়।

দলের নারী শাখার নেত্রী নুরুন্নেসা সিদ্দিকা বলেন, 'ইসলামী সংগঠনে নারী নেতা থাকতে পারে নাড়আমরা সেটা মেনে নিয়েছি।'

সংরক্ষিত আসন 'অপমানজনক' : এবারের নির্বাচনে অল্প যে কয়জন নারী প্রার্থী লড়ছেন, তাদের একজন মনীষা চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ মূলত প্রতীকী।

১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশে ৩০০ জন সংসদ সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হন, আর অতিরিক্ত ৫০টি নারী সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

মনীষা চক্রবর্তী বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের মনোনীত প্রার্থী। দলটির ২৯ প্রার্থীর মধ্যে ১০ জন নারী রয়েছেন, যা এবারের নির্বাচনে সর্বোচ্চ অনুপাত।

মনীষা বলেন, 'সংরক্ষিত আসনের ধারণাই অপমানজনক। তদবির, দলীয় পছন্দ, স্বজনপ্রীতিড়সব মিলিয়ে সংসদে নারীর উপস্থিতি কেবল আনুষ্ঠানিকতা।'

বিএনপির স্থায়ী কমিটির একমাত্র নারী সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, 'যোগ্য নারী নেত্রীরা দলীয় সমর্থনের অভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যান।'

তার মতে, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দুজনই পারিবারিক সূত্রে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছিলেনড়যা নারীর ক্ষমতায়নের কাঠামোগত দুর্বলতাকেই তুলে ধরে।

সামনে কঠিন সময় : প্রথমবারের ভোটার আরিয়ানা রহমান মনে করেন, সামনে লড়াই আরও কঠিন। তার কথায়, 'এই নির্বাচনে আরও বেশি নারী প্রার্থী থাকলে নিজেকে বেশি প্রতিনিধিত্বশীল মনে হতো। আগামী কয়েক বছর নারীদের জন্য আরও বৈরী হতে পারে।'সূত্র: এএফপি

আমরা দায়িত্ব পেলে পাঁচ বছরের

৯ পৃষ্ঠার পর

সাহস ও সুযোগ হবে না। আমরা দায়িত্ব পেলে ৫ বছরে দেশের চেহারা পাল্টে যাবে। তিনি জানান, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সেবা এখনও সব এলাকায় পৌঁছায়নি। নদী ধ্বংস ও মদ-গাঁজার সমস্যা সৃষ্টির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, দায়িত্বে গেলে এসব বন্ধ করা হবে। নদী খননের পাশাপাশি নদীবান্ধব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে।

দেশের টাকা লুটকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, তাদের মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে টাকা উদ্ধার করা হবে। সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকেও কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। নামের জন্য নয়, কাজের মাধ্যমে বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে।

তিনি কৃষক, জেলে ও চা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কৃষকদের সরঞ্জাম প্রদান ও বাজার নিশ্চিত করা হবে, জেলেদের হাতে জাল দেওয়া হবে, চা বাগানের সন্তানদের দায়িত্ব রাষ্ট্র নেবে। নিজের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, তার এক্স একাউন্ট হ্যাক করা হয়েছিল এবং মা-বোনদের নিয়ে অপমর্যাদাজনক পোস্ট দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, চুরি ধরা পড়েছে, তিনি মাফ করেছেন এবং এ নিয়ে আর কথা বলবেন না।

সিলেট মহানগর জামায়াতের আমির মোহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে জনসভায় ১১ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা এবং বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরা বক্তব্য রাখেন। শেষপর্যায়ে শফিকুর রহমান সিলেটের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন।

ফিকে হয়ে আসছে বাংলাদেশের

৯ পৃষ্ঠার পর

ঐতিহাসিক এবং দৃষ্টান্তমূলক করতে চায়।

এদিকে গত ২ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্বাচনকে ঘিরে গত বছরের ১২ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৭৪টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে নির্বাচন ঘিরে ভীতি দেখানো বা আক্রমণাত্মক আচরণের ঘটনা ঘটেছে ১৬টি, প্রার্থীর ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ১৫টি, হত্যাকাণ্ড ঘটেছে পাঁচটি, প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৮৯টি এবং অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহারের ঘটনা ঘটেছে তিনটি।

এ ছাড়া হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেছে ৯টি, প্রচার কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ২৯টি, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অফিস ও প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ২০টি, অবরোধ ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে ১৭টি, সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ১টি এবং অন্যান্য ঘটনা ঘটেছে ৭০টি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলা হয় ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে। ওই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ২১ লাখ ৮১ হাজার ৭৪৩। ৭৫টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসন পেয়ে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। অন্যান্য দলের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৮৮, জাতীয় পার্টি ৩৫, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮, সিপিবি ৫, বাকশাল ৫, জাসদ (সিরাজ) ১, ইসলামী ঐক্যজোট ১, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, এনডিপি ১, গণতন্ত্রী পার্টি ১, ন্যাপ (মোজাফফর) ১ ও অন্যান্য দল ৩টি আসন পায়। মোট ভোট গৃহীত হয়েছিল ৫৫.৪৫ শতাংশ। এই সংসদেই সবচেয়ে বেশি দলের প্রতিনিধি সংসদে গিয়েছিল।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৫ কোটি ৬৭ লাখ ১৬ হাজার ৯৩৫ জন। অংশগ্রহণ করে ৮১টি রাজনৈতিক দল। বিজয়ী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পায় ১৪৬টি, বিএনপি ১১৬টি, জাতীয় পার্টি ৩২টি, জামায়াতে ইসলামী ৩টি আসন। সংসদ নেতা হন শেখ হাসিনা।

২০০১ সালের পয়লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ৭ কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ৩৬৪। অংশগ্রহণ করে ৫৪টি দল। বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) পায় ১৯৩টি আসন। আওয়ামী লীগ ৬২টি, জামায়াতে ইসলামী ১৭টি, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট ১৪টি আসন। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বও অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এতে ভোটার সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৩ জন। নির্বাচনে ৩৮টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে এবং ভোট প্রদানের হার ছিল ৮৭.১৬ শতাংশ। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয় হয়। তারা পায় ২৩০টি আসন। বিএনপি মাত্র ৩০টি, জাতীয় পার্টি ২৭টি আসন। এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ যেমন কম ছিল তেমনি ব্যাপক কারচুপিরও অভিযোগ উঠেছিল। এর পরের তিনটি নির্বাচন ছিল ষড়যন্ত্রের ও একতরফা নির্বাচন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করতে পারছে না। তবে নতুন রাজনৈতিক শক্তি এনসিপি জামায়াতের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এই জোটকে বিশেষ আনুকূল্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির পক্ষ থেকে। এরই মধ্যে এই নির্বাচনের প্রশাসনিক ক্যু হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছে তারা। দলের একাধিক সিনিয়র নেতা অভিযোগ করেছেন, সরকার দুটি দলকে (জামায়াত ও এনসিপি) ক্ষমতায় আনার জন্য নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেষ্টা করছে।

২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন। এই নির্বাচনে ২৯৮টি আসনে ৫১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মোট ১,৭৩২ জন প্রার্থীসহ সর্বমোট ১,৯৮১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৬১ জন; নারী ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ জন, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১,২৩২ জন। জামায়াতের প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে শেরপুর-৩ নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। সংস্কারের ইস্যুতে এবার সাধারণ নির্বাচনের পাশাপাশি 'হ্যাঁ-না' ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনের আগে সহিংসতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি, নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্রসহ নানা কারণে এবারের নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি, নারীর অংশগ্রহণ, সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতির ওপর নির্ভর করবে নির্বাচন 'ইতিহাসের সেরা' হবে কি না। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, তারা ভোট নিয়ে আতঙ্কিত। ভোট নিয়ে এই আতঙ্ক অতীতের নির্বাচনগুলোতেও ছিল। আওয়ামী লীগের আমলে পরপর তিনটি নির্বাচন যেহেতু একতরফা হয়েছে। যেহেতু বাস্তব কোনো নির্বাচন হয়নি। তাই সেখানে খুব বেশি আতঙ্ক ছিল না। কারণ অধিকাংশ মানুষের ভোট দেওয়ারই প্রয়োজন পড়েনি। এবার মানুষ একটা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

এদিকে নির্বাচনের ব্যালট পেপার, গণভোট ও পোস্টাল ব্যালট প্রথমে আলাদা করা হবে। তারপর শুরু হবে গণনা। ফলে ভোট গণনায় বিলম্ব হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেও ষড়যন্ত্র দেখছে রাজনৈতিক দলগুলো। নির্বাচন কমিশনের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জেসমিন টুলি বলেন, এবার সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ শেষে গণভোটটা আলাদা গণনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি জাতীয় সংসদের ভোট গণনা করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে রিটার্নিং কর্মকর্তা পোস্টাল ব্যালটগুলো গণনা করে ফেলবেন। তাহলে খুব একটা বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না।

তিনি আরও বলেন, ফলাফল দিতে যত দেরি হবে, তত উত্তেজনা বাড়বে। যেহেতু আস্থাহীনতার একটা ব্যাপার রয়েছে, এজন্য সহজে কারচুপির অভিযোগ উঠতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলেন, ভোট গণনা যেন স্বচ্ছতার ভিত্তিতে হয়, যেখানে সব দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন। ফলাফল ঘোষণায় অনিয়মের সুযোগ রোধ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যেন কোনো ধরনের গুজব ছড়িয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। সংবাদসূত্র দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ

বাংলাদেশের নির্বাচন কী প্রভাব

৮ পৃষ্ঠার পর

এশিয়াজুড়ে জেন জি নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছিল, বাংলাদেশ ছিল তার অন্যতম কেন্দ্র। একই সঙ্গে নির্বাচনটি হচ্ছে তীব্র সামাজিক মেরুকরণ, বাড়তে থাকা ধর্মীয় কট্টরপন্থা এবং দুর্বল অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে। এর প্রভাব বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পুরো অঞ্চলে পড়তে পারে।

এই বাস্তবতায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জয় হলে তা বড় ধরনের রাজনৈতিক সংস্কারের চেয়ে বরং আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় আধিপত্য টিকে থাকার প্রমাণ হিসেবেই দেখা হবে। জামায়াতে ইসলামীর ভালো ফল অর্থনৈতিক ক্ষোভের পটভূমিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নির্বাচনি গুরুত্ব বাড়ার বার্তা দেবে, যা অঞ্চলজুড়ে ইসলামপন্থি রাজনীতির স্বাভাবিকীকরণ নিয়ে উদ্বেগ জোরদার করতে পারে। আর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শক্ত অবস্থান ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা হবে, যেখানে রাজপথের প্রতিবাদ ধীরে ধীরে নির্বাচনী শক্তিতে রূপ নিচ্ছে। ফলে এই নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার ভারসাম্য কোথায় দাঁড়ায়, তা দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক, ভোটারদের সক্রিয়তা এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে জানুয়ারিতে খুন

৪৮ পৃষ্ঠার পর

খুনের ঘটনা ইতিহাসের যেকোনো জানুয়ারি মাসের তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে, যা ২০১৮ এবং ২০২২ সালে স্থাপিত পূর্ববর্তী ২২টি খুনের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ২০২৬ এর জানুয়ারি মাসে ম্যানহাটন এবং স্টেটেন আইল্যান্ডে একটিও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি।

কমিশনার টিশ আরো বলেন, "বছরের প্রথম মাসে এনওয়াইপিডি-র নারী ও পুরুষ সদস্যরা রেকর্ডকৃত ইতিহাসে সবচেয়ে কম গুলির ঘটনা, হত্যাতের ঘটনা এবং খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে।"

"এই ফলাফলগুলো দেখায় যে নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগ গত বছর অর্জিত ঐতিহাসিক জননিরাপত্তার সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর মনোনিবেশ করে আছে।

তিনি বলেন, আমাদের কৌশলটি সহজ: শুধু অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়াই নয়, বরং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা। এবং এটি সম্পন্ন করতে ও নিউ ইয়র্ককে আরও নিরাপদ করতে দেশের সেরা পুলিশ কর্মকর্তাদের মোতায়েন করা।"

ঠান্ডা আবহাওয়ার সহিংসতা-বিরোধী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, বিভাগটি ৩৩টি প্রিসিঙ্কট, সরকারি আবাসন এবং সাবওয়ে ব্যবস্থার ৬৪টি জোনে রাতের বেলায় টহল দেওয়ার জন্য ১,৮০০ জন পর্যন্ত ইউনিফর্মধারী কর্মকর্তাকে মোতায়েন করেছে এনওয়াইপিডি।

কমিশনার টিশ বলেন, এই কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে বড় ধরনের অপরাধ প্রায় ৩৬% কমেছে। কিন্তু ধর্ষণ এবং ইহুদি-বিদ্বেষী অপরাধে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। ধর্ষণ ক্রমাগত বেড়েছে, বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ১৬৭টি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ১৫৭টি ঘটনার তুলনায় বেশি।

এনওয়াইপিডি বলেছে, এই বৃদ্ধির একটি কারণ হলো আইনে পরিবর্তন, যা নির্ধারণ করে যে কোন কোন বিষয়গুলোকে ধর্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে এবং কোনগুলোকে যাবে না।

"২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে রিপোর্ট করা ঘটনার বৃদ্ধি আংশিকভাবে আইনগত পরিবর্তনের কারণে হয়েছে, যা নিউইয়র্ক স্টেটে ধর্ষণের আইনি সংজ্ঞাটিকে সঠিকভাবে প্রসারিত করেছে এবং এখন এতে যৌন নিপীড়নের অতিরিক্ত রূপগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে," এনওয়াইপিডি-র একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমনটি বলা হয়েছে।

এদিকে, এনওয়াইপিডি-র হেট ক্রাইমস টাস্ক ফোর্স দ্বারা তদন্ত করা বিদ্বেষমূলক ঘটনার সংখ্যা ১৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে (৫৮ বনাম ২৩)। বিশেষ করে, ইহুদি-বিদ্বেষী ঘৃণামূলক অপরাধ ১৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে (৩১ বনাম ১১)। জানুয়ারিতে রিপোর্ট করা ঘৃণামূলক অপরাধের ঘটনার অর্ধেকেরও বেশি ছিল ইহুদি-বিদ্বেষী ঘৃণামূলক অপরাধ।

গত মাসে নিউ ইয়র্ক সিটিতে একের পর এক ইহুদি-বিদ্বেষী ঘটনা সংবাদ শিরোনাম হওয়ার পর এই পরিসংখ্যান অনেক নিউ ইয়র্কবাসীর কাছে আশ্চর্যজনক নয়।

গত সপ্তাহেই, একজন ব্যক্তি ক্রাউন হাইটসের চাবাদ লুবাভিচ ওয়ার্ল্ড হেডকোয়ার্টার্সের প্রধান ফটকে বারবার একটি গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দেয়, যা পুলিশ একটি সম্ভাব্য ঘৃণামূলক অপরাধ হিসেবে তদন্ত করছে।

কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে সন্দেহভাজন ড্যান সোহেলকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার অভিবাসন সম্পর্কে নবী

৪৮ পৃষ্ঠার পর

রেফারেন্সটিকে আতিথেয়তা এবং আশ্রয়ের একটি শিক্ষা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন যে এটি দুর্দশা থেকে পালিয়ে আসা মানুষের প্রতি সমাজ কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

মন্তব্যগুলি দ্রুত অনলাইনে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, সমর্থকরা মন্তব্যগুলিকে বিশ্বাসে প্রোথিত করুণার আবেদন হিসাবে প্রশংসা করেছেন, অন্যদিকে সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছেন

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

এনসিটি ইজারা: চট্টগ্রাম বন্দরে ফের

৫ পৃষ্ঠার পর

অডিটোরিয়ামে শ্রমিকদের সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রমিক নেতারা বৈঠক বর্জনের ঘোষণা দেওয়ায় তা শুরু হতে পারেনি।

বন্দর রক্ষা পরিষদের আরেক সমন্বয়ক হুমায়ুন কবির অভিযোগ করেছেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা পোর্ট কলোনি এলাকার বিভিন্ন বাসা থেকে শ্রমিকদের জোর করে তুলে বন্দর অডিটোরিয়ামে বৈঠকস্থলে নিয়ে যাচ্ছে।

বিটকয়েনের দামে মহাধস, উধাও

৫ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাজ করছে:

১. প্রযুক্তি শেয়ার ও মূল্যবান ধাতুর পতন: আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপার দামের অস্থিরতা এবং প্রযুক্তি খাতের শেয়ারের ব্যাপক বিক্রির প্রভাব পড়েছে ক্রিপ্টো বাজারে। এসঅ্যান্ডপি ৫০০ এবং নাসডাক সূচক উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে নেমে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা কমেছে।

২. ফেডারেল রিজার্ভ নিয়ে উদ্বেগ: ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক পরবর্তী ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান হিসেবে কেভিন ওয়ারশকে বেছে নেওয়া ক্রিপ্টো বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ওয়ারশ ফেডারেল রিজার্ভের ব্যালেন্স শিট সংকুচিত করতে পারেন, যার ফলে বাজারে তারল্য কমবে এবং বিটকয়েনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের দাম আরও কমবে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া: ডয়চে ব্যাংকের বিশ্লেষকদের মতে, বিটকয়েন ইটিএফ থেকে বড় অঙ্কের টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত কয়েক বিলিয়ন ডলার বাজার থেকে বেরিয়ে গেছে, যা নির্দেশ করে বড় বিনিয়োগকারীরা ক্রিপ্টো সম্পদের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন।

কয়েন ব্যুরোর বিনিয়োগ বিশ্লেষক নিক পাকরিন জানিয়েছেন, ক্রিপ্টো বাজার এখন পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ বা 'ক্যাপিচুলেশন' মোডে রয়েছে। এটি এখন আর কোনো সাধারণ সাময়িক সংশোধন নয়, বরং বাজারের একটি বড় ধরনের পরিবর্তন।

বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে অতি উৎসাহে ভাটা এবং প্রযুক্তি খাতের মন্দা ক্রিপ্টো খাতের জন্য অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিটকয়েন মাইনাররা যদি বাধ্য হয়ে তাঁদের মজুত করা মুদ্রা বিক্রি করতে শুরু করেন, তবে এই ধস আরও গভীর হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নতুন বাংলাদেশ গঠনে বহু পথ

৫ পৃষ্ঠার পর

যাচ্ছে মূলত দুটি দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত দলের মধ্যে লড়াই। আগের শাসনামলে দুটি দলই নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। একটি হলো জামায়াতে ইসলামী। দলটি বাংলাদেশের ইসলামপন্থি দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং তুলনামূলকভাবে মধ্যপন্থি। অন্যটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দীর্ঘদিন দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খালেদা জিয়া। বর্তমানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার ছেলে তারেক রহমান। এই নির্বাচনে জয়ী হওয়ার দৌড়ে বিএনপিকেই এগিয়ে রাখা হচ্ছে।

হতাশা থাকলেও অর্জন উদযাপনযোগ্য

বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সাহসী নতুন এজেন্ডাসহ আরও ভালোভাবে নতুন দলগুলোকে শক্তিশালী করতে পারেনি- এ নিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনেকেই হতাশ। শেখ হাসিনার শাসন ছিল নিন্দনীয়, তবে তার আগের সময়ের রাজনীতিও সুখকর ছিল না। যে ইসলামপন্থিরা এবার বিপুল সংখ্যক আসন পেতে যাচ্ছে, তারা যতটা সহনশীলতার কথা বলছে, বাস্তবে তারা তার চেয়ে অনেক কম সহনশীলড়এমন আশঙ্কা প্রবল। অন্যদিকে, বিএনপির আগের শাসনামলগুলো চরম দুর্নীতি ও আরও নানা অনিয়মে কলুষিত ছিল। তবু দুই বছর আগে বাংলাদেশের করুণ অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে এবং অন্তর্বর্তী সরকার শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হতে পারেড়এমন বাস্তব আশঙ্কার কথা মনে রাখলে, দেশের অগ্রগতিকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছানো বাংলাদেশের অর্জনগুলো বড় এবং উদযাপনের যোগ্য।

সামনে চ্যালেঞ্জের পাহাড়

এই নির্বাচন বিপ্লবকে নিয়ে যাবে নতুন ও ঝুঁকিপূর্ণ একপর্যায়ে। প্রচলিত রাজনীতি ফিরে এলে বিদেশি বন্ধুদের সমর্থন কমে যেতে পারে। দুই দশক পর ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া রাজনীতিকেরা পুরোনো খারাপ অভ্যাসে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবেন। আর সংস্কারের প্রতি উদ্দীপনা ধরে রাখতে পারলেই কেবল বাংলাদেশ এগোতে পারবে। যেই জিতুক না কেন, কাজের তালিকা হবে দীর্ঘ।

সবচেয়ে জরুরি উদ্বেগের বিষয় হলো অর্থনীতি। নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু এখন বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। চলতি বছর বাংলাদেশ 'স্বল্পোন্নত দেশ'-এর তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটাবেড়যে তালিকাভুক্ত দেশগুলো বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা ও স্বল্পসুদে ঋণ পেয়ে থাকে।

শিল্পকারখানাগুলোকে আরও দক্ষ করতে হবে। সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে হবেড়যা বর্তমানে জিডিপির মাত্র সাত শতাংশ, যেখানে এশিয়াজুড়ে গড় প্রায় ২০ শতাংশ। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমাতে হবে এবং ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে রাখা দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লির সরকার যেভাবে শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিয়ে গেছে, তা নিয়ে বাংলাদেশিদের ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। ভারতীয় কর্মকর্তারা যখন ভুলভাবে বাংলাদেশকে হিন্দুবিদ্বেষে আক্রান্ত দেশ হিসেবে তুলে ধরেন, তখনো অসন্তোষ বাড়ে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারও ভারতকে খোঁচা দিতে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়েছে। পরবর্তী সরকারকে এই সম্পর্ক নতুন করে গুছিয়ে নিতে হবে।

সবশেষ কাজ হলো দেশের ভেতরে রাজনৈতিক নবায়ন। নির্বাচনের দিন এক গণভোটে সাংবিধানিক সংস্কার নিয়েও মতামত জানতে চাওয়া হবে। এর লক্ষ্য নতুন করে স্বৈরতন্ত্রের ঝুঁকি কমানো। নাগরিকদের এসব সংস্কারের পক্ষে থাকা উচিত এবং পরবর্তী সরকারের উচিত সেগুলো আইন হিসেবে কার্যকর করাড়যদিও এড়িয়ে যাওয়ার প্রলোভন থাকবে প্রবল।

একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে, সেই দলটির রাজনৈতিক পুনর্বাসনের পথও খুঁজতে হবে নতুন নেতৃত্বকে। যদিও বিষয়টি কঠিনড়কারণ শেখ হাসিনার ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টায় প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষের মৃত্যুর দায় দলটি এখনো স্বীকার করেনি। তবু নতুন বাংলাদেশকে ন্যায়বিচারের পাশাপাশি ক্ষমার ওপরও দাঁড় করাতে হবে।

বাংলাদেশিরা তাদের বিপ্লব নিয়ে গর্ব করতেই পারেনড়যে বিপ্লব বিশ্বের অন্য প্রান্তে 'জেন জি' আন্দোলনগুলোকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কিন্তু নতুন বাংলাদেশ গড়ার কঠিন কাজটি আসলে এখনই শুরু মাত্র।

ট্রাম্পকে গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার

৭ পৃষ্ঠার পর

দশক ধরে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দৃশ্যত, তারা দুজনে দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং রিপাবলিকান নেতা সেই আলোচনা শেষে পুরোপুরি আশ্বস্ত হন।

বোল্টনের মতে, এটি মূলত ট্রাম্পের কর্মপদ্ধতি। তিনি তার ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে শোনা তথ্যের বেশিরভাগই সত্য বলে ধরে নেন এবং খুব কমই নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন। গ্রিনল্যান্ডের এই ভাবনাটি কয়েক মাস ধরে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মীদের ব্যস্ত রেখেছিল। আট বছর পর, ট্রাম্প কেবল দ্বীপটি কেনার কথা ভাবছেন না, এমনকি এটি শক্তি প্রয়োগ করে দখল করার কথাও চিন্তা করছেন৬দ্য গার্ডিয়ান৬-এর মতে, ট্রাম্প যখন এই বিশাল বরফাচ্ছাদিত ভূখণ্ড নিয়ে তার হুমকি জোরদার করেছেন, তখন লডার ওই অঞ্চলে বাণিজ্যিক স্বার্থ অর্জন করেছেন। ব্যবসায়ী লডার প্রায় এক বছর আগে৬নিউ ইয়র্ক পোস্ট৬-এ একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন যা পড়ার মতো। সেখানে তিনি নিজেকে৬গ্রিনল্যান্ড বিশেষজ্ঞ৬ হিসেবে দাবি করেন এবং তিনটি পথের রূপরেখা তৈরি করেন যা তার মতে এই দ্বীপটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী সীমান্তে পরিণত করতে পারে। লডার বর্ণনা করেন, ২০২০ সালে যখন এই আইডিয়াটি প্রথম প্রস্তাব করা হয়েছিল, তখন এটি৬সর্বজনীন উপহাসের৬ শিকার হয়েছিল এবং কীভাবে৬আরও একবার৬সমালোচকরা ভুল প্রমাণিত হলেন। তিনি লিখেছিলেন, এটি ছিল সমালোচকদের৬সংকীর্ণ চিন্তাধারা৬। তিনি যুক্তি দেন, এই অঞ্চলের পাথুরে মাটির নিচে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অস্ত্রশস্ত্র এবং আধুনিক প্রযুক্তির জন্য অপরিহার্য বিরল খনিজ উপাদানের ভাণ্ডার রয়েছে; গ্রিনল্যান্ড ইতোমধ্যেই বড় পরাশক্তিগুলোর প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু এবং এটি এমন এক কৌশলগত অবস্থান প্রদান করে যা এখনও পুরোপুরি গড়ে তোলা হয়নি।

লডার হলেন কিংবদন্তি প্রসাধনী উদ্যোক্তা এস্টি লডার এবং জোসেফ লডারের পুত্র, যারা ১৯৪৬ সালে৬এস্টি লডার কোম্পানিজ৬ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পারিবারিক ব্যবসার মধ্যেই বড় হয়েছেন এবং গত বছর তার বড় ভাই লিওনার্ডের মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ উত্তরাধিকার সূত্রে পান, যদিও তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন না। ফোর্বসের মতে, তার ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার। লডার নিউ ইয়র্কের মর্যাদাপূর্ণ৬ব্রঙ্কস হাই স্কুল অফ সায়েন্স৬-এ পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়ার ৬ওয়ারটন স্কুল৬ থেকে ব্যবসায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় একটি সার্টিফিকেট অর্জন করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি জো ক্যারোল নফকে বিয়ে করেন, যাদের দুই কন্যা রয়েছে। তারা দুজনেই প্রসাধনি শিল্পের সাথে যুক্ত। তাদের একজন ডিজাইনার এবং অন্যজন পারিবারিক গ্রুপের বিভিন্ন উচ্চপদে রয়েছেন।

রোনাল্ড লডার ২০ বছর বয়সে কোম্পানিতে যোগ দেন এবং শুরুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ বিভাগের নেতৃত্ব দেন। কয়েক দশক ধরে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন এবং আশির দশকে৬ক্লিনিক ল্যাবরেটরিজ৬-এর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। কোম্পানিতে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় কাটানোর পর লডার গত বছর পরিচালনা পর্ষদ থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। তবে তিনি ক্লিনিক ল্যাবরেটরিজের চেয়ারম্যান হিসেবে যুক্ত আছেন এবং কর্পোরেট প্রশাসনে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, যার মধ্যে পরিচালনা পর্ষদের দুইজন সদস্য নিয়োগ দেওয়ার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত।

ইহুদি ধর্মাবলম্বী লডার কয়েক দশক ধরে রিপাবলিকান পার্টির একজন বিশিষ্ট দাতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ১৯৮৯ সালে তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। তিনি ধারাবাহিকভাবে ইজরায়েল-পন্থী অবস্থান সমর্থন করেছেন এবং বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাথে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

২০২০ সালে কোম্পানির ১০০-র বেশি কর্মচারী লডারকে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়ে গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও তার ভাতিজা উইলিয়াম পি. লডারকে একটি চিঠি লেখেন। স্বাক্ষরকারীরা তার রাজনৈতিক অনুদান এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোম্পানির বর্ণগত সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে তাঁকে পরিচালনা পর্ষদ থেকে অপসারণের দাবি তোলেন। ২০১৬ সাল থেকে লডার ট্রাম্প-পন্থী সংস্থাগুলোতে এক দশমিক ছয় মিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান দিয়েছেন। ২০১৮ সালে যখন প্রেসিডেন্টের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল, তখন তিনি প্রকাশ্যে তাকে৬অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন৬ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

তার প্রকাশ্য কর্মজীবনে স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালীন প্রখর কূটনৈতিক তৎপরতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৮৩ সালে রোনাল্ড রেগান তাকে ইউরোপীয় ও ন্যাটো বিষয়ক উপ-সহকারী প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে নিয়োগ দেন, যেখান থেকে তিনি পূর্ব-পশ্চিম সংঘাতের শেষ পর্যায়ে কৌশলগত নীতি প্রণয়নে অংশ নেন। এরপর তিনি অস্ট্রিয়ায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ১৯৯৮ সালে নেতানিয়াহু তাকে সিরিয়ার সাথে গোপন শান্তি আলোচনায় বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেন, যা সেই সময় আঞ্চলিক মধ্যস্থতায় মূল ভূমিকা পালন করেছিল।

২০১৭ সাল থেকে লডার৬ওয়ার্ল্ড জিউস কংগ্রেস৬-এর সভাপতিত্ব করছেন, যা ১০০-রও বেশি দেশের ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি ফেডারেশন। এই ক্ষমতায় তিনি আয়রন কার্টেনের পতনের পর পূর্ব ইউরোপে ইহুদি জীবন পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর রাজনৈতিক ও দাতব্য মূলধন বিনিয়োগ করেছেন। ১৯৮৭ সালে ৬রোনাল্ড এস লডার ফাউন্ডেশন৬ তৈরির মাধ্যমে তার জনহিতকর অঙ্গীকার আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। এছাড়াও তিনি আলঝেইমার রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন।

একজন প্রথম সারির শিল্প সংগ্রাহক হিসেবে তিনি মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং ২০০১ সালে নিউ ইয়র্কে ৬নুয়ে গ্যালারি৬ প্রতিষ্ঠা করেন। তার সংগ্রহে ইউরোপীয় বর্মের অন্যতম বৃহৎ ব্যক্তিগত সংগ্রহও রয়েছে, যার ৯৯টি তিনি ২০২০ সালে মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে দান করেন।

লডার একটি ব্যতিক্রমী উত্তরাধিকারকে বহুমুখী আগ্রহ এবং ক্ষমতার ক্যারিয়ারে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, তার এই সমস্ত পরিচয়ের মধ্যে তার এক বন্ধুর সাথে কথোপকথন শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ণায়ক বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কি না।

বাংলাদেশে নির্বাচন ঘিরে

৩৫ পৃষ্ঠার পর

অবান্তর অভিযোগ। আমরা যদি সংখ্যালঘুদের নিরুৎসাহিত করি, তাহলে জামায়াত কেন সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে প্রার্থী দিলো! এ সমস্ত পুরনো বয়ান। এবারের নির্বাচনে আমরা পলিসি সামিট দিয়েছি। দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে, সংখ্যালঘুদের অধিকার কী - সবকিছু পরিষ্কার করা হয়েছে। আমরা মনে করি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সংখ্যালঘুরা আমাদের প্রচুর ভোট দেবে।” এদিকে, নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিলে ‘জীবন স্বচ্ছল হবে’ এমন আশ্বাসও দেওয়া হচ্ছে প্রচারণার মাঠে। এই ধরনের আশ্বাসকেও ভোটার উপস্থিতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সংখ্যালঘু প্রার্থীদের চাপে ফেলবে বলে মনে করছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

এ প্রসঙ্গে পরিষদের নেতা নির্মল রোজারিও বলেন, ‘‘পত্রিকায় দেখেছি, জীবনমান পরিবর্তন করে দেবে, অর্থ দেবে - তাদের এমন আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। এটা যদি হয়, সেটা অনৈতিক কাজ। ভোটের বিনিময়ে কেন অর্থ দিতে হবে? এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। অর্থের বিনিময়ে যারা ভোট নিতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয় - দুরভিসন্ধিমূলক।”

জনগোষ্ঠীর নেতারা যা ভাবছেন

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতারাও জনগোষ্ঠীর ভোটে অংশগ্রহণ এবং ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কিত। কারণ, অতীতে নির্বাচনের আগে-পরে বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া যখন-তখন সংখ্যালঘুদের ‘আওয়ামী লীগ’ কিংবা ‘ভারতীয়’ ট্যাগ দেওয়া হয়- এটাও ভয়ের কারণ।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নির্মল রোজারিও ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘অতীতের অভিজ্ঞতায় অনেক সময় দেখা গেছে, ভোটের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নিপীড়িত-নিষ্পেষিত হয়েছে। এর ফলে তাদের মনের মধ্যে ভয় ও সঙ্কোচ কাজ করে। সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে, কিংবা নির্বাচনকে সফল করার জন্য যেসব সংস্থা কাজ করছে, তাদের এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।”

নির্মল রোজারিও আরো বলেন, ‘‘সংখ্যালঘুরা কোনো বিশেষ দলকে ভোট দেয় না। সংখ্যালঘুরা মুক্তিযুদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িকতার চেতনায় বিশ্বাস করে। যারা ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী, তাদের মূলত ভোট দিতে চায় সংখ্যালঘুরা। একটা সম্প্রীতিপূর্ণ দেশ হবে, একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে- যেখানে সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার পাবে- এই প্রত্যাশা আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করে বরাবরই।”

প্রশাসন যা বলছে

দেশে চলমান সহিংসতার ঘটনার সবগুলোকে নির্বাচনকেন্দ্রিক বা সংখালঘু-নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করতে নারাজ প্রশাসন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়টিতে যথেষ্ট নজরদারি রয়েছে বলে দাবি তাদের। এছাড়া ভোটের মাঠ সব প্রার্থীর জন্য সমান রয়েছে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রার্থী ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে বলে পুলিশের দাবি। বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি (অপরাধ ও অপারেশন) খন্দকার রফিকুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘যদি ভোটের ক্ষেত্রে কোথাও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়, সেক্ষত্রে পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত রয়েছে। যে জায়গাগুলোতে হিন্দু বা অন্য জনগোষ্ঠী রয়েছে, ঝুঁকি আছে - সেসব এলাকায় পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছি। ভোটারদের আস্বস্ত করা যে, এই ভীতিকর পরিবেশ থাকবে না, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারবে।”

নরসিংদী ও ভালুকায় সংখ্যালঘু তরুণকে পুড়িয়ে মারা কিংবা রাউজানে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে আগুন দেওয়ার সাম্প্রতিক এবং বহুল আলোচিত ঘটনা প্রসঙ্গে খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘‘এগুলো কিন্তু নির্বাচনকেন্দ্রিক ঘটনা নয়। নির্বাচনের সঙ্গে সংশিষ্ট নয়। এগুলোর জন্য মামলা হয়, আসামি ধরা পড়ে। তবে এ সময় এই ধরনের ঘটনা ঘটলে স্পর্শকাতরতা বাড়ে - আমরাও বুঝি। এ জন্য পুলিশকে বলেছি তৎপর থাকতে। তাদের একটু আস্বস্ত করা, এরকম কিছু ঘটতে পারে - এ বিষয়ে সজাগ থাকতে। এ ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে। যারা ঝামেলা করতে চায়, তাদের একটু অস্বস্তিতে রাখতে হবে।” তিনি আরো বলেন,‘‘প্রতিটি এলাকার এসপিকে নির্বাচনের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বা কেন্দ্র নির্ধারণ করতে বলেছি। কোন এলাকায় কী ধরনের ঝুঁকি, তা নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী তারা টহলের ব্যবস্থা করবে।”

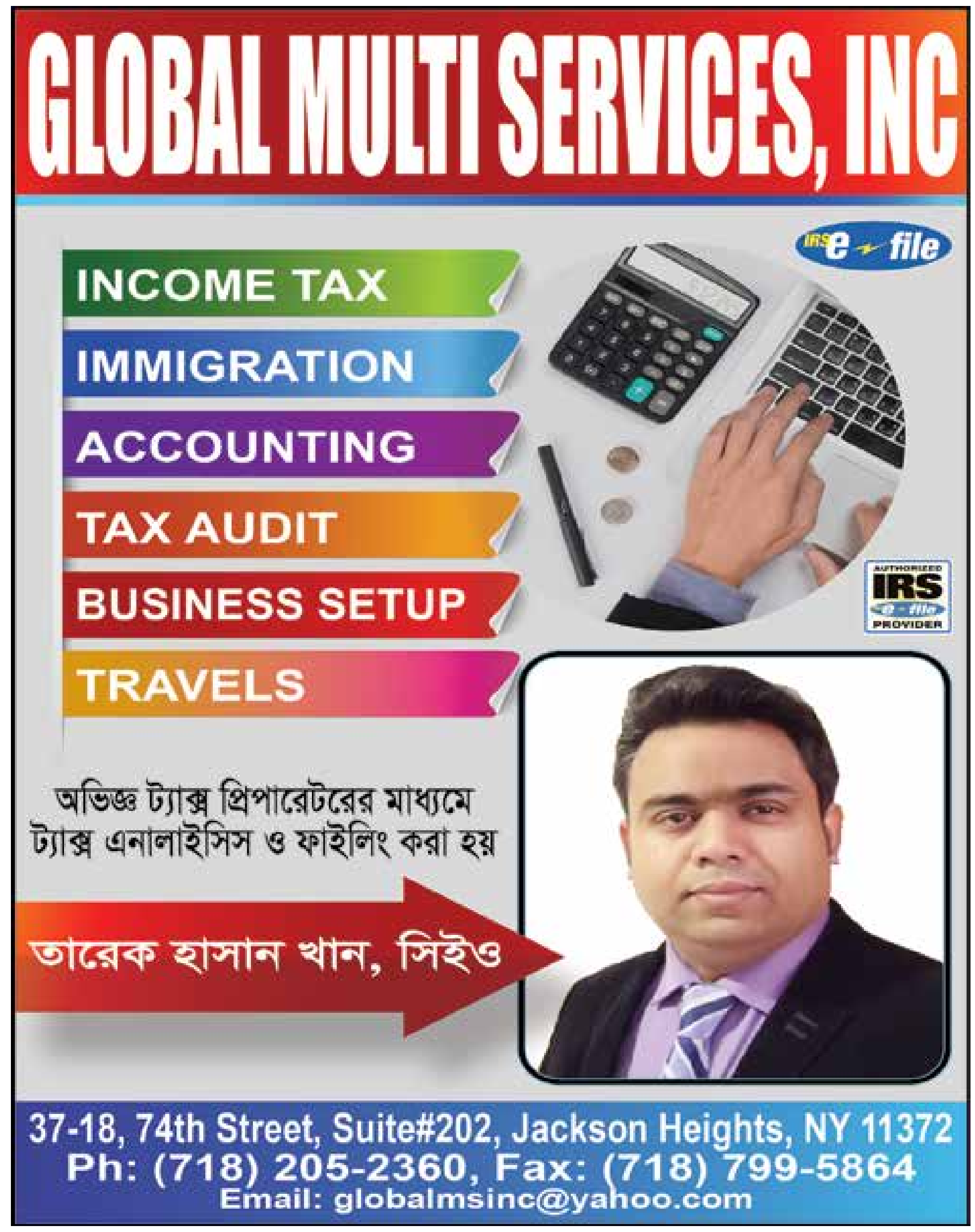

বাংলাদেশে নির্বাচন ঘিরে সংখ্যালঘু

৮ পৃষ্ঠার পর

জন স্বতন্ত্র। বাকিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৭ জন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। এছাড়া বিএনপির ছয়জন, জাতীয় পার্টির চারজন, জামায়াতের একজন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র একজন সংখ্যালঘু প্রার্থী রয়েছে।

দেখা গেছে বিএনপি এবং জামায়াতের সংখ্যালঘু প্রার্থীরা নিরাপত্তা নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন নন। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনার কারণে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভোটার উপস্থিতির হার কেমন হবে সে বিষয়ে তারা চিন্তিত। জাতীয় পার্টি, বাম দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকে নিজেদের ও সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তায় ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে এমন মত প্রকাশ করেছেন। নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়ে সরকার, নির্বাচন কমিশন, কিংবা পুলিশের দিক থেকে তৎপরতা কম বলে মনে করেন তারা। নানা সময় অভিযোগ জানিয়েও সদুত্তর পাননি বলেও অভিযোগ তাদের।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলন করে সংখ্যালঘু প্রার্থী এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের উদ্বেগ ও শঙ্কার বিষয়টি তুলে ধরেছে। চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে এমন শঙ্কার উল্লেখ করে পরিষদ জানায়, জানুয়ারি মাসের ২৭ দিনে বাংলাদেশে ৪২টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে হত্যার ঘটনা ১১টি। ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পরিবেশ এবং প্রার্থীদের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে।

সংখ্যালঘু প্রার্থীদের যত উদ্বেগ

সংখ্যালঘু প্রার্থীদের অনেকেই মনে করেন ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই পরিস্থিতি জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে । বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ছয়জন এবং বাসদ (মার্ক্সবাদী) সাতজন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছে। বরিশাল-৫ আসনে বাসদের প্রার্থী, চিকিৎসক মনীষা চক্রবর্তী মনে করছেন প্রার্থী এবং সংখ্যালঘু ভোটার উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। মনীষা চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''শুধু সংখ্যালঘু ভোটার নয়, প্রার্থীরাও নিরাপদ নেই। প্রার্থী ওসমান হাদীকে হত্যা করে খুনি সীমান্ত পার হয়ে গেছে। সেটার বিচার হয়নি। সে তো সংখ্যালঘু ছিল না। এখানে সংখ্যালঘু-গুরু নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার হয়নি পুরোপুরি। এটাই প্রধান সমস্যা। সকলের নিরাপত্তা দেওয়া জরুরি। একইসঙ্গে ওসমান হাদী হত্যার বিচার হয়নি। দীপু দাসকে কীভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে! সে বিচারও হয়নি।''

তিনি আরো বলেন, ''সংখ্যালঘুদের মধ্যে মব সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তারা যে সংখ্যালঘু - এই পরিচয় জানলে তাদের কোনো মবের শিকার হতে হয় কিনা, যেভাবে অহরহ মানুষকে 'ভারতের দালাল' আখ্যা দেওয়া হয়। এগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এগুলো আমরা প্রশাসনে বারবার বলেছি। বলেছি, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য, এসব ক্ষেত্রে তাদের তদারকি বাড়ানোর জন্য।''

রাজধানী ঢাকায় থেকেও একই রকম শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী বহ্নি বেপারী। ঢাকা-১০ আসন-এর প্রার্থী তিনি। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েও ফল পাননি বলে দাবি তার। বহ্নি বেপারী বলেন, ''সংখ্যালঘু ভোটারেরা আমার কাছে জানতে চেয়েছে, তারা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারবে কিনা- আমি সেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারি কিনা। আমি নিজেই তো আসলে এলাকায় নিরাপদে ঘুরতে পারবো সেরকম অনুভব করি না। যদিও প্রশাসন বলছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রশাসন তো প্রশাসনের জায়গায় বসে থাকে। ''

বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক গোপালগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী। এই আসনটি থেকে নির্বাচিত হতেন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সেই আসনের প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিকও 'নির্বাচনের মাঠ' সবার জন্য সমান অনুকূল নয় বলে অভিযোগ করলেন। বড় দলগুলো তার সমর্থকদের হুমকি-ধামকি দেয় বলেও অভিযোগ তার।

গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''এখানে ৫ আগস্টের পর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীও চাঁদাবাজির শিকার হয়েছেন। প্রকাশ্যে অনেকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারছে না। আমাদের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণা চালাতে গেলে বড় রাজনৈতিক দলের কর্মীরা হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। এই অবস্থায় প্রচার প্রচারণা চালানো কঠিন।''

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। সেখানেও সংখ্যালঘুরা ভোট নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন বলে একাধিক প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। খাগড়াছড়ি আসনে বিএনপির প্রার্থী আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। এই আসনে মোট প্রার্থী ১১ জন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন সমীরণ দেওয়ান এবং ধর্মজ্যোতি চাকমা।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ধর্মজ্যোতি চাকমা ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমি নিজের ভয় দূর করে দিয়েছি। সংখ্যালঘুদের ভয়-ভীতি দূর করার জন্যই আমি প্রচারে নেমেছি। আমি নির্বাচনে থাকলে সংখ্যালঘুরা ভোট দিতে যাবেন।''

শঙ্কাহীন বিএনপি, জামায়াতের প্রার্থী

স্বতন্ত্র ও ছোট দলের প্রার্থীদের মতো বিএনপি ও জামায়াতের সংখ্যালঘু নেতারা নির্বাচনের মাঠকে এতটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন না। নিজেদের নিরাপত্তার শঙ্কাও নেই বলে জানিয়েছেন তারা। তবে সংখ্যালঘু ভোটারদের মনে ভয় থাকার বিষয়টি তারাও স্বীকার করেছেন।

বিএনপির সংখ্যালঘু ছয় প্রার্থীর মধ্যে দুজন কেন্দ্রীয় নেতা। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ঢাকা-৩ এবং দলের ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী প্রার্থী হয়েছেন মাগুরা-২ থেকে।

সংখ্যালঘু প্রার্থী ও ভোটারদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে নিতাই রায় চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেনি তা বলবো না। তবে ব্যাপক কিছু হয়নি। দীপু দাসকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাটা বেশি মর্মান্তিক হয়েছে। যেসব ঘটনা ঘটছে, সেসবে তো বিএনপি জড়িত নয়। আমরা বরং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ৫ আগস্টের পর থেকে আমরা সবসময় তাদের পাশে ছিলাম, আছি, যাতে তাদের মধ্যে কোনো ভয়-ভীতি না থাকে।''

নিতাই রায় চৌধুরীর আশা, সারা দেশে সংখ্যালঘুরা ধানের শীষে ভোট দেবে। তিনি মনে করেন, সংখ্যালঘুরা ভোটকেন্দ্রে যাবে, ''একটাই কারণে- তাদের রিয়েলাইজেশন হচ্ছে আমরা এখানকার নাগরিক, আমরা এখানে বসবাস করি। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। কৃষক- শ্রমিকেরা মাঠে কাজ করে। সর্বস্তরের মানুষ মনে করে, ভোট না দিলে বরং নিজেদের কোণঠাসা করে ফেলা হবে।''

জামায়াতে ইসলামীর একমাত্র সংখ্যালঘু প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী। তিনি খুলনা-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় নির্বাচন করছেন। এই আসনে মোট আটজন সংখ্যালঘু প্রার্থী। কৃষ্ণ নন্দী নিজের নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি দেখছেন না। জামায়াতের হিন্দু শাখার ডুমুরিয়া উপজেলার সভাপতি কৃষ্ণ নন্দী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমার নিরাপত্তার কোনো অভাব নেই। কোনো হুমকিও পাইনি। নির্বাচনি পরিবেশও ভালো। সংখ্যালঘুদের আমি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেবো। তারা আমার বুকের মধ্যে থাকবে। যে জিতুক যে হারুক সবসময় তাদের নিরাপত্তা দেবো।''

সংখ্যালঘু নিপীড়নে জামায়াতের অতীতের ভূমিকা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ''কোনো ব্যাপার না। একাত্তর আর ছাব্বিশ সাল এক না।''

জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে প্রর্থীরা ভোট চাইছেন। কেন্দ্রে কারা কতটা মন থেকে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করছেন তা বোঝার চেষ্টা করছেন সংখ্যালঘুরা। কারণ, কিছু কিছু প্রার্থীর ভোট চাওয়ার ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া জামায়াতের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে নিরুৎসাহিত করার অভিযোগও তুলছেন কোনো কোনো প্রার্থী।

ঢাকা-১০ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী বহ্নি বেপারী বলেন, ''একেবারেই আশা করতে পারছি না যে, শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘু ভোটারেরা কেন্দ্রে যেতে পারবে। সেটা শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও। অনেক জায়গায় সংখ্যালঘুরা বলছে, তারা ভোট দিতে যাবে না। এমনকি জামায়াতের একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি আছে যে, যদি ভোট দিতে না যায় তাহলে সংখ্যালঘুরা নিরাপদে থাকবে। নিরাপত্তা জামায়াত দেখবে। যদি ভোট দিতে যায়, তাহলে নিরাপত্তা দেখতে পারবে না।''

গোপালগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী, হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক অভিযোগ করেছেন, বড় দলগুলোর পক্ষ থেকে তার সংখ্যালঘু সমর্থকদের দেশে থাকতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেয়া হচ্ছে।- প্রণব বল, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের প্রতিনিধি

এ অভিযোগ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মো. শাহজাহান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''এটা একেবারেই

ছাঁটাই নিয়ে ক্ষোভের মুখে

৭ পৃষ্ঠার পর

মধ্য দিয়ে গেলেও দুই বছরের মেয়াদে উইল লুইসের ব্যবস্থাপনা গ্রাহক ও সংবাদকর্মীড়উভয় পক্ষেই ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় তাঁর নেওয়া পদক্ষেপগুলো নিয়ে ছিল বিতর্ক।

ওয়াশিংটন পোস্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্রিটিশ নাগরিক লুইসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন জেফ ডি'ওনোফ্রিও। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টাম্বলারের সাবেক সিইও এবং গত বছর চিফ ফিন্যান্সিয়াল কর্মকর্তা হিসেবে ওয়াশিংটন পোস্টে যোগ দেন। ডি'ওনোফ্রিওর নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সহকর্মীদের পাঠানো এক ইমেইলে লুইস বলেছেন, 'আমার জন্য সরে দাঁড়ানোর এটাই উপযুক্ত সময়।' ইমেইলটি ওয়াশিংটন পোস্টের এক সাংবাদিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন।

গত মঙ্গলবার ওয়াশিংটন পোস্টে বড় ধরনের ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে কয়েক শ সাংবাদিক চাকরি হারান। এর মধ্যে স্থানীয় ও ক্রীড়া বিভাগ এবং বৈদেশিক শাখার অধিকাংশ কর্মী রয়েছেন।

ওয়াশিংটন পোস্ট ছাঁটাই করা কর্মীর সঠিক সংখ্যা প্রকাশ না করলেও নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৮০০ সাংবাদিকের মধ্যে প্রায় ৩০০ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালীন ইউক্রেনের কিয়েভভিত্তিক প্রতিনিধি ও মধ্যপ্রাচ্য ব্যুরোর পুরো দলকেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া খেলাধুলা, গ্রাফিকস ও স্থানীয় সংবাদ বিভাগগুলো ছোট করে আনা হয়েছে। স্থগিত করা হয়েছে সংবাদপত্রটির নিয়মিত পডকাস্ট 'পোস্ট রিপোর্টস'।

এই ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে সংবাদপত্রটির সদর দপ্তরের সামনে শত শত মানুষ বিক্ষোভ করেন।

সম্পাদকীয়তে হস্তক্ষেপ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বিজ্ঞাপন ও গ্রাহকসংখ্যা কমে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলো বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। ছাপা কাগজের বিজ্ঞাপনী আয়ের সেই সোনালি দিনের তুলনায় বর্তমানে আয় এখন খুবই নগণ্য।

তবে নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতো জাতীয় দৈনিকগুলো এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে আর্থিকভাবে শক্ত অবস্থানে ফিরতে পেরেছে। কিন্তু পেছনে একজন ধনকুবের মালিক থাকা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন পোস্ট তা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের হোয়াইট হাউস ব্যুরোর প্রধান ম্যাট ভাইজারের শেয়ার করা এক বার্তায় লুইস কর্মীদের বলেন, 'ওয়াশিংটন পোস্টের টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এবং আগামী দীর্ঘ সময় মানসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ অব্যাহত রাখতেই আমার মেয়াদে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।'

তবে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী বেজোস ও লুইসের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রক্রিয়ায় সরাসরি হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে বেজোস পত্রিকাটির উদারপন্থী সম্পাদকীয় বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করেন ও ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের প্রতি আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানানো বন্ধ করে দেন।

এ ঘটনাকে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় স্বাধীনতার রক্ষাকবচের লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হচ্ছে। তা ছাড়া এটিকে (তৎকালীন) রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ও বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে নতিস্বীকার হিসেবেই দেখা হয়।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের গত মাসের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমলা হ্যারিসকে সমর্থন না দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর ২ লাখ ৫০ হাজার ডিজিটাল গ্রাহক ওয়াশিংটন পোস্টের সাবস্ক্রিপশন বাতিল করেছেন। এ ছাড়া বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক আয় কমে যাওয়ায় ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১০ কোটি ডলার লোকসান করেছে।

২০২১ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মার্টি ব্যারন বলেন, এই গণছাঁটাইয়ের ঘটনাটি 'বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকার দিনগুলোর একটি।'

ট্রাম্পের 'শান্তি পর্ষদে' যোগ দেবে না

৭ পৃষ্ঠার পর

তাঁর দেশ সব সময়ই প্রস্তুত থাকবে।

ট্রাম্পের শান্তি পর্ষদে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া ইউরোপীয় দেশগুলোর তালিকায় ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও স্পেনের পর নাম যুক্ত করল ইতালি। গত বছর যুদ্ধোত্তর গাজার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালনা পর্ষদ হিসেবে এটির অনুমোদন দিয়েছিল জাতিসংঘ।

গত জানুয়ারিতে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ৫৬তম বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বৈঠকের ফাঁকে এ পর্ষদ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয়। ট্রাম্প ছাড়াও এখন পর্যন্ত আরও ১৯ দেশের নেতারা শান্তি পর্ষদের সনদে সই করেছেন।

শান্তি পর্ষদের চেয়ারম্যান ট্রাম্পের সঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সুসম্পর্ক রয়েছে। এরপরও ইতালির পক্ষ থেকে এমন এক সময়ে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হলো, যখন বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নতুন এ উদ্যোগ জাতিসংঘকে ছাপিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে কি না, সেটা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আগ্রাসী অবস্থান নেওয়ার সময়ই গত মাসে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বৈশ্বিক মধ্যস্থতার এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সংবিধানের ১১ নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করে ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে 'সমতার শর্ত না থাকলে' ইতালি কোনো সংগঠনে যোগ দিতে পারে না।

এই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, শান্তি পর্ষদের সনদে ট্রাম্পকে ভেটোক্ষমতাসম্পন্ন চেয়ারম্যান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেকোনো বিষয়ে ট্রাম্পের দেওয়া ব্যাখ্যার জন্য তাঁর হাতেই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রাখা হয়েছে। এ ধরনের কাঠামোর অধীন সমতার শর্ত পূরণ হবে না।

ইতালির মিলানে গত শুক্রবার শীতকালীন অলিম্পিকের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে 'খুবই ইতিবাচক' বৈঠকের কথা জানান ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, গাজায় পুলিশদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে সেখানে নিজস্ব ভূমিকা রাখতে ইতালি প্রস্তুত থাকবে।

এদিকে হোয়াইট হাউস শান্তি পর্ষদের নেতাদের মধ্যে প্রথম বৈঠক আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্ষদের প্রথম বৈঠকটি ওয়াশিংটনে হতে পারে।

এর আগে ১৮ ফেব্রুয়ারি হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বৈঠক হওয়ার কথা আছে। অর্থাৎ, শান্তি পর্ষদের বৈঠকের এক দিন আগে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর বৈঠক হওয়ার কথা।

ট্রাম্পের মিত্র ও হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান গতকাল বলেন, 'সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে' তিনি শান্তি পর্ষদের প্রথম বৈঠকে অংশ নিতে ওয়াশিংটন সফর করবেন।

সুইজারল্যান্ডের দাভোসে গত মাসে শান্তি পর্ষদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদেশগুলো (হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়া ছাড়া) উপস্থিত ছিল না। যদিও ট্রাম্প প্রায় ৬০টি দেশকে পর্ষদে যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

শান্তি পর্ষদের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যানুযায়ী, গাজায় যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারী কাতার, মিসরসহ ২৬টি দেশ এতে যোগ দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে

৫ পৃষ্ঠার পর

২০ শতাংশের চেয়েও কম পেতাম। দুঃখজনকভাবে আমরা ওখানে বিব্রত হয়েছি। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখান থেকে চুক্তির শর্তাবলী সারা দুনিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে।'

তিনি বলেন‘আগামী ৯ তারিখে (ফেব্রুয়ারি) যে চুক্তি হবে, আমরা চেষ্টা করছিলাম শুল্ক আরও কত কমানো যায়। কতটুকু কমবে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না বা চাচ্ছি না। আমরা আলোচনার ভিত্তিতে দেখবো। আমরা ওভারঅল শুল্ক কমানোর চিন্তা করছি তা নয়, আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে যে মূল পণ্য গার্মেন্টস- এই জায়গায় যেন আমাদের শুল্ক শূন্য হয়। আমরা সেই প্রচেষ্টায় এখনো রত রয়েছি’

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন‘যুক্তরাষ্ট্রে এক লাখ কোটি টাকার রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে। এটা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগাতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি’

ইরানের কাছ থেকে তেল কিনলে

৭ পৃষ্ঠার পর

নির্দিষ্ট করা হয়নি, তবে উদাহরণ হিসেবে ২৫ শতাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "যেসব দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইরান থেকে কোনো পণ্য বা পরিষেবা ক্রয়, আমদানি বা অন্যভাবে অর্জন করে", তাদের থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের উপর এই শুল্ক প্রযোজ্য হতে পারে।

ট্রাম্প সরাসরি আদেশের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে শুক্রবার রাতে এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে বক্তব্য দেওয়ার সময় ইরানের জন্য 'কোনও পারমাণবিক অস্ত্র নয়' পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

উভয় পক্ষের কয়েক সপ্তাহের হুমকির পর শুক্রবার ওমানে মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকার সময় এটি এসেছে। দুই দেশের কর্মকর্তারাই জানিয়েছেন, পারমাণবিক আলোচনা ভাল হয়েছে এবং এটি অব্যাহত থাকবে। এছাড়া উভয় পক্ষই পশ্চিমাদের সাথে তেহরানের দীর্ঘস্থায়ী পারমাণবিক বিরোধ নিয়ে কূটনীতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়েছে।

শিশুদের দৈনন্দিন কাজ শেখানোর

৪৮ পৃষ্ঠার পর

বরং আগের চেয়ে আরও বেশি অপরিষ্কার হয়ে যায়।

এই কাজ যদি শিক্ষকদের দিয়ে করানো হতো, তাহলে দেখা যেত ঘর একদম ঝকঝকে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য শুধু একটি পরিষ্কার ক্লাসরুম নয়। আমরা শিশুদের দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস ও কাজ করার সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করতে চাই। এভাবে শিশুদের কাজের সুযোগ দেওয়ায় দেখা গেল তিন-চার মাসের মধ্যেই তাদের ঝাড়ু দেওয়ার দক্ষতা আগের চেয়ে বেশ উন্নত হয়েছে। কিছুদিন পর দেখা গেল, তারা কোনো রকম নির্দেশনা ছাড়াই নিজে থেকে পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে শুরু করেছে।

মন্টেসরি স্কুলের ক্লাসরুমে বছরের পর বছর কাজ করার পর আমি ভেবেছিলাম, একইভাবে আমার পরিবারেও দায়িত্ব নেওয়ার একটি সংস্কৃতি আপনা-আপনিই গড়ে উঠবে। কিছু ভুল না করলে হয়তো সেটাই হতো।

আমার বড় মেয়ে যখন ছোট, তখন ও একবার কেক বানানোর জন্য বাটিতে থাকা বাটার নেড়েচেড়ে দেখছিল। আমি ওর হাত থেকে চামচটি কেড়ে নিয়েছিলাম। আরেকবার আমার ছেলে একা একা একটি প্যান্ট ভাঁজ করতে চাচ্ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ প্যান্টটি নিয়ে আরও সুন্দরভাবে ভাঁজ করে দিয়েছিলাম। এ ধরনের আরও অনেক ছোট ছোট ঘটনার পর আমি লক্ষ্য করলাম, আমার সন্তানদের মধ্যে অন্যকে সাহায্য করার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। গবেষকেরাও আমাকে জানালেন, এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের সমাজে ঘরের বেশিরভাগ কাজ এখনো মা-বাবাকেই করতে হয়। ২০০৯ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ওপর করা এক গবেষণায় দেখা যায়, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুরা ঘরের কাজের মাত্র ৩ শতাংশেরও কম করে থাকে।

নিউ ইয়র্ক সিটির নতুন নিয়ম

৪৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়ম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে এটি মানুষের জন্য আশ্রয় খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন করে তুলবে।

এই নিয়ম পরিবর্তনটি সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস শুরু করেছিলেন এবং এটি ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। এই নিয়ম অনুযায়ী, শহরের সমাজকর্মীদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে একজন ব্যক্তি অন্তত ছয় মাস ধরে রাস্তায় বসবাস করছেন বা আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন, তবেই তিনি “লো-ব্যারিয়ার ট্রানজিশনাল হাউজিং সাইটচ-এ একটি বিছানার জন্য যোগ্য হবেন, যার মধ্যে স্টেবিলাইজেশন বেড এবং সেফ হ্যাভেন অন্তর্ভুক্ত।

সিটির গৃহহীন পরিষেবা বিভাগ যুক্তি দিয়েছে যে সীমিত সংখ্যক বিছানার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী গৃহহীন মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তাদের এই নতুন বিধিনিষেধের প্রয়োজন, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে এটি এমন আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর জন্য বাধা তৈরি করবে যা বিশেষভাবে দুর্বল মানুষদের সহজে প্রবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

সিটি হাউজিং ওয়ার্কসের একজন নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ভার্জিনিয়া শুবার্ট বলেন, "আমরা এই বিষয়টি স্বীকার করি যে সেফ হ্যাভেন এবং স্টেবিলাইজেশন বেডের সংখ্যা সীমিত। কিন্তু এর সমাধান নতুন করে প্রবেশের বাধা তৈরি করা নয়।" গৃহহীন পরিষেবা বিভাগের একজন মুখপাত্র মন্তব্যের জন্য সিটি হলের কাছে বিষয়টি পাঠান।

মেয়র মামদানির একজন মুখপাত্র ম্যাট রাউশেনবাখ বলেন, "আমাদের প্রশাসন এখনও এই বিষয়ে পূর্ববর্তী প্রশাসনের নিয়মটি পর্যালোচনা করছে।"

বাংলাদেশের হিন্দুরা লড়াইয়ের

৪৮ পৃষ্ঠার পর

তিনি এ কথা বলেছেন। মোহন ভাগবত বলেন, "বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ হিন্দু রয়েছে। যদি তারা সেখানে থেকে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সারা বিশ্বের সমস্ত হিন্দুরা তাদের সাহায্য করবে।"

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর দাবি, শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারত যেসব দাবি করছে তা বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন নয়। বরং কিছু ঘটনা বেছে নিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যাতে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলা যায়।

ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা নিয়েও পরোক্ষ মন্তব্য করেন আরএসএস প্রধান। তার ভাষ্য অতীতে সরকারগুলো ভারতের জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি মোকাবিলায় যথেষ্ট পদক্ষেপ করেনি। তিনি এই পরিবর্তনের নেপথ্যে জন্মহার এবং অবৈধ অভিবাসনকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। ভাগবত বলেন, "আগের সরকার জনসংখ্যার পরিবর্তন নিয়ে যথেষ্ট কাজ করেনি। জন্মহার এবং অবৈধ অভিবাসন এর কারণ। এখন যেহেতু সরকার কাজ শুরু করেছে, তাই তারা সফল হবে।"

ভারতকে আর দুর্বল করা যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, "ভারতকে এখন আর ভাঙা যাবে না। যারা ভারতকে ভাঙার চেষ্টা করবে, তারাই ভেঙে যাবে।"

যুক্তরাষ্ট্রে চালক কর্তৃক নারী যাত্রীকে

৪৮ পৃষ্ঠার পর

জুরি বোর্ড মামলার অন্যান্য অভিযোগ, যেমন উবার অবহেলা করেছে বা তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিলড়তা খারিজ করে দিয়েছে।

মামলার বাদী জেলিন ডিন অভিযোগ করেন, ২০২৩ সালে একটি হোটেলে যাওয়ার পথে উবার গাড়িতে তিনি যৌন নির্যাতনের শিকার হন। তিনি দাবি করেন, উবার তাদের চালকদের দ্বারা সংঘটিত যৌন হয়রানির ঘটনা সম্পর্কে জানত, কিন্তু নিরাপত্তা উন্নয়নে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।

জুরি বোর্ড 'অ্যাপারেন্ট এজেন্সি ডকট্রিন'-এর আওতায় কোম্পানিকে দায়ী করেছে। এর মানে হলো, চালক কোম্পানির হয়ে কাজ করার সময় তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দায়ভার উবারের ওপরও বর্তায়। এর ভিত্তিতে ৮৫ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়। তবে ১৪ কোটি ৪০ লাখ ডলারের শাস্তিমূলক জরিমানার দাবি জুরি বোর্ড গ্রহণ করেনি।

বাদীপক্ষের আইনজীবী সারা লন্ডন বলেন, এই রায় হাজার হাজার ভুক্তভোগীর সাহসিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ন্যায়বিচার শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে চলমান মামলাগুলোর ফলাফল এবং ভবিষ্যতে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর সংস্কারের ওপর।

উবারের বিরুদ্ধে প্রায় ২ হাজার ৫০০টি ফেডারেল মামলা রয়েছে। ডিনের মামলাটি ২০টি 'বেলওয়েদার' বা পরীক্ষামূলক মামলার মধ্যে অন্যতম ছিল, যা পরবর্তী মামলাগুলোর জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডিনের আরেক আইনজীবী আলেকজান্দ্রা ওয়ালশ আদালতে বলেন, রাতের বেলায় একা ভ্রমণকারী নারীদের জন্য উবার নিজেকে নিরাপদ পরিবহন হিসেবে প্রচার করেছিল।

তিনি বলেন, 'নারীরা জানে পৃথিবীটা কতটা বিপজ্জনক। আমরা যৌন নিপীড়নের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু তারা আমাদের বিশ্বাস করিয়েছে যে, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে এসব ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।'

তবে উবার যুক্তি দিয়েছিল যে, তাদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী চালকদের অপরাধমূলক কাজের জন্য কোম্পানিকে দায়ী করা উচিত নয়, কারণ তারা স্বাধীন ঠিকাদার এবং তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হয়। উবারের এক মুখপাত্র বলেন, জুরি উবারের অবহেলা বা নিরাপত্তা ত্রুটির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শাস্তিমূলক জরিমানা আরোপ করেনি। এটি প্রমাণ করে যে উবার দায়িত্বশীল আচরণ করেছে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করেছে।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

শক্তিশালী জামায়াত: কী ভাবছে অভ্যুত্থানের তরুণ

৮ পৃষ্ঠার পর

দেয়ায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। অনেকেই মনে করছেন, আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি এবং এনসিপির সমর্থন জামায়াতকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বোচ্চ সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

এ নিয়ে কী ভাবছেন অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ- ডাকসুর সহ-সভাপতি এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক সাদিক কায়েম মনে করেন, দেশজুড়ে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে একটি নীরব বিপ্লব হয়ে গেছে। সাদিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের যে অবস্থান, সেটার দায় ছাত্রশিবির কেন নিচ্ছে? উত্তরে ডিডাব্লিউকে সাদিক বলেন, ‘‘এ জায়গায় আমরা আমাদের অবস্থান বারবার পরিষ্কার করেছি। ইসলামী ছাত্রশিবির বারবারই বলছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতার প্রশ্নে আমরা আপসহীন”

তিনি মনে করেন, এই প্রশ্নগুলো বারবার তোলা হয় ‘আমরা বনাম তারা’ বয়ান তৈরির জন্য। তিনি বলেন, ‘‘১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য আমিরে জামায়াত যারা ছিলেন, তারা বারবারই পাবলিকলি অ্যাপলজি করেছেন। এটা তাদের পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড ছিল, সেটা তারা স্বীকারও করেন। এই অ্যাপোলজিগুলোকে আমাদের অ্যাপ্রিশিয়েট করা দরকার” জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ভোটের জন্য ধর্মকে কাজে লাগানোর অভিযোগ তুলেছেন। জামায়াতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করা ও যুদ্ধাপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে ধরে ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, ‘‘এখন তারা (জামায়াত) বলছে, অনেক তো নৌকা দেখলেন, ধানের শীষ দেখলেন, লাঙল দেখলেন, এবার দাঁড়িপাল্লা দেখেন। তাহলে অটোম্যাটিক্যালিই তো এই প্রশ্ন আসে, আপনাদের তো দেখা হয়েছে ৭১ সালে” একই ধরনের কথা বলেছেন ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আব্দুল কাদেরও। জামায়াতের সঙ্গে জোট করে এনসিপি ‘জনগণের সঙ্গে প্রতারণা’ করেছে বলে মনে করেন কাদের। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, ‘‘আপনারা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিলেন। কিন্তু তার বদলে আপনারা পুরাতন বন্দোবস্তের দিকে ঝুঁকে গেলেন। এখন আপনারা জামায়াতের সঙ্গে গিয়েছেন, পারলে হয়তো বিএনপির সঙ্গেও যেতেন। এটা কি প্রতারণা না? তিনি বলেন, ‘‘জামায়াতকে আমরা ১৯৭১ সালেই দেখে এসেছি। এখন তারা বিএনপির দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে আনে। কিন্তু তারাও বিএনপির সঙ্গে জোট সরকারে ছিল, তাদের দুইজন মন্ত্রী ছিল, তখন তারা দুর্নীতির কথা বলে পদত্যাগ করে নাই কেন? এনসিপি রাজনৈতিক ঐক্য তৈরির দিকে কোনো মনোযোগ দেয়নি বলে মনে করেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা। বরং জামায়াতকে সচিবালয়সহ নানা জায়গায় ক্ষমতায়ন করা হয়েছে বলে মনে করেন উমামা। ডিডাব্লিউকে বলেন, ‘‘সেপ্টেম্বরের দিকে (২০২৪ সালের) বিভিন্ন সচিবালয়ের পোস্টিংয়ে, জামায়াতের লিংকের লোকজনকে বিভিন্ন জায়গায় পদায়ন করা হয়েছে। এক ধরনের সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছিল, যেকোনো ফাইল পাস হতে হলে সেই সিন্ডিকেট পাস হয়েই যেতে হয়। আর সেই সিন্ডিকেট পাস হতে পারে কেবল জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা”

উমামা বলেন, ‘‘ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যেও যারা জামায়াতের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ট, তারাই এখানে বেশি সুযোগ পেয়েছে”

জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটের বিরোধিতা করলেও দলের মধ্য থেকেই সে অবস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশে জামায়াতের শক্তিশালী অবস্থান আওয়ামী লীগের ফিরে আসার পথ সুগম করছে”

জামায়াতের সঙ্গে জোট করায় অনেক তরুণ ভোটারও ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে জানান সামান্তা। তিনি বলেছেন, ‘‘আমাকে অনেকেই বলেছে, আমরা তো তোমাদেরই ভোট দিতাম। এখন আমরা কাকে ভোট দিবো?

৩০০ আসনে একক প্রার্থী দিয়ে ভোটে না জিতলেও দেশজুড়ে দল হিসাবে এনসিপির সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী হতো বলে মনে করেন তিনি। তবে জামায়াত বা বিএনপির সঙ্গে জোট সেই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে বলেও মনে করেন সামান্তা।

জামায়াতে ইসলামীকে নির্ভরশীল মিত্র বলে মনে করেন না সামান্তা। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, ‘‘নির্ভরযোগ্য মিত্র হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক যে কয়টা কথা রাখার ব্যাপার থাকতে পারে, আপনি দেখুন, জামায়াতের ইতিহাসে সেটা আছে কিনা” তিনি বলেন, ‘‘ইতিহাসে জামায়াত যতবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে, ততবারই তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবারাও নিম্নকক্ষে পিআর ইস্যু বা জুলাই সনদে সাক্ষর নিয়ে তাদের বক্তব্য একধরনের এবং পরবর্তী তাদের কাজ তার বিপরীত হয়েছে”

এক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জামায়াতের অবস্থান নেয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন সামান্তা। ২০২৪ সালে এসে এই প্রথম জামায়াত তাদের নিজেদের অবস্থানকে জনগণের অবস্থানের সঙ্গে এক জায়গায় আনতে পেরেছে। তবে সেটিও জামায়াতের নিজের রাজনৈতিক সাফল্যের চেয়ে আওয়ামীগ লীগের স্বৈরাচারী ও নিবর্তনমূলক আচরণকে বড় কারণ বলে মনে করেন সামান্তা। অনুপম দেব কানুনজ্ঞ (ঢাকা থেকে ফিরে জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের প্রতিনিধি)

নিন্দা জানাই, তবে ভুল করিনি: ওবামা দম্পতিকে

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রথমে হোয়াইট হাউস ভিডিওটিকে ‘ইন্টারনেট মিম’ বলে সমালোচকদের ‘ভুয়া ক্ষোভ’ প্রকাশ বন্ধ করতে বলে। পরে তীব্র সমালোচনার মুখে ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি সরিয়ে নেওয়া হয়। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানান, একজন কর্মী ‘ভুলবশত’ ভিডিওটি পোস্ট করেছিলেন। ক্লিপটিতে কৃষ্ণাঙ্গদের বানরের সঙ্গে তুলনা করে পুরোনো বর্ণবাদী ক্যারিকেচারের প্রতিফলন দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওটি ‘জেরিয়াস্ট’ নামের এক রক্ষণশীল মিম নির্মাতার অক্টোবরে দেওয়া একটি এক্স পোস্ট থেকে নেওয়া। ভিডিওতে নিউইয়র্কের রিপ্রেজেন্টেটিভ আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনসহ আরও কয়েকজন ডেমোক্র্যাট নেতাকে পশু হিসেবে দেখানো হয়েছে। একইভাবে ট্রাম্পের পূর্বসূরি জো বাইডেনকেও কলা খেতে থাকা বানর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মক্কা থেকে যৌন অপরাধী

৬ পৃষ্ঠার পর

অন্য কিছু ইমেইলে দেখা যায়, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় “ইরমা” আঘাত হানার পর আহমাদি এপস্টিনের খোঁজখবর নিচ্ছেন। সে সময় এপস্টিনের ব্যক্তিগত দ্বীপটি ঘূর্ণিঝড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আহমাদি বেশ কয়েক দিন ধরে এপস্টিনের সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্বীপের অবস্থা ও তার শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে জানতে চান।

সেক্রেটারি উত্তরে লিখেছিলেন, “সবাই নিরাপদে আছেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা...কিছু স্থাপনা ভেঙে পড়েছে...গাছপালা উপড়ে গেছে...জেটির প্যাভিলিয়নগুলো নেই...রাস্তাগুলো চলাচলের অনুপযোগী...বাইরে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তবে ঘরের ভেতরটা ঠিক আছে...চারপাশটা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে, তবে সব আবার মেরামত করা সম্ভব! খোঁজ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ” জবাবে আহমাদি লিখেছিলেন, “নতুন একটি তাঁবু পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি :)”।

আহমাদি কখনো এপস্টিনের দ্বীপে গিয়েছিলেন কি না বা সেখানে ঠিক কী ধরনের কর্মকাণ্ড চলত সে সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন কি না, তা ইমেইলগুলো থেকে স্পষ্ট নয়। লিটল সেইন্ট জেমস নামের এই দ্বীপটি এপস্টিনের যৌন পাচার চক্রের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

আরেকটি বার্তায় দেখা যায়, আহমাদিকে একটি ডিএনএ পরীক্ষার কিট পাঠিয়েছেন এপস্টিনের দীর্ঘদিনের সহকারী লেসলি গ্রফ। তবে এটি ঠিক কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, তা জানা যায়নি।

পুরো ইমেইল আদান-প্রদানে এপস্টিন নিজে আহমাদির সাথে খুব কমই সরাসরি কথা বলেছেন। একটি ইমেইলে আহমাদি গ্রফকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আমি নিউইয়র্ক ছেড়ে যাওয়ার আগে কি আজ জেফরির বাড়িতে একটু ঢুঁ মারতে পারি? তাকে বিদায় জানাতে এবং জন্মদিনের শুভেচ্ছা দিতে চাই। মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগবে”

এদিকে, একটি এফবিআই মেমোতে বলা হয়েছে, এপস্টিন মার্কিন ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করতেন।

মেমোটিতে বলা হয়েছে, “এপস্টিন ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাকের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তার অধীনে গোয়েন্দা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন”

২. নিজের ডিএনএ দিয়ে মানবজাতি তৈরির অশুভ ছক কষেছিলেন এপস্টিন

এপস্টিন ২০১৯ সালে মারা গেছেন। কিন্তু তার কেলেঙ্কারির ঢেউ এখনো থামেনি। একের পর এক তথ্যপ্রমাণ তাকে যৌনতা, অর্থ ও ক্ষমতার এক বিশাল জালের কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছে। এই জালে জড়িয়ে আছেন বিশ্বের অনেক ধনী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস (ডিওজে) প্রায় ৩০ লাখ নথিপত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, শুধু জঘন্য যৌন অপরাধই নয়, এপস্টিনের মাথায় মানবজাতিকে “উন্নত” করার এক অদ্ভুত নেশা চেপেছিল। তিনি জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স নিয়ে রীতিমতো আচ্ছন্ন ছিলেন।

নতুন নথিতে বর্ণবাদী ও লিঙ্গবৈষম্যমূলক কথোপকথনের প্রমাণ মিলেছে। তিনি “ট্রান্সহিউম্যানিজম”-এর ভক্ত ছিলেন। এটি দর্শনের এমন এক শাখা, যা ইউজেনিক্স (উন্নত প্রজনন বিজ্ঞান) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণাকে একত্র করে। জানা গেছে, জিন এডিটিং বা জিন সম্পাদনা নিয়ে কাজ করা একটি কোম্পানিকে অর্থায়ন করার জন্য তিনি অনেক দূর এগিয়েছিলেন। এমনকি নির্দিষ্ট কিছু জাতিগত বৈশিষ্ট্য, যেমন নীল চোখের প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল।

সবচেয়ে আপত্তিকর বিষয়গুলো ছিল জাতি বা বর্ণ নিয়ে। ২০০৮ সালে প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হওয়া এপস্টিন বিশ্বাস করতেন, জিনগত কারণেই কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান। ২০১৬ সালে ভাষাবিদ ও অ্যাক্টিভিস্ট নোয়াম চমস্কিকে লেখা এক ইমেইলে তিনি দাবি করেন, “আফ্রিকান আমেরিকানদের পরীক্ষার স্কোরে পিছিয়ে থাকার বিষয়টি সুপ্রমাণিত” তিনি আরও বলেন, “পরিস্থিতি ভালো করতে হলে কিছু অস্বস্তিকর সত্য মেনে নিতে হবে”

জার্মান কগনিটিভ সায়েন্টিস্ট জোশা বাখের সঙ্গে তার ইমেইল চালাচালিতে আরও ভয়ানক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এআই জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বাখ তখন এমআইটিতে কাজ করতেন এবং এপস্টাইনের কাছ থেকে ৩ লাখ পাউন্ড অনুদান পেয়েছিলেন। ইমেইলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এপস্টিন কৃষ্ণাঙ্গদের জিন পরিবর্তন করে তাদের “স্মার্ট” বা বুদ্ধিমান বানানোর সম্ভাব্যতা নিয়ে আগ্রহী ছিলেন।

২০১৬ সালের জুলাইয়ে বাখ এপস্টিন লেখেন, “আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, আপনি বলছেন... কৃষ্ণাঙ্গদের মোটর লেয়ার বা শারীরিক বিকাশের সময় পরিবর্তন করে তাদের স্মার্ট করা সম্ভব”

তাদের এই আলোচনায় কিছু উদ্ভট বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল। বাখ যুক্তি দেখান, কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের শারীরিক দক্ষতা শ্বেতাঙ্গ শিশুদের চেয়ে দ্রুত বিকশিত হয়, যার ফলে তাদের উন্নত মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি দাবি করেন, আফ্রিকানরা “দৌড়াদৌড়ি বা শিকার করা” জীবনযাত্রার জন্য অভিযোজিত, অন্যদিকে ইউরোপীয়রা কৃষিকাজের জন্য অভিযোজিত।

এপস্টিন এই যুক্তি মেনে নেন এবং এরপর লিঙ্গবৈষম্যমূলক মন্তব্য শুরু করেন। পরে বাখ বয়স্ক বা দুর্বলদের গণমৃত্যু ভালো হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তিনি লেখেন, “মানুষ অনেক বেশি হয়ে গেছে, তাই বয়স্ক ও দুর্বলদের গণহারে মেরে ফেলা যৌক্তিক... মস্তিষ্ক যদি অব্যবহৃত নিউরন ফেলে দেয়, তবে সমাজ কেন এদের রেখে দেবে” এপস্টিন এতে কোনো আপত্তি জানাননি।

অবশ্য বাখ পরে এই মতবাদ থেকে সরে আসেন। নভেম্বরে তিনি বোস্টন গ্লোবকে বলেন, “জাতিগত পরিচয় মানসিক পার্থক্যের কারণ নয়। পরবর্তী গবেষণায় আমি বুঝেছি যে জাতিগত পরিচয় শিশুদের বা প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধিমত্তা নির্ধারণ করে না”

এপস্টিন বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছিলেন জন ব্রকম্যানের হাত ধরে। ব্রকম্যান ছিলেন জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখকদের এজেন্ট। ২০০৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় এক ডিনারে তাদের পরিচয় হয়। এরপর এপস্টিন বিজ্ঞানীদের অর্থায়ন করতে শুরু করেন এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। নিজের ওয়েবসাইটে তিনি গর্ব করে লিখতেন, “অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে স্পনসর করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে”

২০০৬ সালে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসের সেন্ট থমাসে এপস্টিন একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন, যেখানে স্টিফেন হকিংও বক্তা হিসেবে ছিলেন। সম্মেলনটি মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে হলেও এক অংশগ্রহণকারী জানান, এপস্টাইন মানব জিনোম নিখুঁত করা এবং কীভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে উন্নত মানুষ তৈরি করা যায়, তা নিয়ে আগ্রহী ছিলেন।

হার্ভার্ডের “প্রোগ্রাম ফর ইভোলিউশনারি ডাইনামিক্স”-এ তিনি ৬৫ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন। ২০১১ সালে তিনি “ওয়ার্ল্ডওয়াইড ট্রান্সহিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন”-এ ২০ হাজার ডলার দেন।

নতুন নথিপত্রে এপস্টিনকে এমন এক ব্যক্তি হিসেবে দেখা যায়, যিনি জিনগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় মগ্ন ছিলেন। একজন ইহুদি হয়েও তিনি হলোকাস্ট নিয়ে রসিকতা করতেন এবং আর্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। ইমেইলে তিনি বারবার “নীল চোখের” গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এটি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। যৌনতার জন্য আনা নারীদের মধ্যে তিনি নীল চোখ খুঁজতেন। এমনকি এক নথিতে বিজ্ঞান সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের নামের পাশে তাদের চোখের রঙও লিখে রাখা ছিল।

বিনিয়োগকারী হিসেবেও এপস্টাইন “ডিজাইনার বেবি” এবং জিনগতভাবে তৈরি শিশুদের নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। ডিওজে প্রকাশিত এক নথিতে তিনি অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসরের সঙ্গে ক্লোনিং নিয়ে কথা বলার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, “আমি ক্লোনিং শুরু করতে চাই... প্রিন্স অ্যান্ড্রু রেগে গিয়েছিলেন কারণ তিনি বলছিলেন, ‘যদি এগুলোর বিবেক থাকে, তবে কি আপনি স্পেয়ার পার্টস বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য এদের মারতে পারবেন’ তখন আমি বললাম, ‘আমি মাথা ছাড়াই বানাব, তাহলে কি ভালো লাগবে’”

২০১৮ সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্যোক্তা ব্রায়ান বিশপের সঙ্গে ইমেইলে তিনি “ডিজাইনার-বেবি প্রজেক্ট”-এর অর্থায়ন নিয়ে কথা বলেন। এপস্টিন লেখেন, “বিনিয়োগ করতে আমার সমস্যা নেই, সমস্যা হলো যদি নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আমি ধরা পড়ে যাই”

তখন এপস্টিন নাবালিকাকে দিয়ে পতিতাবৃত্তির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দশ বছর পার করেছেন। এর পরের বছরই তার বিরুদ্ধে যৌন পাচারের অভিযোগ আনা হয় এবং এক মাস পর তিনি আত্মহত্যা করেন।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

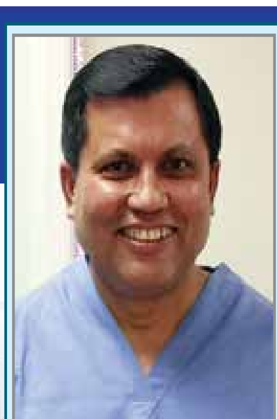

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

যুক্তরাষ্ট্র চায় জুনের মধ্যে রাশিয়া-

৭ পৃষ্ঠার পর

পাওয়া যায়নি। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই সংঘাত শেষ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।

এদিকে, ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে রাশিয়া। এর ফলে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে এখন বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবু ধাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনায় যেসব বিষয়ে কথা হয়েছে, তা আজ শনিবার সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন জেলেনস্কি।

শুক্রবার এই আলোচনা শেষ হয়। তবে বড় কোনো অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

জেলেনস্কি বলেন, "কঠিন বিষয়গুলো এখনও কঠিনই রয়ে গেছে"। এর মধ্যে রয়েছে ইউক্রেনকে কিছু ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার চাপ।

তিনি বলেন, দলগুলো প্রথমবারের মতো কেবল প্রতিনিধিদের মধ্যে নয়, নেতাদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছে। তবে "এর প্রস্তুতির জন্য অনেক বিষয় রয়েছে"।

চুক্তির জন্য কোনো সময়সীমা দেওয়া হয়েছে কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমেরিকানরা বলছে তারা জুনের মধ্যেই সব করতে চায়।

এদিকে চলমান এই সংঘাত নিয়ে কূটনীতিক তৎপরতার মধ্যেই ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোগুলোতে হামলা অব্যাহত রেখেছে রাশিয়া।

ইউক্রেনের জ্বালানিমন্ত্রী দেনিস শ্মিহাল টেলিগ্রামে লিখেছেন, "রুশ অপরাধীরা ইউক্রেনের জ্বালানি স্থাপনায় আরেকটি বড় হামলা চালিয়েছে"।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী সাবস্টেশন এবং বিদ্যুৎ লাইনের ওপর হামলা হয়েছে, যেগুলো ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মূল ভরসা। বিদ্যুৎকেন্দ্রেও হামলা হয়েছে।

ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা উক্রেনেরগো জানায়, এই হামলার ফলে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ঘাটতি অনেক বেড়ে গেছে।

শ্মিহাল বলেন, জরুরি বিদ্যুৎ সহায়তার জন্য প্রতিবেশী পোল্যান্ডের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, শুক্রবার রাতের হামলায় ৪০০টির বেশি ড্রোন ও ৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানায়, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশিরভাগ হামলা ঠেকাতে পারলেও সব নয়।

তিনি বলেন, "মূল লক্ষ্য ছিল বিদ্যুৎ গ্রিড, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বিতরণ সাবস্টেশন"। তিনি জানান, অন্তত চারটি অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। পশ্চিম ইউক্রেনের লভিভ অঞ্চলে দোব্রোতভির বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা হয়। আঞ্চলিক প্রধান ম্যাকসিম কোজিৎস্কির মতে, এর ফলে হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক ইঙ্ক এর আয়োজনে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত

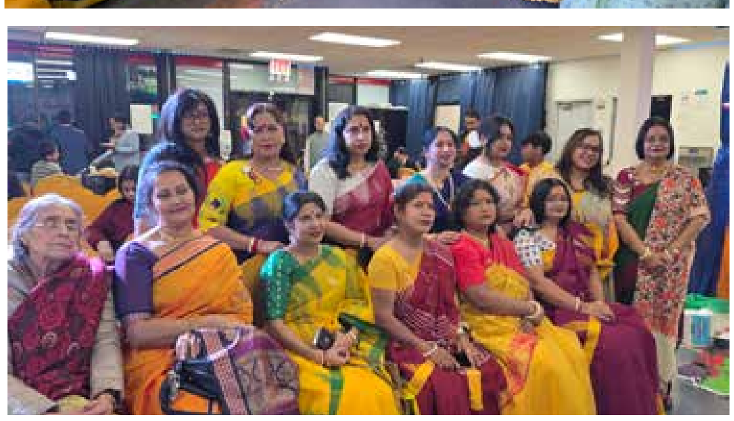

পরিচয় ডেস্ক: যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্য পরিবেশ ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক ইঙ্ক এর আয়োজনে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে । সংগঠনের সভাপতি পুর্ণচন্দ্র মুখার্জী ও সাধারণ সম্পাদক লীনা সাহার সাহার সার্বিক তত্বাবধানে এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মিন্টু চৌধুরী ও সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মৌগন্ধা আচার্যর সহযোগিতায় জ্যামাইকার ফ্লোরাল পার্কে গোল্ডেন ইয়ারস পার্টি হলে অনুষ্ঠিত পুজায় সতাতন ধর্মালম্বীদের বিপুল উপস্থিতিতে আয়োজিত পুজায় অঞ্জলী প্রদান ছাড়াও ছিল শিশু কিশোরদের হাতে খড়ি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রসাদ বিতরণ।

সরস্বতী পুজোর বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য রাখেন , পুরনো চন্দ্র মুখার্জি , রীনা সাহা, রতন দাশ, দেবব্রত দাশ, তপন সাহা , ফনিন্দ্র সাহা. উত্তম দাশ জিতেন্দ্র মন্ডল, অমিত দে , শান্ত রায় , সনৎ সাহা, সংকর সাহা । পুজা অর্চনায় ছিলেন লতা মন্ডল, দীপ্তি দাশ, সুধা রানী দাশ ,শোভা রায়, তনিমা দাশ , কল্যানী মুখার্জি, বনানী রায় , মিন্টু চৌধুরি, অরুনা পাল, ঝুনু সাহা , দেবশ্রী সাহা, মৌগনধা আচার্যী। বক্তারা প্রবাসের প্রতিকুল পরিবেশ সত্বেও সন্তানদের সনাতম ধর্মে দীক্ষিত করার তাগিদে আপন গৃহে সনাতন ধর্ম চর্চা ও পুজা-পার্বণ উদযাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন অসীম সাহা ও অনিমা কর। শিল্পী ছিলেন লীমন চৌধুরি , অমীত দে এবং তুলি।

কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি'র উদ্যোগে ইমিগ্রেশন বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি বিশেষ করে আইস'র ধরপাকড় ঘিরে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের করনীয় সম্পর্কে কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি'র উদ্যোগে নিউইয়র্কে ইমিগ্রেশন বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের শেফ'স মহল রেস্টুরেন্টে শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্যানেল আলোচনায় এটর্নীগণ আইস'র কর্মকান্ডে ভীত না হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্যা মোকাবেলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অভিবাসীরাই আমেরিকা গড়ে তুলেছে। নাগরিক অধিকার সংবিধান প্রদত্ত। কিন্তু আইস কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধান মানছে না। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় পাসপোর্ট/লীগ্যাল আইডি/ডকুমেন্ট সাথে রেখে সচেতনভাবে চলাফেরার পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসনের আইস-কে দমানো যাবে না বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

ব্যতিক্রমী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম। এতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ষ্টেভেন রাগা, এটর্নী লাভ আজুয়া, এটর্নী অশোক কে কর্মকার, এটর্নী মনিকা কাউর, নিউইয়র্ক সিটি মেয়ল অফিসের ইমিগ্রেশন অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার তেনজিন তেস্যাং, সাউথ এশিয়ান এন্ড ইন্দো ক্যারাবিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব ইন নিউইয়র্ক-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাপনেথ সিং, ওভারসীস পাকিস্তানিস গ্লোবাল ফাউন্ডেশন (ওপিজিএফ)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আখতার জহির মালেক প্রমুখ।

সভায় জেসিকা রামোস ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করেন এবং অভিবাসীদের যেকোন সমস্যায় পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন এবং তার অফিসের কতিপয় উদ্যোগ ও পরামর্শ তুলে ধরেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ষ্টেট সিনেটে আইস বিরোধী বিল উত্তোলনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ষ্টেভেন রাগা তার বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং অভিবাসীদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। এটর্নীগণ তাদের বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আমেরিকান নাগরিকদের অধিকারের কথা তুলে ধরে বলেন, নাগরিকদের অধিকারের অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধান লংঘিত হচ্ছে। তবে সকল নাগরিককে সংবিধান মেনে আইসের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, সোচ্চার আর রাজনৈতিকভাবে জনমত গতে তুলতে হবে। তারা বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'শক্তিশালী পলিটিক্যাল পলিসি' দরকার। চলমান পরিস্থিতে পাসপোর্ট/লীগ্যাল আইডি/ডকুমেন্ট সাথে রেখে সচেতনভাবে চলাফেরার পাশাপাশি আইনজীবিদের সাথে পরামর্শ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন এটর্নীগণ। এছাড়াও আইস-এর অভিযান চলাকালে বা কেউ আটক বা গ্রেফতার হলে তাৎক্ষনিকভাবে কোন তথ্য না দিয়ে শান্ত থেকে এটর্নীর সাথে যোগাযোগ এবং এটর্নীও মাধ্যমে তথা দেয়ার কথাও জানান এটর্নীগণ।

পরে উপস্থিত সাংবাদিক ও সুধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্যানেল আলোচকগণ। প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে অর্ধ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী সভায় যোগ দেন।

সভায় সংগঠনের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম। এছাড়াও সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি'র সিনিয়র সহ সভাপতি জে মোল্লা সানী। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম এবং ইভেন্ট কনভেনর ও সংগঠনের নারী বিষয়ক সম্পাদক ফারজানা হক। খবর ইউএনএ'র। ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।

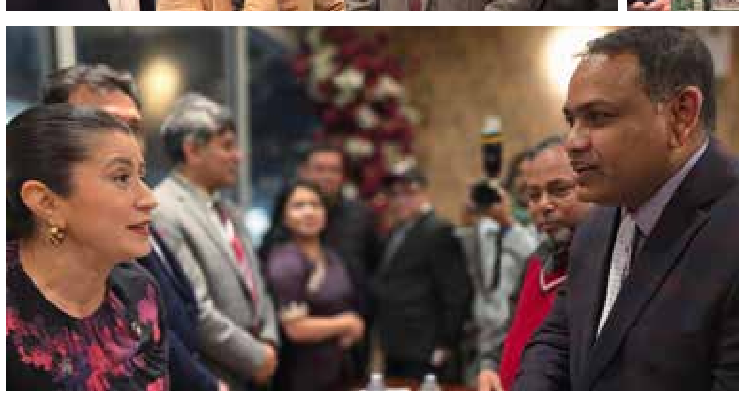

পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষ্যে ‘শাহ নেওয়াজ গ্রুপ’র আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী গ্রুপ ‘শাহ নেওয়াজ গ্রুপ’-এর আয়োজনে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেন। এতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এবং শবে বরাতের বিষয়ে কোরআন ও হাদিসের আলোকে বক্তব্য রাখেন কারী সাইয়্যেদ মুসতানজিদ বিল্লাহ রব্বানী। মাহফিলে শবে বরাতের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন মিলাদ ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, জেবিবিএ’র একাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, সোসাইটির ট্রাষ্ট্রি বোর্ড সদস্য ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি’র সভাপতি এবং জেএমসি’র সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সোসাইটির ট্রাষ্ট্রি বোর্ড সদস্য মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহ শহীদুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মাহফিলে ইমাম কাজী কাইয়ুম বলেন, শবে বরাত একটি পবিত্র রাত। এই রাতে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের অতীত গুণাগুলো মাফ করার জন্য বিশেষ সুযোগ রেখেছেন। কোন বান্দা যদি তার গুণাহ স্মরণ করে আল্লাহর কাছে মাফ চান, আল্লাহ তায়ালা তাকে মাফ করে দেন। তাই এ রাতে শুধু নিজেদের জন্য নয় আমাদের পূর্বপুরুষ সহ সকল মুসলিমের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা দরকার। তিনি আরো বলেন, আগে দেশে প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় ভাব গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়ে শবে-বরাত পালন করা হতো। এখন সে প্রচলন উঠে যাচ্ছে। মানুষ এখন শবে বরাতের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারছে না। তিনি সবাইকে শবে বরাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই রাতের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার আহ্বান জানান।

শাহ নেওয়াজ বলেন, বান্দারা পাহাড়সম গুণা করে থাকলেও তা মাফ পাওয়ার পবিত্র রাত শবে বরাত। তওবার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে সকল গুণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আল্লাহর কাছে মন থেকে ক্ষমা চাইলে, তওবা করলে তিনি তা মাফ করে দেন। তিনি বেশী বেশী নামাজ আদায় আর তওবা করার জন্য ধর্মপ্রান মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান। সবশেষে তিনি তার বক্তব্যে স্বস্ত্রীক ওমরাহ হজ পালনে যাওয়ার কথা জানান এবং সবার দোয়া কামনা করেন।

আতাউর রহমান সেলিম বলেন, শবে বরাত পালন নিয়ে আমরা খুব বিপদে আছি। কেউ বলেন, শবে বরাত পালন বেদাত, কেউ বলেন ঠিক। তিনি সততা আর নিষ্ঠার সাথে সৃষ্টিকর্তার নামে ধর্ম-কর্ম পালন করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান এবং দেশের জন্য সবার দোয়া কামনা করেন।

এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, প্রবাসে আমরা একটি পরিবার। আমাদের ভুলত্রুটি হলে সবাই সবাই ক্ষমা করে দিবেন। আমাদেও একটি লক্ষ্য থাকা উচিৎ যাতে আমাদের দ্বারা কারো যেনো ক্ষতি না হয়।

ফাহাদ সোলায়মান বলেন, পবিত্র শবে বরাতের রাতে নিউইয়র্কের মসজিদগুলো বন্ধ না রেখে ইবাদতের জন্য মসজিদগুলো সারারাত খোলা রাখার জন্য বিশেষ করে জ্যামাইকা মসলিম সেন্টার (জেএসি) মসজিদ পরিচালনা কমিটির প্রতি আহ্বান জানান।

মহিউদ্দিন দেওয়ান বলেন, আমাদের ইমাম-ওলামাদের বিভক্তির জন্যই আমরা ধর্মকর্ম পালনে দ্বিধা-দ্বন্দে পরছি। এর সমাধান প্রয়োজন। তিনি ইসলামকে ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মোহাম্মদ আলী বলেন, পবিত্র শবে বরাতের রাতে আমরা দেশে যা করাতাম তা প্রবাসে নেই। দে এই রাতে শুধু ধর্ম-কর্মই হতো না, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বিষয়টিও পরিলক্ষিত হতো। সবাইকে নিয়ে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের শবে বরাত পালনের উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, ইমাম-ওলামারা আমাদের ধর্মীয় নেতা। তাদের নেতৃত্বেই আমরা ধর্ম-কর্ম পালন করে থাকি। আর ইসলামে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম পালন সবার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে শবে বরাত পালন সহ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে যেসব মতভেদ রয়েছে সেগুলো সমাধানের জন্য আলেম সমাজকে নিয়ে ইসলামিক দিবসগুলো পালনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক এবং শাহ নেওয়াজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান রানো নেওয়াজ সহ বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, ফোবানার সাবেক আহ্বায়ক আবু জুবায়ের দ্বারা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বেলাল হোসাইন, শাহ জে চৌধুরী, নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি রকি আলিয়ান ও বর্তমান সভাপতি জেএফএম রাসেল, রিয়েলটর নুরুল আজিম, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা আবুল কাশেম চৌধুরী ও তোফায়েল আহমেদ সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব সহ কয়েকজন নাতে রাসূল ও হামদ পরিবেশন করেন। খবর ইউএনএ-র

নিউ ইয়র্কে মানবাধিকার সমাবেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থিতিশীলতা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের আধিপত্য ও আগ্রাসন বন্ধের আহ্বান, শহীদ ওসমান হাদি হত্যার তদন্তের দাবী

পরিচয় ডেস্ক: গত ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্নে নিউ ইয়র্কে সেন্ট্রাল পার্ক এলাকায় ভারতীয় দুতাবাসের সামনে "উই আর দ্যা পিপলস" এবং "পেট্রিয়টস অব বাংলাদেশ" এর যৌথ উদ্যোগে এশিয়ায় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও বাংলাদেশের উপর ভারতীয় আধিপত্য বন্ধ এবং ন্যায়বিচার ও শান্তির দাবীতে একযোগে সোচ্চার অবস্থান ও মানবাধিকার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন "উই আর দ্যা পিপলস" এর প্রধান সমন্বয়ক জ্যাকব মিল্টন ও নীরা এবং পেট্রিয়টস অব বাংলাদেশের সমন্বয় আব্দুল কাদের মোহাম্মদ আলিম, জাবেদ উদ্দিন, মো: আজমত উল্লাহ, আনোয়ার হোসেন, গাজী দীপন, জনপ্রিয় ব্লগার রুহুল খান, বুলবুল আহমেদ, কামরুল খান, দিনাজ চৌধুরী, পাটওয়ারী আহমেদ, তানভীর, হাসিব উদ্দিন, জুয়েল জাকির, আতিক হোসেন, মাহাসান চৌধুরী-সহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনজীবী, আমেরিকান মানবাধিকার আইনজীবী, নিউ ইয়র্ক বরো-এর আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, আর্মি ভেটেরানস (সাবেক সেনা সদস্য), কমিউনিটি নেতা এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ,আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দক্ষিণ এশিয়ায় মানবাধিকার, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিউ ইয়র্কে উক্ত শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অন্যতম আয়োজক মানবাধিকার সংগঠন উই আর দ্য পিপল এর জ্যাকব মিল্টন দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের বিভিন্ন প্রতিবেদন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন,"সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা রাজনৈতিক অন্যায়ের যেকোনো অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। এমন ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন, তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা শুধু একটি দেশের জন্য নয়, বরং বৈশ্বিক মানবাধিকারের প্রতি আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

সমাবেশে আব্দুল কাদের বলেন, শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তদন্ত নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা শুধু একটি দেশের দায়িত্ব নয়; বরং এটি বৈশ্বিক মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারের প্রতিফলন।"শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের সত্য উদঘাটনে অবিলম্বে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তদন্ত শুরু করতে হবেড়ন্যায়বিচার বিলম্বিত মানেই ন্যায়বিচার অস্বীকার।""ওসমান হাদির রক্ত বৃথা যেতে পারে না। প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচারের মুখোমুখি করতে একটি স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক মানের তদন্ত এখন সময়ের দাবি।"কোনো প্রভাব নয়, কোনো আপস নয়ড়শহীদ ওসমান হাদির হত্যার নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তদন্ত চাই, এখনই চাই!"তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের নানা প্রতিবেদনের প্রতি গভীর উদ্বেগ জানান। করে। "সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা সমাবেশে উপস্থিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনজীবীরা শহীদ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডকে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন যে, এ ঘটনায় সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা এবং সীমান্ত-পারাপারের সম্পৃক্ততা নিয়ে যে অভিযোগগুলো উঠে এসেছে, সেগুলোর একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।"যদি কোনো হত্যাকাণ্ডে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বা অন্য দেশের মাটিতে আশ্রয় নেওয়ার মতো বিষয়ের অভিযোগ উঠে থাকে, তবে তা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তদন্ত হওয়া উচিত। তারা জোর দিয়ে বলেন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, বৈষম্য কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলার যেকোনো অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। এ ধরনের ঘটনা শুধু একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; বরং এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রতিফলন।

সমাবেশে কমিউনিটি ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং মানবাধিকার কর্মীরা বলেন, শহীদ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ড নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা অভিযোগ করেন যে, হত্যাকাণ্ডের পেছনে সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও সীমান্ত-পারাপারের সম্পৃক্ততার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা প্রয়োজন।

তারা বলেন, যদি এই হত্যাকাণ্ডে বিদেশি সম্পৃক্ততার অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে, তবে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনায় নেওয়া এবং প্রয়োজনে একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে কোনো অভিযোগই উপেক্ষা করা চলবে না।

মানবাধিকার কর্মীরা আরও প্রশ্ন তোলেন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নিপীড়নের যেসব অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে সামনে এসেছে, সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো ঘটনাড়যেখানেই ঘটুকড়তা আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়বিচারের আওতায় আনতে হবে।" শহীদ ওসমান হাদির হত্যার সত্য উদঘাটনে অবিলম্বে স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তদন্ত শুরু করতে হবে। কোনো প্রভাব বা বিলম্ব নয়,

, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে ছিলেন: আমেরিকান মানবাধিকার আইনজীবী, নিউ ইয়র্ক বরো-এর আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, আর্মি ভেটেরানস (সাবেক সেনা সদস্য), কমিউনিটি নেতা এবং সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা

আয়োজকরা জানান, এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, আইনসম্মত এবং মানবিক মূল্যবোধনির্ভর। তারা আন্তর্জাতিক সংস্থা, নীতিনির্ধারক এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। "ন্যায়বিচারের কোনো সীমান্ত নেই। পৃথিবীর যেখানেই মৌলিক অধিকার হুমকির মুখে পড়ে, তা সমগ্র মানবতার জন্যই উদ্বেগের বিষয়।

নিউ ইয়র্ক অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন : হেরে গেলেন মেরী জোবায়দা : জিতলেন ডায়ানা মরেনো

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন হেরে গেলেন ‘পিপল ফাস্ট’-এর প্রার্থী বাংলাদেশী-আমেরিকান মেরী জোবাইদা, জিতলেন মেয়র জোহরান মামদানী সমর্থিত ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী ইকুয়েডোরিয়ান ডায়ানা মরেনো। নির্বাচনে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন ‘কুইন্স ফর অল’-এর মিশরীয় রানা আবদেলহামিদ। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারী) এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ফলাফলে নির্বাচনে বিজয়ী ডায়ানা মরেনো পেয়েছেন ৬,২০৯ ভোট অর্থাৎ ৭৪.৯% ভোট। তার অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে রানা আবদেলহামিদ-এর প্রাপ্ত ভোট ১,৪৩৫ অর্থাৎ ১৭.৩% ভোট আর মেরী জোবাইদার প্রাপ্ত ভোট ৬৫১ অর্থাৎ ৭.৯% ভোট। খবর ইউএনএ’র।

এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটি নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ এর নির্বাচনী এলাকা গঠিত। মেয়র জোহরান মামদানী দায়িত্ব নেয়ার পর অ্যাসেম্বলী সদস্য হিসেবে তার এই পদটি শুণ্য হয়। যার প্রেক্ষিতে এই শুন্য পদে বিশেষ নির্বাচন হচ্ছে। নানা কারণে নির্বাচনটি পুরো কমিউনিটিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো। নির্বাচনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী ছিলেন মেরী জোবাইদা।

নির্বাচনে আগাম ভোট শুরু হয় গত ২৪ জানুয়ারী শনিবার, চলে ১ ফেব্রুয়ারী রোববার পর্যন্ত। তবে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে আগাম ভোট প্রদানের হার খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে মাঝে ২৫ ও ২৬ জানুয়ারী দুদিন আগাম ভোট গ্রহণ বন্ধ ছিলো। এই আসনে ভোটার ছিলো প্রায় ৮০ হাজার। মূল ভোটের দিন ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভোট গ্রহণ চলে। তবে এদিনও ঠান্ডার কারণে কেন্দ্রগুলোতে ভোটারের উপস্থিতি ছিলো কম।

মেরীর নির্বাচনী শিবিরে চরম হতাশা: নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকবে। কিন্তু ফলাফলে এতো পার্থক্য কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না বা হিসাব মিলাতে পারছেন না মেরী জোবাইদার নির্বাচনী শিবির। বিজয়ী ডায়ানা মরেনো যেখানে পেয়েছেন ৬,২০৯ ভোট, সেখানে মেরী জোবাইদা পেয়েছেন মাত্র ৬৫১। এতো কম ভোট পাওয়ায় তারা চরম হতাশা ব্যক্ত করেছেন। অথচ প্রার্থী হিসেবে মেরী জোবাইদার তিন হাজারোধীক ভোটারের সমর্থনে বোর্ড অব ইলেকশনে পিটিশন দাখিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই শিবিরের ধারণা ছিলো এই তিন হাজার ভোট মেরী জোবাইদার ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজ করবে এবং আরো নতুন ভোট নিয়ে তিনি-ই জয়ী হবেন।

যে কারনে হারলেন মেরী জোবাইদা: ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হতে না হতেই কমিউনিটিতে মেরী জোবাইদার ভরাডুবির কারণ খোঁজা শুরু হয়। বার্তা সংস্থা ইউএনএ’র প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, মূলত: নির্বাচন ঘিরে মেরী জোবাইদা শিবিরের বাংলাদেশী কমিউনিটির উপর নির্ভরতা, অন্য কমিউনিটিকে ততধিক গুরুত্ব না দেয়া, কমিউনিটির অনৈক্য, দেশীয় রাজনীতির প্রভাব ছাড়াও সিটি মেয়র জোহরান মামদানী, ডেমোক্র্যাট দলীয় আর নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট অব আমেরিকা (ডিএসসি)-এর সমর্থন না পাওয়া, নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের সাংগঠনিক দূর্বলতা, প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতিকেই দায়ী করা হয়েছে।

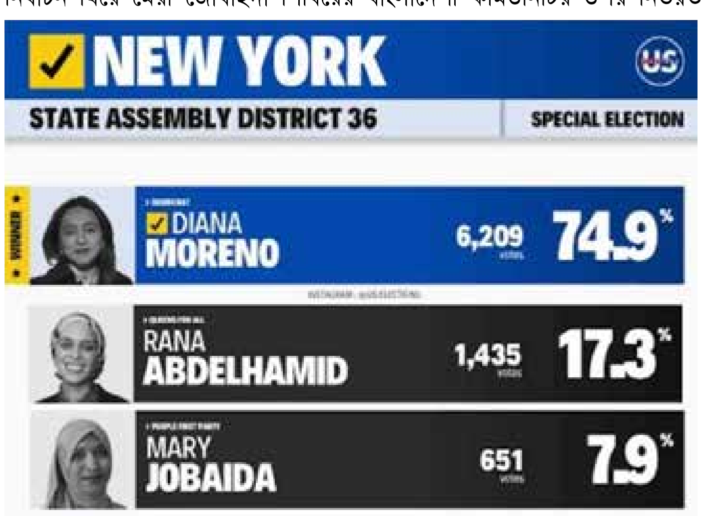

অপরদিকে মেয়র জোহরান মামদানী, ডেমোক্র্যাট দলীয় আর ডিএসসি’র সমর্থন না পাওয়ার পরেও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে মেরী জোবাইদার প্রার্থী হওয়াকে অনেকেই সহসী উদ্যোগ আর নতুন প্রজন্মের জন্য পথ নির্দেশনা হিসেবে দেখছেন।

মেরী জোবাইদার সমর্থক এম আর চৌধুরী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন- ‘নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকবেই- এই অমোঘ সত্যটি মেনে নিয়েই আমরা আমাদের যোগ্য প্রার্থী মেরী জুবাইদা’র পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছিলাম। আজ নির্বাচনের ফলাফল আমাদের পক্ষে না আসলেও, আমাদের বিমর্ষ হওয়ার বা অনুশোচনা করার কোনো কারণ নেই। কারণ, আমরা একটি আদর্শিক লড়াই লড়েছি।’

মেরী জোবাইদার ক্যাম্পেইনের অন্যতম সদস্য, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেছেন- ‘ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ নির্বাচনে কেন আমরা হেরে গেলাম? এই প্রশ্নটি এখন সকলের মনে বার বার আসছে। আমাদের কমিউনিটির প্রায় সকল মূলধারার নেতৃবৃন্দ তার সাথে ছিলেন, এটা সঠিক কিন্তু কেন এমন হলো? কারন গুলি নির্ধারন করা জরুরী! আমাদের ভবিষ্যৎ প্রার্থীদের অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজে লাগাতে পারে । মেরী জোবাইদা একজন সাহসী নারী! তাকে ধন্যবাদ তার সাহসী নেতৃত্বের জন্য, যতদিন বেঁচে থাকবো হারী আর জিতি আমাদের কমিউনিটির সাথে থাকবো, কখনো নিজের শিকড় কে অপমান করবো না।’

মেরী জোবাইদার ক্যাম্পেইনের অন্যতম সদস্য, টাইম টেভিশনের পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু বলেন- ‘এত বড় সামরাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধ করে মেরী জোবাইদা বলেছিলো আমি সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে মাঠে থাকবো। এত সাহস করে মেরি জোবাইদা যে হেডমের পরিচয় দিয়েছে কিম্বা পুরো মাঠকে কাঁপিয়ে রেখেছিল- এটাই আমাদের বিজয়।’

লেখিকা এইচ বি রিতা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন- ‘শুভেচ্ছা ডায়ানাকে। বাকিদেরও শুভ কামনা, হার জিত থাকবেই। ইনশাআল্লাহ! সামনে আবারো আপনারা লড়বেন। তবে এই যে আজকের হার জিতের ফলাফলে এত বিশাল পার্থক্য-এর কারণ নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। মনে রাখা অতিব জরুরি যে, কেবল বাঙালী জনগোষ্ঠীই যথেষ্ট নয় আমাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে, আমাদেরকে বৃহৎ পরিসরে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর হয়েও কথা বলতে হবে-কাজ করতে হবে।’

মেরী জোবাইদার প্রতিক্রিয়া: নির্বাচনের পর মেরী জোবায়দার তার ফেসবুক পেইজে এক প্রতিক্রিয়ায় তার ভোটার, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন- ‘আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ। ধরে নিন যে, এই হারটা আমি একাই হেরেছি। এটাকে আমাদের সবার জন্য চিরন্তন ধরে নিবেন না দয়া করে। এটা তো সত্য যে আমি এই মাঠে একটা সরিষা দানা মাত্র। আমার ব্যার্থতা দিয়ে আপনারা আমাদের পুরো কমিউনিটিকে মাপবেন না। আমার মতো মানুষরা না রাজনীতি করে না নির্বাচন। আমার এই পরাজয় হোক ভবিষ্যতের অনেক জয় যাত্রার কারন।’

বিজীয় ডায়ানা’র বিজয় উৎসব: ইকুয়েডর থেকে অভিবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ডায়ানা মোরেনো একজন পরিচিত শ্রমিক অধিকারকর্মী। তিনি বর্তমানে কুইন্সের এস্টোরিয়ায় তার সঙ্গী ও এক বছর বয়সী সন্তানের সঙ্গে বসবাস করছেন। নির্বাচনে জয়ের পর মঙ্গলবার রাতেই নিজ এলাকার জনপ্রিয় ইকুয়েডরিয়ান রেস্তোরাঁ ‘বারজোলা’-তে সমর্থকদের সঙ্গে ‘বিজয় উৎসব’ উদযাপন করেন তিনি। এসময় তিনি মেয়র জোহরান মামদানী সহ সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। খবর ইউএনএর

পবিত্র ওমরাহ হজ পালনের জন্য সৌদি আরবে শাহ্ নেওয়াজ দম্পতি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ‘শাহ নেওয়াজ গ্রুপ’-এর কর্ণধার শাহ নেওয়াজ এবং তার স্ত্রী প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ পবিত্র ওমরাহ হজ পালনের জন্য সৌদি আরবে পৌছেছেন। গত ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার তারা মদিনা নগরীতে পৌঁছালে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান নিউইয়র্কের অন্যতম ট্রাভেল এজেন্সি ‘বাংলা ট্রাভেলস’-এর প্রতিনিধি। এর অগে গত ৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার সকালে মক্কার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন শাহ নেওয়াজ দম্পতি। জন এফ কেনেডী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদেরকে বিদায় জানান, আবু জুবায়ের দারা, বদরুজ্জামান সাগর, বেলাল আহমেদ ও অনিক রাজ। খবর ইউএনএ’র।

হামাসের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় হার্ভাডের ফান্ডিং বন্ধ

৪৮ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন। পিট হেগসেথ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যা হামাসকে উদ্‌যাপন করে, ইহুদিদের ওপর আক্রমণকে অনুমোদন করে এবং সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিপরীতে এখনও জাতিগত বৈষম্য প্রচার করে।’ হেগসেথ আরও বলেন,‘হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুদ্ধ বিভাগের মধ্যে সক্রিয় কর্মরত সেনাদের জন্য চালানো সকল গ্র্যাজুয়েট লেভেলের পেশাগত সামরিক শিক্ষা, ফেলোশিপ এবং সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম বন্ধ করছি।’

এই সিদ্ধান্ত এসেছে ট্রাম্প প্রশাসনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতপার্থক্য-বিশেষ করে ইসরায়েল-হামাস ইস্যুতে উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে। এই বিরোধের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েল-হামাস সংঘাত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র, ন্যায় এবং অন্তর্ভুক্তি প্রোগ্রাম।

তিনি বলেন, হার্ভার্ডের ইসরায়েল বিরোধী মনোভাব এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ফেডারেল তহবিল পাওয়ার অযোগ্য বানিয়েছে। তার ভাষায়, “আজ এই বিশ্ববিদ্যালয় যা আমাদের করদাতাদের বিলিয়ন ডলার ফেডারেল তহবিল পায়, এটি ‘হেইট আমেরিকা’ আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র। অনেক শিক্ষক আমাদের সেনাবাহিনীকে খারাপভাবে উপস্থাপন করে এবং যারা তাদের বামপন্থী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি চ্যালেঞ্জ করে তাদের দমন করে, সেই সাথে প্রচুর টিউশন চার্জ করে। এটার মূল্য নেই।”

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে হার্ভাডের ফান্ডিং কাটা শুরু হবে। এরই মধ্যে যে সেনারা ক্লাসে ভর্তি তারা তাদের কোর্স শেষ করতে পারবেন। হার্ভার্ড পূর্বে ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল তহবিল স্থগিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল।

হেগসেথ বলেছেন, আর্মি, নেভি এবং এয়ার ফোর্স সব ইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সিভিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় সেনাদের জন্য বিদ্যমান সব গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম মূল্যায়ন করবে।

তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে পেন্টাগনের ফোকাস থাকবে যোদ্ধা তৈরি এবং করদাতাদের অর্থের সর্বোচ্চ মূল্য নিশ্চিত করা যা দেশকে প্রতিহত ক্ষমতা দিতে সাহায্য করবে।

শেষে হেগসেথ বলেন,“আমরা যোদ্ধা প্রশিক্ষণ দিই, ‘ওয়োকেস্টার’ নয়। হার্ভার্ড, বিদায়।”

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1667, Saturday, February 07, 2026

আমেরিকার অভিবাসন সম্পর্কে নবী মুহাম্মদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত বলেছেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানী

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি অভিবাসন নিয়ে আলোচনা করার সময় ইসলামিক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে বলেন, অভিবাসীদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নবী মুহাম্মদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন করা উচিত।
অভিবাসন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মামদানি বলেন, ইসলাম "একটি ধর্ম যা অভিবাসনের আখ্যানের উপর ভিত্তি করে তৈরি," হিজরতের দিকে ইঙ্গিত করে - নবী মুহাম্মদের মক্কা থেকে মদীনা যাত্রা - ইসলামী ঐতিহ্যের একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত হিসাবে। "হিজরতের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নবী মুহাম্মদও একজন অপরিচিত ছিলেন," মামদানি বলেন। "তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এবং মদিনায় তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল।"
মামদানি ঐতিহাসিক বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে চালক কর্তৃক নারী যাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে উবারকে ৮৫ লাখ ডলার জরিমানা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত উবারকে ৮৫ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দিয়েছে। এক নারী অভিযোগ করেছিলেন যে উবার চালকের গাড়িতে তিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। অ্যারিজোনায় অনুষ্ঠিত ফেডারেল আদালতে এই রায় ঘোষণা করা হয়। এই রায় উবারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুই দিনের শুনানির পর জুরি বোর্ড উবারকে চালকের আচরণের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে। তবে উবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে। বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটির নতুন নিয়ম মানুষকে রাস্তা থেকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া আরও কঠিন করে তুলবে

পরিচয় ডেস্ক: এক মারাত্মক শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে যখন মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসন নিউ ইয়র্ক সিটির রাস্তায় বসবাসকারী মানুষদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসার জন্য তোড়জোড় করছে, তখন সিটির সমাজসেবা বিভাগ একটি নতুন বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটিতে জানুয়ারিতে খুন ও গুলির ঘটনা হার হ্রাস ও ধর্ষণ এবং ইহুদি-বিদ্বেষী অপরাধ বৃদ্ধি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটিতে জানুয়ারিতেখুন ও গুলির ঘটনা হার হ্রাস ও ধর্ষণ এবং ইহুদি-বিদ্বেষী অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬ এর জানুয়ারিতে খুন ও গুলির ঘটনা রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে কিন্তু এনওয়াইপিডি বলছে ধর্ষণ এবং ইহুদি-বিদ্বেষী অপরাধ বেড়েছে। ২০২৬ সালের নতুন বছরে বন্দুক সহিংসতার ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক সিটিতে "এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নিরাপদ জানুয়ারি" দেখা গেছে, সেই সাথে সিটির ইতিহাসে সবচেয়ে কম খুন, গুলির ঘটনা এবং গুলির শিকারের ঘটনা ঘটেছে বলে গত ২ রা ফেব্রুয়ারী সোমবার এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ ঘোষণা দিয়েছেন। এনওয়াইপিডি-র সর্বশেষ অপরাধ পরিসংখ্যান অনুসারে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে ৪০টি গুলির ঘটনা এবং এতে ৪৭ জন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, যা যথাক্রমে ২০২২ এবং ২০১৯ সালে স্থাপিত পূর্ববর্তী সর্বনিম্ন রেকর্ড ৫০ এবং ৫৬-এর তুলনায় কম। সিটির আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি শুধু ঘটনার সংখ্যার বিষয় নয়। বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

শিশুদের দৈনন্দিন কাজ শেখানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা যে ভুল করে থাকেন

পরিচয় ডেস্ক: শিশুদের দৈনন্দিন কাজকর্ম শেখানোর বেলায় অভিভাবকেরা কোথায় কোথায় ভুল করেন, সেই বিষয়গুলো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন এক মার্কিন শিক্ষিকা। ঘরের ছোট ছোট কাজে শিশুদের অংশগ্রহণ কীভাবে তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোযোগ বাড়ায় এবং পারিবারিক বন্ধন শক্ত করে, লেখাটিতে সেসব বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাগাজিন দি আটলান্টিকে প্রকাশিত লেখাটির সংক্ষেপিত অনুবাদ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো- আমি যে মন্টেসরি স্কুলটি চালাই, সেখানে প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে দুপুরের খাবারের পর শিশুদের ঘর পরিষ্কারের কাজ করতে দেওয়া হয়। তারা ঝাড়ু আর ছোট ডাস্টপ্যান হাতে পুরো ঘরে ছোটোছুটি করে। এতে ঘর তো পরিষ্কার হয়ই না, বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

হামাসের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় হার্ভার্ডের ফান্ডিং বন্ধ জানালো পেন্টাগন

পরিচয় ডেস্ক: রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সামরিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য ফান্ডিং বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে পেন্টাগন। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) পেন্টাগনের প্রধান পিট হেগসেথ এক ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের হিন্দুরা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিলে বিশ্বের হিন্দুদের সমর্থন পাবে জানালো আরএসএস

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং ক্ষমতাসীন দল বিজেপির আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রধান মোহন ভাগবত বলেছেন, বাংলাদেশের হিন্দুরা যদি তাদের অধিকারের জন্য রুখে দাঁড়ানোর এবং লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তারা সারা বিশ্বের হিন্দুদের সমর্থন পাবে। আরএসএস-এর শত বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার মুম্বাইতে এক অনুষ্ঠানে বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ভিজিট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতি নেই জানালো ঢাকার মার্কিন দুতাবাস

পরিচয় ডেস্ক: ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে কাজ করার অনুমতি নেই বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস। গত শনিবার (৭ বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়